মানব জাতির ভবিষ্যৎ কি গণতন্ত্রে?

২০২৪ সালকে বলা হচ্ছে নির্বাচনের বছর। নির্বাচন হচ্ছে ৭০টির বেশী দেশে। এক বছরে এতগুলো দেশে নির্বাচনের নযীর ইতিপূর্বে নেই। বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ এ বছর ভোটের আওতায় থাকছে। এমন এক সময়ে এই নির্বাচনগুলো হচ্ছে, যখন বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের মান ক্রমশ নীচের দিকে নামছে। সুইডেনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্সের ২০২৩ সালের পর্যবেক্ষণ বলছে, বিশ্বের অর্ধেক দেশে টানা ছয় বছর ধরে গণতন্ত্রের ক্ষয় চলছে। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ল্যারি ডায়মণ্ড মনে করেন, প্রতিটি সময়ের একটি আবেদন থাকে এবং এই সময়টা গণতন্ত্রের নয়। আবার বিশ্বরাজনীতিও এখন বেশ টালমাটাল। যুদ্ধ-সংঘাত, গোলযোগ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে অনেক অঞ্চল। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে চলছে নানামুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মৈত্রীর সম্পর্ক।

এ বছরের শুরুর চার মাসে যে দেশগুলোতে নির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের ৭ই জানুয়ারীর নির্বাচনও রয়েছে। বলা যায়, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বিশ্বে শুরু হয়েছে নির্বাচনের বছর। এ সময়ে আরও নির্বাচন হয়েছে রাশিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কম্বোডিয়া, তাইওয়ান, বেলারুশ, আযারবাইজান, সেনেগাল, এল সালভাদর, ক্রোয়েশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, পর্তুগাল, মালদ্বীপ ও ভুটানের মতো বেশ কিছু দেশে। জনসংখ্যার হিসাবে বিশ্বের সবচেয়ে 'বড় গণতন্ত্রে'র দেশ ভারতে এখন নির্বাচন চলছে। যে দেশগুলোতে এরই মধ্যে নির্বাচন হয়েছে এবং বছরের বাকী সময়ে যে দেশগুলোতে নির্বাচন হবে, সেখানে নানা মানের গণতন্ত্র রয়েছে। এখন ভোটাভুটি কেবল নিয়ম রক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ অধিকাংশ ভোটকেন্দ্র ভোটারশূন্য থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে, দেশে দেশে গণতন্ত্রের এই করুণ দশা কেন? সুইডেনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্সের প্রধান ও কোস্টারিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কেভিন কাসাস-জামোরা এর কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, তিনি মনে করেন, গণতন্ত্র সামাজিক চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়া দিতে পারে না, এমন একটি ধারণা তৈরী হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতিকে উপেক্ষা করার একটি মনোভাব জনমনে তৈরী হয়েছে। তৃতীয়ত, সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে যাওয়ায় কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্বের প্রতি মানুষের ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা তৈরী হয়েছে। চতুর্থত, ইরাক আক্রমণ, অর্থনৈতিক সংকট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে পশ্চিমের নৈতিক কর্তৃত্ব দুর্বল করে দিয়েছে'।

বিশ্বে যে দেশগুলোতে (নট ফ্রি ও পার্টলি ফ্রি) স্বৈরশাসক বা আধা স্বৈরশাসকরা ক্ষমতায় আছেন, সেই নির্বাচনগুলোর ফলাফল কী হবে, তা আগেই জানা থাকে। গত চার মাসে হয়ে যাওয়া নির্বাচনগুলোতে তার প্রমাণ রয়েছে। সামনে যে নির্বাচনগুলো হ'তে যাচ্ছে, সেখানে এর উল্টা কিছু ঘটবে, এমনটা আশা করা কঠিন। আবার যে কয়েকটি দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হ'তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, সেখানেও কারচুপি ও অনিয়মের ঝুঁকি আছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যে উপযেলা নির্বাচন হচ্ছে তাতে ভোটের হার : ২০২৪- ৩০-৪০%; ২০১৩- ৪০-২২%; ২০১৪- ৬১%; ২০০৯- ৬৮-৩২% *(৯ই মে বৃহস্পতিবার, প্রথম আলো, ১ম পৃ.)*। এতে দেখা যাচ্ছে যে, ভোটের হার দিন দিন কমছে। এর পরেও যারা ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছে, তারা কি স্বেচ্ছায় যাচ্ছে? এ বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলেন, অধিকাংশ যায় এমন লোক যারা ভয়ে বা টাকার লোভে বা লোক দেখানোর জন্য। আর যায় ক্যাডার নামধারী ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী যারা ব্যালট বাক্স ভরে দেবার জন্য যায়। নোবেল জয়ী প্রেসিডেন্ট ওবামার ১ম মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) ভোট পড়েছিল ৫৪%। তার মধ্যে একজন ছিলেন ১০৯ বছরের হুঁশ-বুদ্ধিহীন এক বুড়ী। ট্রাম্পের সময় (২০১৭-২০২১) তাদের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক ভোটারকে গড়ে ১০ ডলার করে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। ২০14 সালে মোদির জোয়ারের সময়েও ভারতে মাত্র ৩৮% ভোট পড়েছিল। এখন ইইউ পার্লামেন্ট ও ইউরোপের দেশগুলো, যেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলে ধরে নেওয়া হয়, সেখানকার ফলাফলে যদি ডানপন্থীদের উত্থান ঘটে এবং সব শেষে আগামী ৫ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে যদি ট্রাম্পের (৭৮) বিজয় নিশ্চিত হয়, তবে গণতন্ত্রের পতনের ষোলকলা পূর্ণ হবে। যিনি তার পূর্বের মেয়াদে ৯০ মিনিটের এক ভাষণে ২০টি মিথ্যা এবং ৩ বছরে ১৬ হাযার বার মিথ্যা বলেছিলেন। যার বিরুদ্ধে বর্তমানে এক নারীকে ধর্ষণের মামলা চলছে।

বস্তুত ২০২৪ সাল বিশ্বে গণতন্ত্রের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার বছর। গণতন্ত্রের এই ক্ষয় নিয়ে বিশ্ব জুড়ে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে, তাতে গণতন্ত্র এখন একটি খারাপ সময় পার করছে। আর এটাই বাস্তব যে, কোন দেশেই কখনো ১০০% ভোটার ভোট দিতে যায় না। কারণ তো একটাই যে, এইসব ভোটে কেবল মাথা গণা হয়। মগয যাচাই হয় না। ফলে যোগ্য মানুষদের কোন মূল্যায়ন হয় না। মানীর মান থাকে না। বরং ভোটাভুটির প্রথাটাই মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। বরং পরামর্শমূলক সিদ্ধান্তই হ'ল স্বভাবজাত।

প্রশ্ন হ'ল গণতন্ত্রের পরে কি? মানুষ তার স্বভাবজাত বিধানের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। সেটা কি? মানুষ সুশাসন চায়। অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি চায়। সৎকর্মীর পুরস্কার ও দুষ্কর্মীর দ্রুত শাস্তি চায়। কিন্তু গণতন্ত্রে এসবই সোনার হরিণ। অথচ আইন-আদালত সবই আছে। বিগত যুগে সবল শ্রেণীর কেউ অন্যায় করলে পার পেয়ে যেত। আর দুর্বল শ্রেণীর কেউ অন্যায় করলে তাকে দণ্ড দেওয়া হ'ত। এ যুগেও সেটি চলছে নিয়মিতভাবে। এমনকি নির্দোষ মানুষকে ধরে এনে ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে বছরের পর বছর জেল খাটানো হচ্ছে। অথবা গুম-খুন ও অপহরণ করা হচ্ছে। তাহ'লে ফেলে আসা জাহেলী যুগের সাথে আধুনিক যুগের পার্থক্য কোথায়?

আল্লাহ মানব জাতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেখানে পরস্পরের মধ্যে মেধা, যোগ্যতা ও নেতৃত্ব গুণের পার্থক্য থাকে। আর নেতৃত্ব ছাড়া সমাজ এক পা চলতে পারে না। তবে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া যায় না। তাই সমাজের যোগ্য ব্যক্তিরাই যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই করেন। অতঃপর নেতা যাতে স্বেচ্ছাচারী না হন, সেজন্য থাকে কিছু নৈতিক বিধান। যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। যার বিপরীত করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অহি নাযিলের মাধ্যমে সেই গাইড লাইনগুলি আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেগুলি মেনে চললে বান্দা লাভবান হবে। নারীর পর্দা ফরয এবং পুরুষ জাতি নারী জাতির অভিভাবক। যার বিপরীত করলে সমাজের শৃংখলা ভেঙ্গে পড়বে। বস্তুবাদী সমাজে যা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং যার তিক্ত ফল তারা ভোগ করছে।

শিক্ষায় ও প্রশাসনে, সরকারে ও আদালতে যদি নৈতিকতা ও মানবিকতা গৌণ হয় অথবা হাওয়া হয়ে যায়, তাহ'লে মানব সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। সূদী অর্থনীতি পুঁজিবাদের হাতিয়ার। যা কখনই দারিদ্র্য বিমোচন করবে না। ট্রান্সজেণ্ডারের সিলেবাস কখনই সুন্দর মানুষ তৈরী করবে না। ভোটাভুটির রাজনীতি কখনই সমাজে হানাহানি দূর করবে না। তাই শান্তির জন্য মানুষকে ফিরে আসতে হবে তার স্বভাবধর্ম ইসলামের দিকে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের দিকে। যার ভিত্তিতে সমাজ ও প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে। দুনিয়া হ'ল কর্মের জগত এবং আখেরাত হ'ল কর্মফলের জগত।

[বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামীদের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

দুনিয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ওহীর বার্তাসহ প্রেরণ করেছেন। তিনি আসমানী জ্ঞানের বাইরে কোনকিছুই বলতেন না *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। দুনিয়াসক্ত মানুষগুলোকে আখেরাতমুখী করাই ছিল তাঁর দিন-রাতের সাধনা। যারা দুনিয়া অর্জনে ব্যতিব্যস্ত, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মুহ্যমান তিনি তাদেরকে উপদেশ-নছীহত ও শাসন দ্বারা এবং নানাবিধ উপমা উপস্থাপেনের মাধ্যমে আখেরাতের চিরন্তন পথে নিয়ে আসার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ‘ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই অধিক কাঁদতে আর অল্প হাসতে'।[১] বাস্তবিকই এলাহী জ্ঞানের পরশে তিনি দু'জাহানের অনেক অজানা তথ্য জানতেন। জানতেন দুনিয়ার এই ক্ষণিক জীবন সম্পর্কে। আর সে আলোকেই তিনি সতর্ক করেছেন উম্মাহকে। নিম্নে দুনিয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীচিত্র তুলে ধরা হ'ল।-

দুনিয়া মুসাফিরখানা বা পথচারীদের বিশ্রামাগার :

দুনিয়া স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়। এটি মুসাফিরখানা সদৃশ। যেখানে মুসাফিররা আসবে যাবে, কিন্তু কেউ স্থায়ীভাবে থাকবে না। অথবা পথচারীদের জন্য ক্লান্তিদূরকারী সাময়িক বিশ্রামের জায়গা মাত্র। বিশ্রাম শেষে তারা আপন গন্তব্যে ছুটে যাবে। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছ প্রণিধানযোগ্য।-

‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আমার কাঁধ ধরলেন, অতঃপর বললেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (হে আব্দুল্লাহ!) তুমি দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা একজন পথযাত্রীর মত অবস্থান করবে। (এই উপদেশ শ্রবণের পর থেকে) ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হ'লে সকালের অপেক্ষা কর না (অর্থাৎ সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না) এবং সকালে উপনীত হ'লে সন্ধ্যার অপেক্ষা কর না। তোমার সুস্থতা থেকে তোমার অসুস্থ অবস্থার জন্য পাথেয় সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থা থেকে তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় সঞ্চয় কর'।[২] মুসাফির বা পথযাত্রী যেমন কোন জায়গায় স্থায়ী হয় না, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে গন্তব্যপানে ছুটে চলে, ঠিক তেমনি দুনিয়ার এই বিশ্রামাগারেও আমরা কিছুসময়ের জন্য অবস্থানের পর আমাদের আসল গন্তব্য আখেরাতে ফিরে যাব। এটাই মহান স্রষ্টার সৃষ্টিবিধি।

অন্য বর্ণনায় মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, ইবনে ওমর বলেন, أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ جَسَدِى فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ– ‘রাসূল (ছাঃ) আমার শরীরের কোন অংশ ধরে বললেন, দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রী। আর নিজেকে তুমি কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য করবে'।[৩] অর্থাৎ তুমি মূলতঃ কবরের বাসিন্দা। দুনিয়াতে তোমাকে পাঠানো হয়েছে সাময়িক সময়ের জন্য। এখন তুমি ভূপৃষ্ঠে আছ, নির্ধারিত সময়ের পরে তোমাকে ভূগর্ভে চলে যেতে হবে। এখন তুমি মানুষ, রূহ বের হয়ে গেলে তুমি হয়ে যাবে ‘লাশ'। তখন তোমাকে আর কেউ নাম ধরে ডাকবে না বা মানুষ বলেও পরিচয় দিবে না। তখন তোমার একটাই পরিচয় হবে ‘লাশ'।

রাসূল (ছাঃ) একদিন একটি খালি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠলে দেখা গেল তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ লেগে গেছে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে রাসূল (ছাঃ) সমীপে আরয করলেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا- ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। (এ কথা শুনে) রাসূল (ছাঃ) বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্তুতঃ আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো হ'ল একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতঃপর গাছটিকে ছেড়ে চলে যায়'।[৪] অন্য বর্ণনায় আছে- مَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَارَ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، ‘আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল- কোন মুসাফির গরমের দিনে চলতে চলতে কোন একটি বৃক্ষের ছায়াতলে দিনের কিছু সময় বিশ্রাম নিল, তারপর তা ছেড়ে চলে গেল'।[৫]

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের মাধ্যমঃ

দুনিয়ার মোহে পড়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। শরী'আতের সীমা-পরিসীমার কোন তোয়াক্কা করে না। দুনিয়াকেই যেন সে

১. *বুখারী হা/৬৬৩৭; মিশকাত; ৫৩৩৯।*
২. *বুখারী হা/৬৪১৬, মিশকাত হা/১৬০৪ ।*
৩. *তিরমিযী হা/২৫০৩; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩।*
৪. *তিরমিযী হা/২৩৭৭, মিশকাত হা/৫১৮৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৩৮।*
৫. *আহমাদ হা/২৭৯৬।*

চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা মনে করে নেয়। অথচ এই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির মাধ্যমেই সম্ভব আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ। এ প্রসঙ্গটিই বিধৃত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে।-

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ قَالَ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ-

‘সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, তাহ’লে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা আছে, তার প্রতি অনাসক্ত হও, তাহ’লে মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে’।[৬] আলোচ্য হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, যারা দুনিয়ালোভী বা যারা ধর্ম-কর্ম বাদ দিয়ে কেবল দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তারা আল্লাহ্র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে।

দুনিয়া আকর্ষণীয় বস্তু :

দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, ফল-ফসল, স্বর্ণ-রৌপ্যসহ ভূগর্ভস্থ রাশি রাশি সম্পদ, নারী-পুরুষের অটুট বন্ধন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলার নে‘মত ও দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তু। যা তিনি দিয়েছেন বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ‘নিশ্চয়ই দুনিয়া সুমিষ্ট শ্যামল-সবুজ। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের এখানে প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেছেন এজন্য যে, তিনি দেখতে চান, তোমরা কেমন আমল কর? অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারী জাতি থেকে সাবধান থেক। কেননা বণী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে’।[৭]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّى مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، ‘আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশংকা করছি তা হ’ল এইযে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে’।[৮]

আমর ইবনু আউফ আনছারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন।..আবূ উবায়দা (রাঃ) যখন বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ নিয়ে ফিরলেন তখন আনছারগণ আবূ উবায়দার আগমনের সংবাদ শুনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হ’লেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর ছালাত শেষে হেসে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবূ উবায়দা কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদেরকে খুশী করে তা আশা রাখ। অতঃপর তিনি বললেন, فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، ‘আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের আশঙ্কা করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এমনভাবে প্রসারিত হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছে’।[৯]

দুনিয়া মূল্যহীন :

সাহল ইবন সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ». ‘যদি আল্লাহ্র নিকটে এই দুনিয়ার মূল্য একটি মাছির ডানার সমানও হ’ত তবে তিনি এ থেকে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না’।[১০] উক্ত হাদীছের সারমর্ম হ’ল এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য অতি নগণ্য। সামান্য মাছির ডানা পরিমাণও নয়। অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে শূন্যেরও নীচে। এজন্য দুনিয়াতে মুমিন মুশরিক সবাই আহার পায় এবং সমানভাবে বিচরণ করতে পারে। পক্ষান্তরে এর মূল্য যদি আল্লাহ্র কাছে সরিষার দানা পরিমাণও থাকত তবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ শুধু মুমিনরাই ভোগ করত ।[১১]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ

৬. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৮৭; রিয়ায হা/৪৭৬; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩২১৩ সনদ হাসান, ছহীহাহ হা/৯৪৪।*
৭. *মুসলিম হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৮৬ ‘বিবাহ’ অধ্যায়।*
৮. *বুখারী হা/১৪৬৫; মুসলিম হা/১০৫২; মিশকাত হা/৫১৬২।*
৯. *বুখারী হা/৩১৫৮,৪০১৫,৬৪২৫; মিশকাত হা/৫১৬৩ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়।*
১০. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৭৭, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪৩, ৯৪৬।*
১১. *তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৩২০ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، ‘একদা রাসূল (ছাঃ) কোন এক এলাকা থেকে মদীনায় আসার পথে এক বাজার অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাঁর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। তিনি কান কাটা বা ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে আগ্রহী? উপস্থিত লোকেরা বলল, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা এটি নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, (কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া এমনিতেই) তোমরা কি এটি নিতে আগ্রহী? তারা বলল, এটি যদি জীবিত থাকত তবুও তো এটি ত্রুটিযুক্ত। কেননা এর কান সরু বা কাটা। আর এখন তো এটি মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটি (ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট এই মৃত ছাগলটি) তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ বা মূল্যহীন, আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ ও মূল্যহীন’।[১২]

এ হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল মানুষকে দুনিয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা ও পরকালের প্রতি উৎসাহিত করা। কেননা দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বতই হ’ল সকল অন্যায়-অপরাধের মূল। যেমনটি ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) হাসান বছরী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হ’ল ইবাদতের মূল। কেননা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি যদিও দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকে। তবুও অনেক সময় তা দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে। এতে তার ভাল কাজও বিফল হয়ে যায়। অপরদিকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তি যদিও দুনিয়ার বিষয়ে ব্যস্ত থাকে তথাপি সেখানে তার উদ্দেশ্য থাকে পরকালের কল্যাণ লাভ। এজন্যই জনৈক মনীষী বলেছেন, من أحب الدنيا لم يقدر على هداية جميع المرشدين، ومن ترك الدنيا لم يقدر على ضلالته جميع الفاسدين، ‘দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিকে কোন পথপ্রদর্শকই পথ দেখাতে পারে না। আর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তিকে দুনিয়ার সকল পথভ্রষ্টের প্রচেষ্টাও পথহারা করতে পারে না।[১৩]

দুনিয়াসক্ত লোভী মানুষদের সতর্ক করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، ‘ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোষাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহ’লে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হ’লে অসন্তুষ্ট হয়’।[১৪] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ..تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ..‘এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হ’লে কেউ তা তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (সৈন্য দলের) পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুফারিশ করলে তার সুফারিশ গ্রহণ করা হয় না’।[১৫]

আলোচ্য হাদীছে দুনিয়াদার ও দ্বীনদার মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। দুনিয়াদারের বৈশিষ্ট্য হ’ল আরো চাই, আরো চাই। কোন কিছুতেই তার পেট ভরে না। মাল পেলে খুশী, না পেলে বেজার। ঘুষখোর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দিকে তাকালে এর বাস্তবতা পাওয়া যায়। সুদর্শন চেহারা, মুখে সুন্নাতী দাড়ি, মাথায় টুপি দিয়ে ঘুষ খেতেও এরা কোন দ্বিধা করে না। জনৈক ঘুষখোর অফিসারের বিবরণ শুনে তো রীতিমত হতবাক। ওযূ করে ছালাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এমন সময় ঘুষের ব্যাগ নিয়ে হাযির মক্কেল। ছালাতের প্রস্তুতি দেখে মক্কেলই বরং বললেন, নামায পড়ে আসেন তারপর দিচ্ছি। কিন্তু লোভী অফিসার থামলেন না, বললেন, এখনই দেন। এরপর ঘুষের ষোলআনা বুঝে নিয়ে ছালাতে গেলেন। ঘটনাটি ভুক্তভোগী এক ভাইয়ের নিকটে শুনা। ঘটনা সঠিক হ’লে আমাদের ঈমানের দীনতা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে চিন্তার বিষয়। তবে রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে দেশে ঘুষ বিহীন কর্মোদ্ধারই যেন মিরাকল। অপরদিকে দ্বীনদারগণ কখনো দুনিয়ার প্রতি লোভ করেন না। তারা সর্বস্ব খুইয়ে হ’লেও আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেন। ঈমান ও সততার উপর টিকে থাকেন আজীবন। অল্পতেই তুষ্ট থাকেন। তাদের হয়তো দুনিয়াবী শান-শওকত নেই, কিন্তু আছে অমূল্য সম্পদ ঈমান ও আমল। তারা আখেরাতের চিরন্তন পুরস্কারের প্রত্যাশী। আল্লাহ আমাদেরকে আখরাতের জন্য কাজ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

[ক্রমশঃ]

১২. মুসলিম হা/২৯৫৭ ‘যুহ্দ ও রিক্বাক্ব’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫৭।
১৩. মিরক্বাতুল মাফাতীহ (ভারত, দেওবন্দ: মাকতাবাতুল আশরাফিইয়াহ, তাবি), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৫১, হা/৫১৫৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৪. বুখারী হা/২৮৮৬, ৬৪৩৫;, মিশকাত হা/৫১৬১।
১৫. বুখারী হা/২৮৮৭।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুন-জুলাই ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুন	২৩ যুলক্বা'দাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৮
০৩ জুন	২৫ যুলক্বা'দাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:০৯
০৫ জুন	২৭ যুলক্বা'দাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	২৯ যুলক্বা'দাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	০২ যুলহিজ্জাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	০৪ যুলহিজ্জাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৩
১৩ জুন	০৬ যুলহিজ্জাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৪
১৫ জুন	০৮ যুলহিজ্জাহ	০১ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৭ জুন	১০ যুলহিজ্জাহ	০৩ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৩	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৫
১৯ জুন	১২ যুলহিজ্জাহ	০৫ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২১ জুন	১৪ যুলহিজ্জাহ	০৭ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৪	০৫:১২	১২:০০	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৬
২৩ জুন	১৬ যুলহিজ্জাহ	০৯ বৈশাখ	রবিবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৫ জুন	১৮ যুলহিজ্জাহ	১১ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৫	০৫:১৩	১২:০১	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৭ জুন	২০ যুলহিজ্জাহ	১৩ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৬	০৫:১৩	১২:০২	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৯ জুন	২২ যুলহিজ্জাহ	১৫ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫০	০৮:১৭
০১ জুলাই	২৪ যুলহিজ্জাহ	১৭ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	২৬ যুলহিজ্জাহ	১৯ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	২৮ যুলহিজ্জাহ	২১ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	৩০ যুলহিজ্জাহ	২৩ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫০	০৫:১৭	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৬
০৯ জুলাই	০২ মুহাররম	২৫ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫১	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	০৪ মুহাররম	২৭ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫৩	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৫
১৩ জুলাই	০৬ মুহাররম	২৯ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৫৪	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৫০	০৮:১৫
১৫ জুলাই	০৮ মুহাররম	৩১ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫৫	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	০	−১	−১
গাযীপুর	০	০	+১	০	০
শরীয়তপুর	+২	০	−১	−১	−২
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৪	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	+১	০	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	−১	−১	−২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	০	−১	−২
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	+২	+১	−১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+২	+৬	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	−৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	−২	+২	+৬	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৫	−১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৪	+৪	+২
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৫	+৩	+২
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৬	+৪	+৩	+২	+১
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৭	+৩	+৩	+১	০
বাগেরহাট	+৬	+৩	+৩	০	−১
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৫	+১	+১	−২	−৩
পটুয়াখালী	+৫	০	+১	−৩	−৫
পিরোজপুর	+৬	+২	+২	−১	−২
বরিশাল	+৪	০	০	−২	−৪
ভোলা	+৩	−১	−১	−৩	−৫
বরগুনা	+৭	+১	+২	−৩	−৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৬	+৫	+৫
বগুড়া	+১	+৪	+৮	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+১	+৬	+১০	+৮	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১১	+১০	+১১
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	−১	+৭	+১৫	+১৩	+১৬
দিনাজপুর	+১	+৭	+১৩	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	−৩	+৪	+১০	+৮	+১১
নীলফামারী	−১	+৬	+১৩	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	−১	+৩	+৮	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	০	+৮	+১৫	+১৩	+১৫
রংপুর	−২	+৫	+১১	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	−৩	+৩	+৯	+৭	+১০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৫
ফেনী	−১	−৪	−৪	−৬	−৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−২	−২
রাঙ্গামাটি	−৩	−৭	−৭	−১০	−১১
নোয়াখালী	+১	−৩	−৩	−৫	−৬
চাঁদপুর	+১	−১	−২	−২	−৩
লক্ষীপুর	+১	−২	−২	−৪	−৫
চট্টগ্রাম	−১	−৬	−৫	−৯	−১১
কক্সবাজার	+১	−৬	−৫	−১১	−১৪
খাগড়াছড়ি	−৪	−৬	−৭	−৮	−৯
বান্দরবান	−২	−৭	−৭	−১১	−১৩

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৯	−৬	−২	−৪	−২
মৌলভীবাযার	−৭	−৫	−৩	−৪	−৪
হবিগঞ্জ	−৬	−৪	−২	−৩	−২
সুনামগঞ্জ	−৮	−৪	০	−১	০

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

তাই পরকালে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে বাঁচার জন্য মানুষ অবশ্যই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে সৎকর্ম করবে এবং নেকীর উদ্দেশ্যে নেতার আনুগত্য করবে। এভাবে সর্বত্র আখেরাতের চেতনা সৃষ্টি হওয়া ব্যতীত সমাজ পরিবর্তনের অন্য কোন পথ নেই।

গণতন্ত্রে হুজুগই বড় কথা। ‘মেক ইণ্ডিয়া গ্রেট এগেইন’ হুজুগ দিয়ে এবং হিন্দুত্ববাদকে উসকে দিয়ে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি (জন্ম ১৯৫০) ক্ষমতায় আসেন। ফলে সেদেশের ২৫ কোটি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা চরম আতংকে ও নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কে না জানে যে, ঢেউ কখনো একভাবে থাকেনা। ফলে মোদির ঢেউ এখন মিলিয়ে যাওয়ার পথে। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ। আর অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। চাই সেটা ভাল হৌক বা মন্দ হৌক। এখানে সত্য-মিথ্যার কোন স্থায়ী মানদণ্ড নেই। এর বিপরীতে ইসলামে আল্লাহ সার্বভোম ক্ষমতার মালিক এবং অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকবে। আর আল্লাহ্র বিধান অপরিবর্তনীয় যা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। মানুষ কখনো আল্লাহ্র বিধানকে পরিবর্তন করতে পারবে না। সত্য চিরদিন সত্য। ভোট দিয়ে তাকে মিথ্যা বানানো যায় না। অতএব গণতন্ত্রের পতন আসন্ন। অতঃপর বিশ্ববাসীকে ফিরে আসতে হবে ইসলামের দিকে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন না, সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে অথবা অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। এক্ষণে আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (জিযিয়া দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে’ *(ছহীহাহ হা/৩)*। অতএব মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যদি ইসলামী বিধান মতে পরিচালিত হয়, তবে সেটাই হবে মানবতার মুক্তির জন্য সত্যিকারের রোল মডেল। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

ইবাদতে অলসতা দূর করার উপায়

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

অলসতা ও উদাসীনতা এমন মারাত্মক রোগ যা মানুষকে আখেরাতে মুক্তির পাথেয় সৎ আমল তথা ইবাদত থেকে পিছিয়ে দেয়। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানকে অলসতা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। সিমাক আল-হানাফী (রহঃ) বলেন, سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي كَسْلَانُ، ‘আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি, তিনি কাউকে ‘আমি অলস’ একথা বলতে পসন্দ করতেন না’।[১] ইবাদতে অলসতা ও উদাসীনতা দূর করার কতিপয় উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. আল্লাহ্র সাহায্য কামনা :

মহান আল্লাহ্র কাছে অলসতা ও উদাসীনতা থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা তিনিই বান্দাকে যাবতীয় কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও তাওফীক দিয়ে থাকেন। যেমন শু‘আইব (আঃ)-এর বক্তব্য পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ‘আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই’ *(হূদ ১১/৮৮)*। সুতরাং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ،

মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত ধরে বললেন, হে মু‘আয! আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি বললেন, হে মু‘আয! আমি তোমাকে অছিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক ছালাতের পর এ দো‘আটি বলা কখনো পরিহার করবে না- *আল্লাহুম্মা আঈন্নী ‘আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা*। অর্থ- হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন’![২]

২. আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা :

আল্লাহ্র কাছে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষকে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তেমনি তাঁর কাছে অলসতা ও উদাসীনতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে, যাতে এই ব্যাধি থেকে তিনি আমাদেরকে মুক্তি দেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এই দো‘আ করতেন, হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং জীবন ও মরণের ফিৎনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি’।[৩]

৩. নেক আমল সম্পাদনে ধৈর্য ধারণ ও কষ্ট স্বীকার :

নেক আমল সম্পাদনে ধৈর্য ধারণ করা এবং বদ আমল পরিহারে সর্বাত্মক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ‘অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর ওদের (শাস্তির) জন্য ব্যস্ত হয়ো না’ *(আহকাফ ৪৬/৩৫)*।

আর যখন আত্মিক ও মানসিক ত্রুটি দূর করতে অলসতা আসে, তখন তা থেকে মুক্ত হ’তে কষ্টসহিষ্ণু হওয়া ও ধৈর্য ধারণ করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ‘শপথ মানুষের ও তার বিন্যস্ত করণের, অতঃপর তার মধ্যে তিনি দুষ্কৃতির ও সুকৃতির প্রেরণা নিক্ষেপ করেছেন। সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করে এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে কলুষিত করে’ *(শামস ৯১/৭-১০)*। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনক্বাদির (রহঃ) বলেন, كَابَدْتُ نَفْسِي أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَّى اسْتَقَامَتْ، ‘আমি ৪০ বছর নিজের নফসের সাথে সংগ্রাম করেছি, তারপর সে (আল্লাহ্র আনুগত্যে) অবিচল হয়েছে’।[৪]

সুতরাং নেক আমলে ধৈর্য ধারণ ও সাধ্যমত কষ্ট স্বীকার করার মাধ্যমে অলসতা ও উদাসীনতা থেকে মুক্তি মেলে। যেভাবে সালাফে ছালেহীন করতেন। বকর বিন আব্দুল্লাহ

---

১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২২৭, ৯/৬৭।
২. আবুদাউদ হা/১৫২২; নাসাঈ হা/১৩০২; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৯৬৯।
৩. বুখারী হা/২৮২৩; মুসলিম হা/২৭০৬; মিশকাত হা/২৪৬০।
৪. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খ্রিঃ), ৫/৩৫৫।

(রহঃ) বলেন, اجتهدوا في العمل، فإن قصّر بكم ضعف فكفّوا عن المعاصي، ‘তোমরা আমল সম্পাদনে পরিশ্রম কর। যদি দুর্বলতা তোমাদের বাধাগ্রস্ত করে, তবে গোনাহ থেকে বিরত থাক’।[৫] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, من كان قويا فليعتمد على قوّته في طاعة الله؛ وإن كان ضعيفا فليكفّ عن معاصي الله، ‘যে ব্যক্তি শক্তিশালী, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্যে স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করে (অর্থাৎ শক্তিশালী ব্যক্তির মতো ইবাদত করে)। আর যে (ইবাদতে) দুর্বল, সে যেন আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে’।[৬] ছাবিত আল-বুনানী বলেন, كَابَدْتُ الصَّلَاةَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَتَنَعَّمْتُ بِهَا عِشْرِينَ سَنَةً، ‘আমি বিশ বছর ছালাতে কষ্ট স্বীকার করেছি। এর ফলশ্রুতিতে আমি বিশ বছর নে‘মত লাভ করেছি’।[৭]

৪. সময়ের সদ্ব্যবহার :

প্রত্যেকের জানা উচিত যে, তার জীবনকাল প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অলসতা ও উদাসীনতায় তার জীবনের সময়গুলো নষ্ট করা উচিত নয়। প্রতিটি মুহূর্ত, ঘণ্টা-মিনিট, প্রতিটি দিন-রাত, মাস-বছর জীবনকালের অংশ। তা অবহেলা, অলসতা ও উদাসীনতায় নিঃশেষ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। হাসান (রাঃ) বলেন, ابْنَ آدَمَ، إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، كُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ، ذَهَبَ بَعْضُكَ، ‘আদম সন্তান! নিশ্চয়ই তুমি কতগুলি দিবসের সমষ্টি। যখনই একটি দিন চলে যায়, তখন তোমার (জীবনের) একটা অংশ চলে যায়’।[৮] জীবনের সময়কালের সদ্ব্যবহার না করে হেলায় হারালে অবশেষে তাকে হা-হুতাশ করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ‘অবশেষে যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি। কখনই নয়। এটা তো তার একটি (বৃথা) উক্তি মাত্র যা সে বলে। বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

৫. কর্মহীন ও পরনির্ভরশীল না হওয়া :

মুমিন কখনও অকর্মণ্য ও পরনির্ভরশীল হবে না। বরং সে পরিশ্রমী ও কর্মঠ হবে। পার্থিব জীবনে তার দায়িত্ব পালন করবে। আর এখান থেকে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করবে এবং অন্যের হক আদায় করবে। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ‘তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক থেকে ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান’ *(মুলক ৬৭/১৫)*। তিনি আরো বলেন, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، ‘আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের গৃহ সন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য (অপচয়হীন হালাল) অংশ নিতে ভুলো না। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ (ছাদাক্বা) কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির (কৌশল) সন্ধান কর না। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না (অর্থাৎ প্রতিশোধ নেবেন)’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*।

কর্মচঞ্চল হওয়ার ব্যাপারে হাদীছেও নির্দেশনা এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

মিকদাম (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন’।[৯]

কর্মহীন থাকাকে অপসন্দ করে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا، لَيْسَ فِي عَمَلِ آخِرَةٍ، وَلَا دُنْيَا، ‘আমি কোন ব্যক্তিকে অকর্মণ্য দেখতে অপসন্দ করি, যে না আখিরাতের জন্য কোন কাজ করে আর না দুনিয়ার জন্য কোন কাজ সম্পাদন করে’।[১০]

৬. সাধ্যমত চেষ্টা করা :

পার্থিব জীবনে সাধ্যমত কাজ করা এবং নেক আমলে সচেষ্ট হওয়া দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হওয়ার একমাত্র উপায়। কেননা মানুষ চেষ্টা ব্যতীত কোন কিছুই লাভ করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ‘আর

৫. ইবনু কুতায়বা, উয়ূনুল আখবার ২/৩৯৭।
৬. ইবনু আব্দি রব্বিহী, আল-ইক্বদুল ফারীদ ৩/১৩৪।
৭. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৫/২২৪ পৃঃ; ছালাহুদ্দীন আছ-ছাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত (বৈরূত : দারু ইহ্য়াইত তুরাছ, ১৪২০ হিঃ/২০০০ খ্রিঃ), ১০/২৮৪ পৃঃ।
৮. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৪/৫৮৫; হিলয়াতুল আওলিয়া, ২/১৪৮।
৯. বুখারী হা/২০৭২; মিশকাত হা/২৭৫৯।
১০. তাবারাণী, কাবীর; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৬২৩৫; ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, ১/২৫৬ পৃঃ।

মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। সুতরাং ইবাদতে অলসতা ও উদাসীনতা দূর করার জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা করতে হবে।

সেই সাথে পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভে ধন্য হওয়ার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، 'আর এটাই হ'ল জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমাদের করা হয়েছে তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ' *(যুখরুফ ৪৩/৭২-৭৩)*। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عن أبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ،

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভয় পায় সে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে, আর যে ভোররাতে যাত্রা শুরু করে, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখ, আল্লাহ্র পণ্য খুবই দামী। জেনে রাখ, আল্লাহ্র পণ্য হ'ল জান্নাত'।[১১]

অলসতা-উদাসীনতা, দুর্বলতা-অক্ষমতা ইত্যাদি পরিহার করে তাক্বওয়া সহকারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে কামিয়াব হওয়া সম্ভব। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। পরস্পরে দৃঢ় থাক এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*।

৭. দীর্ঘজীবী হওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিহার :

অনেকে দীর্ঘ জীবন লাভের আশা করে নেক আমল পরে করার চিন্তা করে কিংবা শেষ জীবনে পাপ থেকে তওবা করবে বলে বিলম্ব করে। এটা সরাসরি শয়তানী ধোঁকা। যা মানুষকে আমলে ছালেহ ও তওবা বিমুখ করে দেয়। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة، 'দীর্ঘ আশা থেকে ইবাদতে অলসতা ও তওবার ক্ষেত্রে গড়িমসির সৃষ্টি হয়'।[১২] অতএব দীর্ঘজীবনের আশা পরিহার করা কর্তব্য। যেমন মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، 'তারা কি কেবল এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশতা আসবে কিংবা স্বয়ং তোমার প্রতিপালক আসবেন (অর্থাৎ তাঁর গযব আসবে) অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে। (মনে রেখ) যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন (যেমন ক্বিয়ামত প্রাক্কালে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠা) এসে যাবে, সেদিন তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না, যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা তাদের ঈমান দ্বারা কোন সৎকর্ম করেনি। বলে দাও যে, তোমরা অপেক্ষায় থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম' *(আন'আম ৬/১৫৮)*।

৮. নেক আমল ও তওবা দ্রুত করা :

আমলে ছালেহ ও তওবা করার চিন্তা মনে আসা মাত্রই তা করে ফেলা। আজকের নেক আমল ও তওবা আজকেই করতে হবে। আগামীকালের অপেক্ষায় রেখে দেয়া যাবে না। কেননা আগামীকাল সুযোগ ও সময় নাও মিলতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 'তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়' *(হাদীদ ৫৭/২১)*।

৯. নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ :

অনেক সময় অলসতার অন্যতম কারণ হয়ে থাকে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব। এজন্য অলসতা ও উদাসীনতা দূর করতে এবং নিজেকে উদ্যমী করতে নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল মুত্তাক্বী ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করা দরকার। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ 'নিশ্চয়ই নবীদের কাহিনীতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে' *(ইউসুফ ১২/১১১)*। এসব অলসতা দূর করতে অত্যধিক কার্যকর। বিশর ইবনু হারেছ (রহঃ) বলতেন, بِحَسْبِكَ أَنَّ قَوْمًا مَوْتَى تَحْيَى الْقُلُوبُ بِذِكْرِهِمْ، وَأَنَّ قَوْمًا أَحْيَاءً تَقْسُو الْقُلُوبُ بِرُؤْيَتِهِمْ 'তোমার জন্য এটা জানা যথেষ্ট যে, কিছু মৃত মনীষী এমন আছেন যে, তাদের আলোচনা করলেও অন্তর জীবিত হয় এবং কিছু জীবিত মানুষ এমন রয়েছে, যাদেরকে দেখলেও অন্তর শক্ত হয়ে যায়'।[১৩]

১১. *তিরমিযী হা/২৪৫০; মিশকাত হা/৫৩৪৮; ছহীহাহ হা/৯৫৪,২৩৩৫।*
১২. *ফৎহুল বারী ১১/২৩৭।*
১৩. *ইবনু আসাকির, তারিখু মাদীনাতি দিমাশক (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫হিঃ/১৯৯৫ খ্রিঃ), ১০/২১৪; ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইস্ফাহানী, সিয়ারু সালাফিছ ছালিহীন, ১/১০৮৮।*

১০. সৎকর্মশীলদের সাহচর্যে থাকা :

যারা অধিক কর্মচঞ্চল, উদ্যমী এবং নেক আমলে অগ্রগামী তাদের সাহচর্য লাভ করা। বিশেষত মুত্তাক্বী-পরহেযগারদের মজলিসে বসা, তাদের কথা শোনা এবং তাদের থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া না খায়'।[১৪]

১১. নিজেকে উদ্যমী ও অনুপ্রাণিত করা :

যখন অলসতা ভর করে ঠিক তখন নিজেকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করা। যা নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করবে। অলসতা, উদ্যমহীনতা ও উদাসীনতা শয়তানের সৃষ্টি এবং ব্যর্থ মানুষের স্বভাব। সুতরাং নিজেকে শয়তানের শিকারে পরিণত করে ব্যর্থদের কাতারে শামিল হওয়ার পরিবর্তে শয়তানকে পরাস্ত করতে 'আউযুবিল্লাহ' ও ইস্তেগফার পড়ে আমলে ব্রতী হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، 'আল্লাহ্র কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিক উত্তম ও প্রিয়তর। আর প্রত্যেকের মাঝে কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও অক্ষম হয়ো না'।[১৫] পৃথিবীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সফল হয়েছেন, তাদের কর্মবহুল জীবনী অবগত হওয়া এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্মস্পৃহ, উদ্যমী ও কর্মঠ হওয়ার চেষ্টা করা। সকল অলসতা ঝেড়ে ফেলা।

১২. অলসতা আনয়নকারী ও সময় বিনষ্টকারী বস্তু পরিহার :

বর্তমানে মানুষ তাদের অবসর সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষত ফেসবুক, স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ ও টেলিভিশন ইত্যাদির সাথে যুক্ত থাকে। এসবের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। বিশেষভাবে এগুলো অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, কর্মবিমুখ ও উদ্যমহীন করে দেয়। আধুনিক এসব যন্ত্র যেন নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর বস্তুতে পরিণত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ، 'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক বিষয় পরিহার করা'।[১৬]

১৩. ছালাতে যত্নবান হওয়া :

ছালাতে যত্নবান হওয়া বিশেষ করে ফজরের ছালাতে। কেননা ফজরের ছালাত আদায় করতে না পারলে এটাই হবে সারাদিনের আমলহীনতা ও অলসতার সূতিকাগার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পিছনের অংশে তিনটি গিরা দেয়। প্রতিটি গিরায় সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে (দো'আ পাঠ করে) তখন একটি গিরা খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়, অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও আলস্য সহকারে'।[১৭]

১৪. ফজরের পরে ঘুম বর্জন :

অলসতা ও উদ্যমহীনতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ ফজর পরবর্তী ঘুম। সুতরাং এই সময়ে না ঘুমিয়ে ছালাত আদায় করা, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকা কর্তব্য। অতঃপর নিজের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করা। এমনটি করতে পারলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ পাওয়া যায় এবং সারাদিনের কাজে অলসতা কেটে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে দো'আ করেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য প্রত্যুষে বরকত দান করুন'।[১৮]

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, অলসতা, উদাসীনতা ইহকালে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি ইবাদতে অলসতা মানুষকে পরকালীন জীবনে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে ছাড়বে। তাই সাবধান হয়ে সকল প্রকার অলসতা পরিহার করে ইবাদতে নিয়োজিত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

১৪. আবুদাউদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৪১; মিশকাত হা/৫০১৮।
১৫. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯; মিশকাত হা/৫২৯৮।
১৬. তিরমিযী হা/২৩১৭-১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯।
১৭. বুখারী হা/১১৪২, ৩২৬৯; মুসলিম হা/৭৭৬।
১৮. আবুদাউদ হা/২৬০৬; তিরমিযী হা/১২১২; মিশকাত হা/৩৯০৮।

হাদীছ অনুসরণে পরবর্তী মুসলিম বিদ্বানদের সীমাবদ্ধতা ও তার মৌলিক কারণসমূহ

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ইমাম চতুষ্ঠয়ের পরবর্তী যুগেও অনেক বিদ্বানের মধ্যে হাদীছ গ্রহণে কখনও সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এর বিবিধ কারণ রয়েছে। তবে প্রধানত ৩টি কারণ চিহ্নিত করা যায়।[১] যথা-

(১) খবর ওয়াহিদ সম্পর্কে দুর্বল ধারণা :

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের গৃহীত যুক্তিবাদী নীতিতে অনেক মুসলিম বিদ্বান প্রভাবিত হয়েছেন। তারা খবরে ওয়াহেদ হাদীছকে 'যান্নী' ধারণা করে আক্বীদার ক্ষেত্রে তা দলীলযোগ্য নয় মনে করেন। আধুনিক যুগের কিছু ইসলামপন্থী দাঈদেরকে পর্যন্ত এই নীতির প্রতিধ্বনি করতে শোনা যায় যে, খবরু ওয়াহিদ দ্বারা আক্বীদার দলীল গ্রহণ করা হারাম।

(২) উছূলবিদদের গৃহীত মূলনীতিসমূহ অনুসরণ :

ফিক্বহী মাযহাবগুলি হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছদের নীতিমালা বহির্ভূত কিছু যুক্তিবাদী ক্বিয়াসী উছূল অবলম্বন করে থাকেন। এসকল যুক্তিভিত্তিক উছূলের কারণে তারা অনেক ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করেননি। ফলে দেখা যায় যে, হানাফীগণ কোন হাদীছ সুপ্রসিদ্ধির কারণে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু শাফেঈগণ হাদীছটির সনদ যঈফ হওয়ায় গ্রহণ করেননি। আবার কোন হাদীছ মালিকীগণ মদীনায় প্রচলিত আমলের বিরোধী মনে করে পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু শাফেঈগণ হাদীছটির সনদ শক্তিশালী হওয়ায় গ্রহণ করেছেন। এভাবে এ সকল মূলনীতির আলোকে কখনও হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা হয়নি। আবার যঈফ সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা হয়েছে। আবূ মানছূর আব্দুল কাহির আল-বাগদাদী (৪২৯হি.) উছূলগুলি তৈরীর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন, وهذه أصول مهدوها من أجل أخبار احتج بها أصحابنا عليهم في مواضع عجزوا عن دفعها، فردوها من هذه الوجوه، 'উছূলগুলি তারা তৈরী করেছেন সে সকল হাদীছের জন্য, যা আমাদের মাযহাবপন্থীগণ (শাফেঈ) তাদের বিরুদ্ধে (হানাফী) দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন এবং তারা তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এ সকল উছূলের মাধ্যমে তারা হাদীছগুলি রদ করেন'।[২] শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃ. ১২৩৯হি.) এ সকল উছূল বা মূলনীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, ومن اللطائف التي قلما ظفر بها جدلي لحفظ مذهبه ما اخترعه المتأخرون لحفظ مذهب أبي حنيفة، وهي عدة قواعد يردون بها جميع ما يحتج بها عليهم من الأحاديث الصحيحة، 'এমন একটি অদ্ভুত বিষয় যা আমার যুক্তিতে সহজে ধরে না, আর তা হ'ল ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব রক্ষা করতে গিয়ে পরবর্তীগণ যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, তা হ'ল অনেকগুলি কায়েদা বা মূলনীতি, যা দ্বারা তারা রদ করেছেন সেসব ছহীহ হাদীছকে, যা তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়।'[৩]

(৩) তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা :

এটিই সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে অনুমান করা যায়। মুসলিম বিদ্বানদের কেউ কেউ তাদের ইমাম কিংবা মাযহাবকেই হাদীছ অনুসরণের প্রধান মানদণ্ডে পরিণত করেন। হানাফী বিদ্বান আবুল হাসান আল-কারখী (৩৪০হি.) এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, كل اية تخالف اصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ، 'প্রতিটি আয়াত যা আমাদের মাযহাবের পূর্বসূরীদের গৃহীত নীতির বিরোধী তা হয় ব্যাখ্যাকৃত হবে অথবা মানসূখ গণ্য হবে। আর প্রতিটি হাদীছ যা এরূপ হবে, তা-ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ কিংবা মানসূখ গণ্য হবে'।[৪] দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর পর থেকে যখন মুসলিম সমাজে বিশেষ একজন ইমামের অনুসরণের প্রবণতা দানা বাঁধতে শুরু করে তখন একেকজন ইমামের অনেক অনুসারী সৃষ্টি হয়। তারা স্বীয় ইমামদের সুন্নাহ অনুসরণে গৃহীত নীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের বিরোধীদের গৃহীত যে কোন হাদীছ যা ছহীহ সনদে প্রমাণিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু করেন। ফলে তারা নিজেদের অনুসৃত ইমামগণ যে সকল হাদীছ গ্রহণ করেননি তা যে কোন মূল্যে দুর্বল প্রমাণে সচেষ্ট হন। যখন সনদে দুর্বলতা পাননি, তখন তারা মু'তাযিলা মতবাদপুষ্ট বিভিন্ন যুক্তিভিত্তিক মূলনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে হাদীছটি রদ করার চেষ্টায় লিপ্ত হন।[৫] এভাবে তারা বহু হাদীছ পরিত্যাগ করেছেন কিংবা দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।[৬] এমনকি কেউ কেউ হাদীছের শব্দ পরিবর্তনেরও দুঃসাহস দেখিয়েছেন।[৭]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (মৃ. ১১৭৬হি.) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পরবর্তী সময়ের এই দুঃখজনক চিত্রটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'এর পর সময় যত গড়াতে লাগল ফিৎনা তত বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাক্বলীদ পরিপুষ্টতা পেতে লাগল,

১. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বিনাফসিহি, পৃ. ৩৯-৪০।*
২. *আয-যারকাশী, আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উছূলিল ফিকহ, ৬/২৬০।*
৩. *ড. সাইয়িদ ইবনু হুসাইন আল-আফফানী, যাহরুল বাসাত্বীন মিন মাওয়াকিফিল উলামা ওয়ার রব্বানিইয়ীন (কায়রো : দারুল আফফানী, তাবি), ২/১৭৫।*
৪. *আবূ যায়েদ আদ-দাবূসী, তা'সীসুন নাযার ও আবুল হাসান আল-কারখী, রিসালাহ ফিল উছূল (একত্রে প্রকাশিত) (বৈরূত : দারু ইবনু যায়দূন, তাবি), পৃ. ১৬৯-১৭০; খাযারী বেক, তারীখুত তাশরী' আল-ইসলামী, পৃ. ২১৯।*
৫. *তারীখুত তাশরী' আল-ইসলামী, পৃ. ১৩২; আবূ যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ২৮৩।*
৬. *ছালাহুদ্দীন মাক্ববূল আহমাদ, যাওয়াবি' ফী ওয়াজহিস সুন্নাহ, পৃ. ৩৫৭-৩৮২।*
৭. *ছালাহুদ্দীন মাক্ববূল আহমাদ এরূপ কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। দ্র. তদেব, পৃ. ৩০৯-৩৪০।*

মানুষের অন্তর থেকে আমানতদারিতা একেবারেই উঠে যেতে লাগল, এমনকি দ্বীনের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনাই বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা বলতে লাগল, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ‘আমরা তো আমাদের পূর্বসূরীদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি’।[৮] তিনি ইয্য ইবনে আব্দুস সালাম (৬৬০হি.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبيا أرسل، وهذا نأي عن الحق، وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولى الألباب ‘মুক্বাল্লিদগণ তাদের ইমামের মাযহাবে দলীল না থাকা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য এমন অন্ধভাবে অনুসরণ করতে লাগল যেন তিনি একজন প্রেরিত রাসূল। এটি সত্য এবং সঠিক কর্মপন্থা থেকে অনেক দূরে। কোন বিজ্ঞজন এমন নীতির প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না’।[৯]

তিনি আরও বলেন, ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه، بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة، ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. ‘অতীব আশ্চর্যের বিষয় হ’ল মুক্বাল্লিদ ফক্বীহগণ কখনও তাদের ইমামের গৃহীত মতের পক্ষে দুর্বল দলীল দেখতে পান এবং সে দুর্বলতা কাটানোর কোন উপায় খুঁজে পান না; অথচ তা সত্ত্বেও তিনি সেই মতের অন্ধানুসরণ করেন এবং অন্ধানুসরণের ওপর অটল থাকতে গিয়ে সে সকল মত বর্জন করেন, যার সপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ এবং সঠিক ক্বিয়াস বিদ্যমান। বরং তিনি কিতাব ও সুন্নাহের প্রকাশ্য অর্থ রদ করার উপায় খুঁজতে থাকেন এবং অন্ধানুসরণের পক্ষে টিকে থাকার সংগ্রামে ভ্রান্ত দূরবর্তী ব্যাখ্যার সাহায্যে তার তা’ভীল করেন’।[১০]

অথচ প্রত্যেক ইমামই তাঁদের তাক্বলীদ করতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে গেছেন। ইমামদের শিষ্যগণও এই নীতি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ফলশ্রুতিতে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদের মত অতীব ঘনিষ্ঠ শিষ্যও তাঁদের ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফার দুই-তৃতীয়াংশ মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে দেখা যায়, শাফেঈ মুহাদ্দিছ ইমাম আল-বায়হাক্বী (৪৫৮হি.) এবং হানাফী মুহাদ্দিছ ইমাম আয-যায়লাঈ (৭৬২হি.) তাঁদের স্ব স্ব মাযহাবের দলীলসমূহ একত্রিত করলেও অগ্রাধিকার দিয়েছেন ছহীহ সনদভিত্তিক হাদীছকে এবং স্বীয় মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন।[১১] তাদের এই বিরোধিতা কেবলমাত্র সুন্নাহ অনুসরণের নিমিত্তেই ছিল, অন্য কোন কারণে নয়। অথচ পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ এই নীতি পরিত্যাগ করে ঘোরতর তাক্বলীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ’লেন এবং স্ব স্ব মাযহাব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উছূল তৈরী করে বহু ছহীহ হাদীছ পরিত্যাগ করেছেন। আবার বিপরীতপক্ষে মাযহাবের স্বপক্ষে হওয়ায় বহু যঈফ হাদীছও তারা গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, যা মুহাদ্দিছদের দৃষ্টিতে শরী‘আতের কোন দলীল হওয়ার যোগ্য নয়।[১২] এভাবে মাযহাবই হয়ে যায় হাদীছ গ্রহণ বা পরিত্যাগের চূড়ান্ত মানদণ্ড।

আব্দুল ওয়াহহাব আশ-শা‘রানী (৯৭৪হি.) বলেন, اعتقادنا واعتقاد كل منصف في أبي حنيفة أنه لو عاش حتى دونت أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره لكن لما كانت أدلة الشريعة متفرقة في عصره مع التابعين وتبع التابعين في المدائن والقرى كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها، ‘আবূ হানীফার বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস এবং সকল নিরপেক্ষ মানুষের বিশ্বাস যে, তিনি যদি শরী‘আতের হাদীছগুলো সংকলিত এবং গ্রন্থাবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এবং মুহাদ্দিছগণ দেশ-বিদেশের দূর-দূরান্ত থেকে হাদীছ জমা করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করতেন ও যেসব ক্বিয়াস তিনি করেছেন, সব ছেড়ে দিতেন। তাঁর মাযহাবে অন্য মাযহাবের মতই ক্বিয়াস কম হ’ত। কিন্তু যেহেতু তার যুগে শরী‘আতের দলীলসমূহ বিভিন্ন শহর ও গ্রামে বসবাসরত তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের নিকট বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সেহেতু তার মাযহাবে অন্য মাযহাবের তুলনায় ক্বিয়াস বেশী হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বক্তব্য না পাওয়ায় তাকে বাধ্য হয়ে ক্বিয়াস করতে হয়েছে।’[১৩] তিনি আরও বলেন, ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام فالإمام معذور وأتباعه غير

৮. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/২৬৩।*
৯. *তদেব, ১/২৬৪।*
১০. *তদেব, ১/২৬৪।*

১১. *আশ-শা‘রানী, আল-মীযান, ১/১৬১-১৬২।*
১২. *সাঈদ মা‘শাশাহ, আল-মুকাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাহ আল-আরবা‘আহ, পৃ. ৭৯।*
১৩. *আশ-শা‘রানী, আল-মীযান, ১/২২৭-২২৮।*

معذورين، ‘সম্ভবত যিনি ইমাম আবূ হানীফার দিকে একথা সম্বন্ধিত করেছেন যে, তিনি ক্বিয়াসকে হাদীছের ওপর স্থান দিতেন; তিনি ইমামের মুক্বাল্লিদদের নিকট থেকে কথাটি পেয়েছেন। তারা তাদের ইমামের নিকট থেকে প্রাপ্ত ক্বিয়াসী ফৎওয়াসমূহের ওপর আমল করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যিক করে নিয়েছিলেন এবং পরিত্যাগ করেছিলেন সে সকল হাদীছ, যা ইমামের মৃত্যুর পর ছহীহ সূত্রে পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং ইমাম দায়মুক্ত কিন্তু তাঁর অনুসারীগণ দায়মুক্ত নন’।[১৪]

সমকালীন বিদ্বান ড. মুহাম্মাদ আবূ যাহূ যথার্থই বলেছেন, ‘ইমামদের পুনঃপুনঃ তাক্বলীদ পরিত্যাগের এ সকল উপদেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক মুক্বাল্লিদ আলেমদেরকে দেখি যে, তারা যখন কোন হাদীছ স্বীয় মাযহাবের বিরোধী পান এবং তার পক্ষে কোন উপযুক্ত জবাব খুঁজে পান না, তখনও স্বীয় মাযহাবী মতের উপরই অটল থাকেন এবং হাদীছের উপর আমলের ব্যাপারে অবহেলা করেন। কখনও দূরবর্তী ব্যাখ্যার দরজা খুলে দেন। কখনও স্বীয় ইমামদের গৃহীত মাযহাবকে অগ্রাধিকার প্রদানের উপায় খোঁজেন। যদি তাতেও ব্যর্থ হন, তবে কোন দলীল ছাড়াই কিংবা কোন বিশেষত্ব আছে বা এর ওপর আমল নেই ইত্যাদি কথা বলে হাদীছটি মানসূখ হওয়ার দাবী করেন। এতেও ব্যর্থ হ’লে বলেন, তাদের ইমাম সমস্ত হাদীছ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অতএব এই হাদীছ তিনি পরিত্যাগ করেছেন এজন্যই যে তাতে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি রয়েছে। কখনও তারা বলেন, হাদীছ অনেক বড় বিষয়। আমাদের মত ব্যক্তি তা বুঝব কিভাবে আর কেমন করে তার ওপর আমল করব? অথচ তারা জানেন না যে, হাদীছকে সম্মান করার অর্থ তার ওপর আমল করা। আর পরিত্যাগ করার অর্থ তাকে অবজ্ঞা করা। হাদীছকে যথাযথভাবে বুঝতে পারলেই তার ওপর আমল অপরিহার্য হয়ে যায়। নতুবা ইমাম এবং মুজতাহিদদের ছাড়া আর কারো উপর আল্লাহ্‌র কোন হুকুম আরোপিত হ’ত না’।[১৫]

শেষকথা :

কোন খবরু ওয়াহিদ ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হওয়ার পরও পরবর্তী যুগের কিছু মুতাকাল্লিম এবং উছূলবিদ তার আমলযোগ্য হওয়ার শর্ত হিসাবে অতিরিক্ত যে সকল যুক্তিভিত্তিক ক্বিয়াসী মূলনীতি তৈরী করেছেন, তা মুহাদ্দিছ এবং জুমহূর ফক্বীহ বিদ্বানদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সুন্নাহের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হ’লে এই সকল যুক্তিভিত্তিক মূলনীতির অপপ্রয়োগ বর্জনীয়। কেননা অনুসরণীয় চার ইমামসহ মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ বিদ্বানগণ সকলেই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহর একচ্ছত্র মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও রায়ের ওপর নিঃশর্তভাবে হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবুও কখনও হাদীছ তাঁদের নিকট না পৌঁছা কিংবা পৌঁছার পরও স্বীয় ইজতিহাদ মোতাবেক হাদীছটি ছহীহ প্রমাণিত না হওয়ার কারণে কিছু ক্ষেত্রে তারা ছহীহ হাদীছের বিপরীত ফৎওয়া প্রদান করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের অন্ধানুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং অনুসারীদেরকে কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের সকলেরই একই বক্তব্য ছিল যে, ‘যখন কোন হাদীছ ছহীহ হবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব’। সুতরাং হাদীছের বিপরীত ফৎওয়ার কারণে তারা হাদীছ পরিত্যাগের দোষে দুষ্ট নন; বরং সেটি কেবল ইজতিহাদী ভুল হিসাবে গণ্য হবে।

কিন্তু পরবর্তী যুগের মাযহাবী বিদ্বানদের মধ্যে ছহীহ হাদীছ গ্রহণে যথেষ্ট শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হ’ল খবরু ওয়াহিদ হাদীছের প্রতি দুর্বল দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বীয় মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ। এই কারণে তারা বহু ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও আমল করেননি, যা অতীব দুঃখজনক। অথচ প্রাথমিক যুগ থেকেই মুহাদ্দিছগণসহ যে সকল বিদ্বান নিরপেক্ষভাবে শরী‘আত গবেষণা করেছেন তারা সকলেই শর্তহীনভাবে ছহীহ হাদীছকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং দ্বিধাহীনচিত্তে তার ওপর আমল করে এসেছেন। তাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ঘটেছে তা কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে অনুধাবনের বিভিন্নতা ও জ্ঞানগত তারতম্যের কারণে। কিন্তু মৌলিকভাবে কখনই তারা ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত কোন সুন্নাহকে অগ্রাহ্য করেননি।

১৪. তদেব, ১/২২৮।
১৫. আবূ যাহূ, আল-হাদীছু ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ৩৩।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে),
কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ক্ষমা প্রার্থনা : এক অনন্য ইবাদত

-*ড. ইহসান ইলাহী যহীর**

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের আযাব থেকে সুরক্ষিত রাখতে এবং ক্ষমা প্রার্থীদের অঢেল নেকী প্রদান করতে ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। পেন্সিলের ভুল লেখা মুছে ফেলার জন্য যেমন রাবার ব্যবহার করা হয় তেমনই বান্দার ভুলগুলো আমলনামা থেকে মুছে ফেলার জন্য আল্লাহ তওবার ব্যবস্থা রেখেছেন। কিভাবে তওবা করতে হয় এবং কিভাবে গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করা যায় তা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সেই সাথে ক্ষমা প্রার্থীদের পাপরাশি মোচনের সুসংবাদও প্রদান করেছেন।

বর্তমানে বহু মানুষ নিজেদের জীবন নিয়ে হতাশ! পাপপূর্ণ জীবনের দিকে লক্ষ্য করে ভাবেন আল্লাহ কি আমার এত গুনাহ ক্ষমা করবেন! কি হবে আমার শেষ পরিণতি! এই আলোচনা সেই সকল ব্যক্তির জন্য, যারা নিজেদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে হতাশায় ভুগছেন। পাপের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যারা জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেছেন তাদের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।-

১. রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ও মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা : নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি সকল মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ- 'আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর-নারীদের জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তোমাদের চলাফেরা ও আশ্রয় সম্পর্কে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً، 'যে ব্যক্তি মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ সে ব্যক্তির আমলনামায় পৃথিবীর প্রতিটি মুমিন নর-নারীর সংখ্যা পরিমাণ একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন'।[১]

২. বিগত নবী-রাসূলগণের অধিকহারে ক্ষমা প্রার্থনা করা : বিগত প্রত্যেক নবী-রাসূল অধিকহারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁদের কিছু দো'আ উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ- 'তারা (উভয়ে) বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

(খ) নূহ (আঃ) স্বীয় উম্মতের মুমিন নারী-পুরুষের জন্য কাতর কণ্ঠে দো'আ করে বলেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا- 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে, আর যারা মুমিন হয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদেরকে ক্ষমা কর। আর তুমি যালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করো না' *(নূহ ৭১/২৮)*।

(গ) ইব্রাহীম (আঃ) হাজেরা ও ইসমাঈলকে মক্কার বিজন মরুভূমিতে রেখে এসে আল্লাহ্র কাছে নির্জনে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ- 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমার দো'আ কবুল কর! হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে' *(ইব্রাহীম ১৪/৪১-৪২)*।

(ঘ) মূসা (আঃ) ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর! তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ক্বাছাছ ২৮/১৬)*।

(ঙ) দাঊদ (আঃ) একইভাবে আল্লাহ্র সমীপে প্রণত হ'লেন। আল্লাহ বলেন, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ- 'দাঊদ ধারণা করল যে, এর দ্বারা আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি। ফলে সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় পড়ে গেল ও আল্লাহ্র দিকে প্রণত হ'ল' *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*।

(চ) সারা পৃথিবীর বাদশাহ ও নবী সোলায়মান (আঃ) দো'আ করেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ- 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, আমার পরে যেন আর কেউ না পায়। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)*। সম্মানিত পাঠক! নবীগণ ছিলেন আল্লাহ্র বার্তাবাহক। তাঁরা যদি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান তবে আমাদেরও ক্ষমা চাওয়া দরকার।

** প্রিন্সিপাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, পূর্বাচল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।*

১. *ত্বাবারাণী, মুসনাদুশ শামিয়ীন হা/২১৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৬, সনদ হাসান।*

৩. সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষমা প্রার্থনা : আল্লাহ্র সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা শুধু পাপ মোচনের মাধ্যমই নয় বরং একটি মহৎ ইবাদত। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ– 'তুমি তোমার গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর' *(মুমিন ৪০/৫৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যারা পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদের কত বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

এজন্য হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, أَكْثِرُوا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فِي بُيُوتِكُمْ وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَفِي أَسْوَاقِكُمْ وَفِي مَجَالِسِكُمْ، أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ– 'তোমরা তোমাদের বাড়ীতে, দস্তরখানায়, রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে এবং বৈঠকগুলিতে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা তোমরা তো জানো না যে, কখন ক্ষমা নাযিল হবে'।[২]

লোকমান হাকীম তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا بُنَيَّ! عَوِّدْ لِسَانَكَ الإِسْتِغْفَارَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَاتٌ لاَ يُرَدُّ فِيْهِنَّ سَائِلاً، 'বৎস! তোমার জিহ্বাকে ক্ষমা প্রার্থনায় অভ্যস্ত কর। কেননা আল্লাহ্র নির্ধারিত এমন কিছু সময় আছে, যখন কোন প্রার্থীর প্রার্থনা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না'।[৩] সুতরাং আমাদেরকেও সকাল-সন্ধ্যায়, সর্বাবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। জিহ্বাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন, আনমনেই ইস্তেগফার উচ্চারিত হয়।

৪. প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে ক্ষমা প্রার্থনা : বিশিষ্ট ছাহাবী আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি দো'আ শিক্ষা দিন, যা আমি ছালাতে পাঠ করব। তখন তিনি বললেন, তুমি বল, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ– 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। আপনি ব্যতীত ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।[৪]

৫. শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা : আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থীদের পসন্দ করেন। বিশেষকরে শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থীদের তিনি অত্যধিক ভালোবাসেন। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ– 'তুমি বল, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতে উত্তম বস্তুর খবর দিব? (তা হ'ল) যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তার বান্দাগণের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখেন'। 'যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'। 'যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, আল্লাহ্র পথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী' *(আলে ইমরান ৩/১৫-১৭)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, دَلَّ عَلَى فَضِيلَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَقْتَ الْأَسْحَارِ– 'এতে প্রমাণিত হ'ল যে, শেষ রাতের ক্ষমা প্রার্থনার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে'।[৫] হাফেয ইবনু ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الرِّزْقَ : قِيَامُ اللَّيْلِ وَكَثْرَةُ الْاِسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ وَالذِّكْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَه. وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَعُ الرِّزْقَ : نَوْمُ الصُّبْحَةِ وَقِلَّةُ الصَّلاَةِ وَالْكَسَلُ وَالْخِيَانَةُ، 'চারটি বিষয় রিযিক্বে প্রবৃদ্ধি নিয়ে আসে- ক্বিয়ামুল লায়ল, শেষ রাতে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা, নিয়মিত দান-ছাদাক্বা এবং সকাল-সন্ধ্যায় যিকির করা। আর চারটি বিষয় রিযিক্বকে সংকুচিত করে- সকাল বেলা ঘুমানো, নফল ছালাতের স্বল্পতা, অলসতা এবং খিয়ানত'।[৬]

৬. নফসের উপর যুলুমের পর ক্ষমা প্রার্থনা : মানুষ পাপ করার মাধ্যমে নিজ নফসের প্রতি যুলুম করে থাকে। পাপ হয়ে গেলে হতাশ হয়ে বসে না থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। যেমন আল্লাহ এই ধরণের মানুষের প্রশংসা করে বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ؟ 'যারা কোন অশ্লীল কাজ করার পরে বা নিজের উপর যুলুম করার পরে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে?' *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ

২. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আত-তাওবাহ, ১২৫ পৃ.।
৩. ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়িফুল মা'আরিফ, ২১৪ পৃ.।
৪. বুখারী হা/৮৩৪; মুসলিম হা/২৭০৫; মিশকাত হা/৯৪২।
৫. তাফসীর ইবনু কাছীর, ২/২৩ পৃ.।
৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩৭৮।

-اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا 'যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*। সুতরাং ক্ষমা চাওয়ার ব্যপারে বিলম্ব করা যাবে না। পাপকর্ম হয়ে যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমা প্রার্থনা করাই আল্লাহ্র রহমত লাভের কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ- 'যদি তোমরা পাপ না করতে, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ আরেকটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন, যারা পাপ করত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করত। ফলে তিনি তাদের ক্ষমা করতেন'।[৭] প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল 'আছ (রাঃ) বলেন, সূরা যিলযাল নাযিল হ'লে আবুবকর (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। যেখানে আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ- 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকরকে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করে সান্ত্বনা প্রদান করেন।[৮]

বৈঠকে ক্ষমা প্রার্থনা ও মজলিসের কাফ্ফারা : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বৈঠকে গণনা করে দেখতাম যে, তিনি এক বৈঠকে এক শতবার বলতেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ- 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমিই একমাত্র তওবা কবুলকারী, পরম করুণাময়'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন বৈঠক শেষ করে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى، فَقَالَ : كَفَّارَةٌ لِّمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ- 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এখন আপনি যে বাক্য পড়লেন তা ইতিপূর্বে তো আপনি পাঠ করেননি? তিনি বললেন, মাজলিসে যা কিছু ভুলত্রুটি হয়ে থাকে এ দো'আ তার কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[১০]

ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি : ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করে দিন বা রাতে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করা। অতঃপর কৃত গোনাহ স্বীকার করে আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، 'যদি কেউ পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর উত্তমরূপে ওযূ করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ঐ পাপ মাফ করে দেন'।[১১] তবে খেয়াল রাখতে হবে, পাপ যেন মানুষের হক নষ্টের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। কারণ এ ধরণের পাপ আল্লাহ্র কাছে মাফ চাওয়ার পূর্বে ব্যক্তির কাছে মাফ নিতে হবে।

ক্ষমা প্রার্থনার ফযীলত :

ক্ষমা প্রার্থনার অশেষ প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থীদের দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন-

(১) ক্ষমা প্রার্থনাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে : ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ সাইয়েদুল ইস্তেগফার সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করলে জান্নাত পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ দিনে পাঠ করে সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ রাতে পাঠ করে সেদিন সকালের পূর্বে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। দো'আটি হ'ল- اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ- 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'।[১২]

(২) ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণ সৌভাগ্যবান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,-طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا 'মহা সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যার আমলনামায় সর্বাধিক ইস্তেগফার পাওয়া যাবে'।[১৩] তিনি প্রার্থনার সময় বলতেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي

৭. মুসলিম হা/২৭৪৮; তিরমিযী হা/৩৫৩৯।
৮. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৫১২; কুরতুবী হা/৬৪৩৬।
৯. আবুদাঊদ হা/১৫১৬; তিরমিযী হা/৩৪৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৪; মিশকাত হা/২৩৫২।
১০. আবুদাঊদ হা/৪৮৫৯, সনদ হাসান; দারেমী হা/২৬৫৮।
১১. আবুদাঊদ হা/১৫২১, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী শো'আব হা/৬৬৭৬।
১২. বুখারী হা/৬৩০৬; মিশকাত হা/২৩৩৫।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৩৫৬।

خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ, অজ্ঞতা, প্রতিটি কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার চাইতে তুমিই আমার অপরাধসমূহ সম্পর্কে অধিক অবগত, সেগুলি ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমার প্রতিটি ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, ঠাট্টাচ্ছলে কৃত গুনাহ এবং আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার পূর্বাপর গোপন-প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই পশ্চাতের মালিক এবং তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।[১৪]

ছাওবান (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতেন, অতঃপর এ দো'আ পড়তেন, 'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'।[১৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূ' ও সিজদাতে অধিকাংশ সময় এই দো'আটি পড়তেন, 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন'![১৬]

(৩) আসমান ও যমীন ভর্তি পাপও আল্লাহ ক্ষমা করেন :

হাদীসে কুদসীতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً– 'আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার প্রত্যাশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। এতে আমি কাউকে পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার পাপরাশি যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে যায়, আর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কাউকে পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপরাশি নিয়ে আমার সমীপে উপস্থিত হও এবং শিরক মুক্ত অবস্থায় আমার সামনে আসো, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব'।[১৭]

অপর হাদীছে কুদসীতে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، 'হে আমার বান্দারা! তোমরা দিনরাত অনবরত পাপ করে থাক। আর আমিই সমস্ত পাপ ক্ষমা করি। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব'।[১৮]

শয়তানের চক্রান্তে বান্দা ভুল করে ফেলে। তবে সে যদি তার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ্র নিকট একনিষ্ঠচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শয়তান বলল, وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لاَ أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي– 'হে মহান প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! আমি তোমার বান্দাদেরকে প্রতিনিয়ত গোমরাহ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহে রূহ থাকবে। তখন আল্লাহ বললেন, আমার ইয্যত-সম্মান, আমার মর্যাদার কসম! আমার বান্দা আমার কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি ততক্ষণ তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব'।[১৯]

আল্লাহ তা'আলার এমন ঘোষণা থাকার পরেও যদি আমরা ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে হীনমন্যতায় ভুগি তবে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কে হ'তে পারে!

(৪) ক্ষমা প্রার্থী বান্দার উপর আল্লাহ পরম আনন্দিত হন :

প্রার্থনাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন এবং বান্দার তওবাতে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হন।

(ক) আলী ইবনু রাবী'আ বলেন, আলী (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'লাম, তখন তার নিকটে একটি সাওয়ারী আরোহণের জন্য উপস্থিত করা হ'লে তিনি বাহনের পাদানিতে পা রেখে বললেন, 'বিসমিল্লাহ'। অতঃপর এর পিঠে বসে বললেন 'আলহামদুলিল্লাহ'। এরপর তিনি কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ– 'সেই মহান পবিত্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা তাকে বশীভূতকারী

১৪. বুখারী হা/৬৩৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৯৫৭।
১৫. মুসলিম হা/১৩৫; মিশকাত হা/৯৬১।
১৬. বুখারী হা/৮১৭; মুসলিম হা/২১৭; মিশকাত হা/৮৭১।
১৭. তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬; ছহীহাহ হা/১২৭-২৮।
১৮. মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬।
১৯. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭৬৭২, সনদ ছহীহ।

ছিলাম না, আর আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তনকারী'।[20]

অতঃপর তিনি পুনরায় তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। এরপর তিনি বললেন, سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ– 'হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমি আমার উপর যুলুম করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি ছাড়া পাপ মোচন করার কেউ নেই'। এরপর তিনি হেসে উঠলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আমীরুল মুমিনীন! কিসে আপনার হাসি পেল? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আমি যেরূপ করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও এরূপ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি হাসছিলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি কারণে আপনার হাসি পেল? তিনি উত্তরে বললেন, إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِيْ তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি পরম আনন্দিত হন যখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দিন এবং সে আরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আমি ব্যতীত তার পাপরাশি ক্ষমা করার অন্য কেউ নেই'।[21]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا أَيْ بِيَدِهِ فَذَبَّهُ عَنْهُ 'মুমিন নিজের পাপকে এমন বড় মনে করে যে, সে যেন কোন পাহাড়ের নীচে বসে আছে, যা তার উপর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা করে। অপরদিকে কোন পাপিষ্ঠ নিজের গুনাহকে দেখে একটি মাছির ন্যায় তুচ্ছ মনে করে, যা তার নাকের ডগায় বসল, আর সে তা হাত দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চাইতে বেশী আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি ধ্বংসকারী কোন ধু ধু মরুভূমিতে পৌঁছেছে, আর তার সাথে রয়েছে তার একমাত্র সম্বল বাহন, যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সেখানে গাছের ছায়ায় সে যমীনে মাথা রাখল ও কিছুক্ষণ ঘুমাল। অতঃপর জেগে দেখল তার একমাত্র বাহনটি পালিয়ে গেছে। সে তা খুঁজতে শুরু করল। অবশেষে অসহনীয় গরম-তৃষ্ণা এবং অন্যান্য দুঃখ-বেদনা তাকে দুর্বল ও ঘায়েল করে ফেলল। তখন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, আমি যেই টিলার উপর ছিলাম সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকব। সে ব্যক্তি সেখানে গিয়ে নিজের বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, যাতে সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুমাতে পারে। এক সময় জেগে দেখে তার বাহন হঠাৎ তার কাছে উপস্থিত, বাহনের উপর তার খাদ্য-সামগ্রী মওজূদ। তখন আকস্মিকভাবে সে তার বাহন ও খাদ্য-সামগ্রী ফেরত পাওয়ার পর পুনর্জীবন লাভ করার ন্যায় যেরূপ খুশী হয়, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার ক্ষমা প্রার্থনায় এর চাইতেও অধিক খুশী হন'।[22]

(৫) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তি : ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ– 'কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না? যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(নামল ২৭/৪৬)*। তিনি বলেন, وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا– 'আর তুমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নিসা ৪/১০৬)*।

(৬) উত্তম জীবনোপকরণ প্রাপ্তি : ক্ষমা প্রার্থীদের জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন। যেমন তিনি বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ– এ' মর্মে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক উত্তম আমলকারীকে তার প্রতিদান দিবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে আমি তোমাদের উপর কঠিন দিবসের শাস্তির আশংকা করছি' *(হূদ ১১/৩)*।

(৭) রহমতের বৃষ্টি প্রাপ্তি : ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আসমানী বাল-মুছীবত আসমানে তুলে নেন এবং উপকারী বৃষ্টি দান করেন। যেমন হূদ (আঃ)-এর উক্তি কুরআনে এভাবে এসেছে, وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ– 'আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বারিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদেরকে শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' *(হূদ ১১/৫২)*।

(৮) সম্পদ, সন্তান ও জান্নাত প্রাপ্তি : কৃত ভুল স্বীকার করা এমন এক মহৎ গুণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন এবং তিনি ক্ষমাপ্রার্থীদের দুনিয়াতে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করেন এবং পরকালে জান্নাত দান করবেন। যেমন আল্লাহ নূহ (আঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করেন এভাবে, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا– يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا– وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ وَيَجْعَلْ

২০. *আহমাদ হা/১০৫৬; আবুদাঊদ হা/২৬০২; মিশকাত হা/২৪৩৪; সূরা যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪।*
২১. *আহমাদ হা/৯০৩; আবুদাঊদ হা/২৬০২; তিরমিযী হা/৩৪৪৬; মিশকাত হা/২৪৩৪; ছহীহুল জামে' হা/২০৬৯।*

২২. *বুখারী হা/৬৩০৮; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২৩৫৮।*

لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا– 'আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল'। 'তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন'। 'তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

(৯) আযাব-গযব থেকে সুরক্ষা প্রাপ্তি : ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আযাব-গযব থেকে পরিত্রাণ মেলে। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ– 'অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (মুহাম্মাদ) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে' *(আনফাল ৮/৩৩)*। তাবে শর্ত হ'ল গুনাহ থেকে পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়ে খালেছ অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَإِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ مُسْتَغْفِرًا، وَأَمَّا مَنْ أَصَرَّ عَلَى الذَّنْبِ، وَطَلَبَ مِنَ اللهِ مَغْفِرَتَهُ، فَهَذَا لَيْسَ بِاسْتِغْفَارٍ مُطْلَقٍ، وَلِهَذَا لاَ يَمْنَعُ الْعَذَابَ، 'আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে শাস্তি দিবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপের উপর অটল থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায়, এটা তার প্রকৃত ক্ষমা প্রার্থনা নয়, ফলে এর মাধ্যমে শাস্তি বিদূরিত হবে না'।[২৩]

মাছের পেটে থাকা অবস্থায় ইউনুস (আঃ) কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহকে বলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ– '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আর নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। ফলে তিনি আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে মুক্তি পান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ– 'মাছওয়ালা নবী ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যে দো'আ করেছিলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি সেই দো'আটি পাঠ করে আল্লাহ্র কাছে কোন প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তার দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল করবেন'।[২৪]

(১০) তওবা অন্তরের কালিমা দূর করে : পাপকর্মের কারণে অন্তরে পাপের কালিমা লেপন হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)– 'মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে পাপকাজ পরিত্যাগ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। পুনরায় সে গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায় এবং মরিচা ধরে। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন'। আল্লাহ বলেন, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ– 'কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৪)*'।[২৫] তবে বান্দা যদি বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করে, তাহ'লে তার অন্তর পরিস্কার ও কোমল হয় এবং আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, اجْلِسُوا إِلَى التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْءٍ أَفْئِدَةً، 'তোমরা তওবাকারীদের সাথে উঠা-বসা কর, কেননা তারা সর্বাধিক কোমল হৃদয়ের অধিকারী'।[২৬]

(১১) ক্ষমা প্রার্থনায় সর্বোচ্চ জান্নাত প্রাপ্তি : পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণে তারা জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ– 'মহান আল্লাহ জান্নাতে তাঁর কোন সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই উচ্চ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনার কারণে'।[২৭] ইমাম মানাভী (রহঃ) বলেন, 'ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে পাপরাশি মার্জনা করা হয় এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নেককার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ যদি তার পিতা-মাতাকে এত উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তাহ'লে ক্ষমা প্রার্থনাকারী সন্তানকে আল্লাহ আরও কত অধিক সম্মানিত করবেন'![২৮]

উপসংহার : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খুব ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পুড়াতে চান না। এজন্যই তিনি তওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। আমাদের উচিৎ সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গুনাহমুক্ত জীবন পরিচালনায় ব্রতী হওয়া। আমরা যেন ক্ষমা প্রার্থী বান্দাদের ন্যায় আমল করে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে পারি, মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ১/৩১৫ পৃ.।
২৪. তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২, সনদ ছহীহ।
২৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪ সনদ হাসান; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৩৯০৮; মিশকাত হা/২৩৪২।
২৬. ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, ৪২ পৃ.।
২৭. আহমাদ হা/১০৬১০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪।
২৮. মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর ২/৩৩৯ পৃ.।

এলাহী তাওফীক্ব লাভের উপায়

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

(১০) আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা :

নিকটাত্মীয়তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে যাবতীয় কল্যাণের তাওফীক্ব অর্জিত হয়। একজন মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হ'ল তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, খালা-ফুফু, চাচা-মামা প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، 'যে ব্যক্তি চায় তার রিযিক্ব বৃদ্ধি পাক এবং আয়ূ বর্ধিত হোক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে'।[১] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِالْبَرَكَةِ فِي عُمْرِهِ وَالتَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ وَعِمَارَةِ أَوْقَاتِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ وَصِيَانَتِهَا عَنِ الضَّيَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، 'এই বর্ধিত হওয়ার অর্থ হ'ল- তার বয়সে বরকত দেওয়া হবে এবং নেক আমলের তাওফীক্ব দেওয়া হবে। আখেরাতে উপকারী কাজে সময় ব্যয় করার তাওফীক্ব দেওয়া হবে এবং অহেতুক কাজে সময় অপচয় হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করা হবে'।[২]

নাজমুদ্দীন গায্যী বলেন, 'হায়াত বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হ'ল- মহান আল্লাহ নেককার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর বয়সে বরকত দান করেন। সময়কে আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করার তাওফীক্ব দান করেন এবং পাপ, দুশ্চিন্তা ও বালা-মুছীবত থেকে তাকে রক্ষা করেন। যেমনভাবে হায়াত কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়া। ফলে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও বিপদাপদ চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে। আর ঐ মুহূর্তে সে ধৈর্যধারণ করতে পারে না এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না'।[৩] অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখার মাধ্যমে যেমন জীবন জুড়ে কল্যাণের তাওফীক্ব অর্জিত হয়, রিযিকে ও হায়াতে বরকত লাভ করা যায়, ঠিক তেমনি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে তাওফীক্বের রাস্তা থেকে বান্দা ছিটকে পড়ে যায়।

সুলায়মান আল-লাহেম বলেন, أن عقوق الوالدين سبب لعدم التوفيق، وانغلاق أبواب الخير، وفقدان السعادة في الحياة، 'জীবনে সুখ হারিয়ে ফেলা, কল্যাণের দুয়ার বন্ধ হওয়া এবং তাওফীক্বহীনতার অন্যতম কারণ হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্যতা'।[৪] তিনি আরো বলেন, أن بر الوالدين من أوسع أبواب التوفيق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وثماره عظيمة، وآثاره ومنافعه كثيرة ظاهرة عاجلًا وآجلًا، 'দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ ও সুখ-শান্তির সবচেয়ে প্রশস্ত তাওফীক্বের দরজা হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। এর ফল ব্যাপক, দুনিয়া ও আখিরাতে এর প্রভাব ও কল্যাণকারিতা অত্যধিক ও প্রকাশ্য'।[৫] তবে হ্যাঁ! পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে যে সদাচরণ করা হবে, সেটা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হ'তে হবে। সম্পদ লাভ করা বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থের জন্য যদি সদাচরণ করা হয়, তবে তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। তাছাড়া যেসব আত্মীয়দের সাথে হাদিয়া আদান-প্রদান হয় এবং সহজে সুসম্পর্ক রাখা যায়, কেবল তাদের সাথেই নয়; বরং যারা সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় তাদের সাথেও আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، 'যে ব্যক্তি প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, সে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়; বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হ'লেও যে ব্যক্তি তা জুড়ে রাখে, সে-ই হ'ল প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী'।[৬] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, তার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে কষ্ট দেয়, তার সাথে সদাচরণ কর। নিজের বিরুদ্ধে গেলেও সর্বদা হক্ব কথা বল'।[৭]

সুতরাং এলাহী তাওফীক্ব লাভ করতে হ'লে রক্তের সম্পর্কীয় এবং নিকটাত্মীয়দের কষ্ট দেওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সর্বদা তাদের সাথে ভালোবাসার বন্ধন বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। সেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যম হ'তে পারে সদাচরণ, সুন্দর কথা, মিষ্টি হাসি, খোঁজ-খরব নেওয়া, হাদিয়া-তোহফা প্রদান, দান-ছাদাক্বা করা, সেবা-শুশ্রূষা, দাওয়াত-যিয়াফত, বিপদাপদে সহযোগিতা প্রভৃতি।

(১১) পরোপকারী হওয়া :

এলাহী তাওফীক্ব লাভের আরেকটি বড় মাধ্যম হ'ল পরপোকার। যারা অন্যের উপকারে নিজেকে নিয়োজিত করে, তারা তাদের বিপদাপদে এমন সব মানুষের সহযোগিতা ও আশ্রয় লাভ করে, যাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার কথা

এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বুখারী হা/২০৬৭; মুসলিম হা/২৫৫৭।
২. শারহুন নববী 'আলা মুসলিম ১৬/১১৪।
৩. নাজমুদ্দীন মুহাম্মাদ গায্যী, হুসনুত তানাব্বুহ লিমা ওয়ারাদা ফিত-তাশাব্বুহ, ৪/৫৬৭।
৪. সুলাইমান আল-লাহেম, মারাক্বীল ইয়্যাহ ওয়া মুক্বাওবিমাতিস সা'আদাহ, পৃ. ৩৩৬।
৫. মারাকি্ল ইয়্যাহ ওয়া মুক্বাওবিমাতিস সা'আদাহ, পৃ. ৩৩১।
৬. বুখারী হা/৫৯৯১; আবূদাঊদ হা/ ১৬৯৭; তিরমিযী হা/১৯০৮।
৭. ছহীহাহ হা/১৯১১; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৬৭।

সে আগে কখনো ভাবেনি। পরোপকারী ব্যক্তি তার নিজের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবে, দুর্দিনে সে এমন এমন মানুষের সহযোগিতা পেয়েছে, যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কথা সে কখনও কল্পনা করেনি। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা পরোপকারী বান্দাকে তার সৃষ্টিকুলের কাছ থেকে উপকার হাছিলের তাওফীক্ব দিয়ে থাকেন এবং তিনি সেই বান্দার সাহায্যকারী হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، 'আল্লাহ সেই বান্দাকে সাহায্য করেন, যে তার ভাইয়ের সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে'।[৮] সেই সাহায্য হ'তে পারে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে, সুপরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অথবা তার জন্য অন্তরখোলা দো'আ করার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ، 'যে লোক তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করে, তার জন্য একজন নিয়োজিত ফেরেশতা 'আমীন' বলতে থাকেন আর বলেন, তোমার জন্যও অনুরূপ হোক'।[৯] অর্থাৎ অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য দো'আ করলে ফিরেশতাদের দো'আ লাভ করার তাওফীক্ব অর্জিত হয়। তাছাড়া পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমেও আল্লাহ্র দয়া ও করুণা লাভের তাওফীক্ব হয়।[১০]

(১২) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা :

যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করতে পারে, তাদের জীবনে তাওফীক্ব লাভ হয়। গোপনে-প্রকাশ্যে সর্বত্র তাক্বওয়া বজায় রাখতে হবে। তাক্বওয়ার মূল হচ্ছে নির্জনতায়ও আল্লাহকে ভয় করা। যা অন্তরের বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বলেছেন, التَّقْوَى هَاهُنَا 'তাক্বওয়া এখানে অবস্থান করে'।[১১] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، 'আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত ও অর্থ-সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল সমূহের দিকে তাকান'।[১২] ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته، 'বাহ্যিক আমলগুলোর মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হয় না; বরং আল্লাহ্র বড়ত্ব, ভয় ও পর্যবেক্ষণের যে অনুভূতি হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে, তার ভিত্তিতেই তাক্বওয়া অর্জিত হয়'।[১৩]

সুতরাং যাবতীয় পাপচার ও আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি লাভের তাওফীক্ব পেতে হ'লে সর্বদা আল্লাহভীরুতা বজায় রাখা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, : ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ والعلانيةِ والقولُ بالحقِّ في الرضى وَالسُّخْطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، 'তিনটি বিষয় মুক্তিদানকারী- (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্কে ভয় করা, (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে হক্ব কথা বলা এবং (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা'।[১৪] আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিকাম বিন আমর আল-গিফারী (রাঃ) বলেন, أُقْسِمُ بِاللهِ، لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ رَتْقًا عَلَى عَبْدٍ، فَاتَّقَى اللهَ، يَجْعَلُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَخْرَجاً، 'আল্লাহ্র কসম! যদি কোন বান্দার উপরে আকাশ-যমীন মিলিত করে দেওয়া হয়, আর সে যদি আল্লাহকে ভয় করে, তাহ'লে আল্লাহ তাকে এতদুভয়ের মাঝ থেকে বের হয়ে আসার পথ সৃষ্টি করে দিবেন'।[১৫] সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় অনিষ্টকারিতা ও মুছীবত থেকে পরিত্রাণের তাওফীক্ব লাভের অন্যতম উপায় হ'ল আল্লাহভীরুতা।

আল্লাহভীতির মাধ্যমে শুধু অকল্যাণ থেকে বাঁচার তাওফীক্ব লাভ করা যায় না; বরং কল্যাণ লাভেরও তাওফীক্ব অর্জিত হয়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ'লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করে' আহযাব' *(৩৩/৭০-৭১)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, কর্ম সমূহ সংশোধন করার অর্থ হ'ল- يُوَفِّقُهُمْ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُمُ الذُّنُوبَ الْمَاضِيَةَ، 'আল্লাহ তাদের সৎ আমল করার তাওফীক্ব দিবেন এবং তাদের পূর্ববর্তী পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন'।[১৬]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, ومن يتق الله يوفقه الله ويعوضه خيرا مما أخذ منه، 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ

৮. *মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।*
৯. *মুসলিম হা/২৭৩২।*
১০. *আবূদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪, সনদ ছহীহ।*
১১. *মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।*
১২. *মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।*
১৩. *ইবনে হাজার হায়তামী, আল-ফাৎহুল মুবীন, পৃ. ৫৬১।*
১৪. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬৮৬৫; মিশকাত হা/৫১২২, সনদ হাসান।*
১৫. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/৯৪।*
১৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৬/৪৮৭।*

তাকে তাওফীক্ব দান করেন এবং তার কাছ থেকে যা কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম বস্তু তাকে দান করেন'।[17] আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, فواتح التَّقْوَى حسن النِّيَّة وخواتمها التَّوْفِيق 'আল্লাহভীরুতা শুরু হয় সঠিক নিয়তের মাধ্যমে এবং শেষ হয় তাওফীক্ব লাভের মাধ্যমে'।[18] অতএব যারা সকল কাজে তাক্বওয়া বজায় রাখে, আল্লাহ তাদের যাবতীয় কল্যাণের তাওফীক্ব দান করেন। তাক্বওয়ার মাধ্যমে আমল-আখলাক্ব, জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা, সন্তান-সন্তুতি, বাসা-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্য-পানীয়, পড়াশোনা-গবেষণা, ফসল-ফলাদি, পরিবার-পরিজন, বিপদাপদ, সমস্যা-সম্ভাবনা যাবতীয় ক্ষেত্রে এমন উৎস থেকে এলাহী তাওফীক্ব অর্জিত হয়, বান্দা যা কল্পনাই করতে পারে না। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, يَا هَذَا زَاحِمْ بِاجْتِهَادِكَ الْمُتَّقِينَ، وَسِرْ فِي سِرْبِ أَهْلِ الْيَقِينِ، هَلِ الْقَوْمُ إِلا رِجَالٌ طَرَقُوا بَابَ التَّوْفِيقِ ففتح لهم، 'ওহে! মুত্তাক্বীদের সাথে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা কর এবং দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের সাথে চলাফেরা কর। তারাই কি সেই মহা পুরুষ নয়, যারা তাওফীক্বের দজায় কড়া নেড়েছে, অতঃপর তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে'?[19]

(১৩) যুলুমকারী না হওয়া :

যুলুমের মাধ্যমে তাওফীক্ব লাভের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যুলুম দুইভাবে হয়। নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি। মানুষ বিভিন্নভাবে অন্যের প্রতি যুলুম করে। যেমন- কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, খেয়ানত করা, টাকা মেরে খাওয়া, সম্পদ জবর-দখল করা, গীবত-তোহমত-চোগলখুরী করা, মানুষকে ঠকানো, খাদ্যে ভেজাল মিশানো, শারীরিক ও মানসিকভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া, কারো উদ্দেশ্যে কটু কথা বলা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকার যুলুম হচ্ছে- আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। কারণ মানুষ পাপ করার মাধ্যমে নিজ আত্মার প্রতি যুলুম করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দুই প্রকার যুলুমের ব্যাপারটি একই হাদীছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، 'প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করে'।[20] অতএব অত্যাচার থেকে নিবৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না। সুতরাং হাত ও যবান দিয়ে অপরকে কষ্ট দেওয়ার বা যুলুম করার প্রবণতা থেকে যদি বিরত থাকা যায় এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা যায়, তবে খাঁটি মুসলিম হওয়ার তাওফীক্ব অর্জন করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ، 'তুমি মাযলূমের বদ দো'আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা সেই বদ দো'আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না'।[21] এমনকি সেই বদ দো'আ কোন কাফের অথবা পাপী লোকের পক্ষ থেকে হ'লেও, আল্লাহ তা সাথে সাথে কবুল করে নেন।[22] মাযলূমের দো'আ এতই গুরুত্ববহ যে, এটা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، 'মাযলূমের দো'আ মেঘের উপরে তুলে নেওয়া হয় এবং আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তা'আলা বলতে থাকেন, আমার ইয্যতের কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব একটু পরে হ'লেও'।[23]

সুতরাং নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি যুলুম করা তো দূরের কথা, পশু-প্রাণীর প্রতিও যুলুম করা থেকে নিবৃত হওয়া উচিত। কারণ একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার করণে একজন মহিলা জাহান্নামী হয়েছে।[24] অপরদিকে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে একজন পতিতা মহিলা ক্ষমা লাভের তাওফীক্ব পেয়েছে।[25] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، 'তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহ'লে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[26] অর্থাৎ যমীনবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারলে আমরা আল্লাহ্র রহমত লাভের তাওফীক্ব অর্জন করব ইনশাআল্লাহ।

(১৪) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা :

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা নিশ্চিত করতে হ'লে সার্বিক জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসণের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালোবাসা অর্জন করা যায় এবং গুনাহ মাফের তাওফীক্ব পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ

১৭. *শায়খ বিন বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৬/১৫৩।*
১৮. *জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, আদ্দুররুল মানছূর ১/৬২।*
১৯. *ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ২/৫৩।*
২০. *বুখারী হা/১০; মুসলিম হা/৪১; মিশকাত হা/৫।*
২১. *বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/ ১৯; তিরমিযী হা/৬২৫।*
২২. *আহমাদ হা/৮৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৯৩৭৪; ছহীহুল জামে' হা/২৬৮২, ৩৩৮২*
২৩. *আহমাদ হা/৮০৩০; তিরমিযী হা/ ৩৫৯৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২;*
২৪. *বুখারী হা/৩৪৮২; মুসলিম হা/২২৪২।*
২৫. *বুখারী হা/৩৪৬৭; মুসলিম হা/২২৪৫।*
২৬. *আবূদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২০; মিশকাত হা/৪৯৬৯, হাদীছ ছহীহ।*

কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

ইমাম সা'দী (রহঃ) বলেন, وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، 'আর আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তার জন্য সবকিছু সহজ করে দেন, তার বিপদাপদ হালকা করে দেন, তাকে নেক কাজ করার এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার তাওফীক্ব দান করেন'।[২৭]

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فَاللهُ كَافِيهِ وَهَادِيهِ وَنَاصِرُهُ وَرَازِقُهُ، 'যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করবে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন, তাকে হেদায়াত দান করবেন, সাহায্য করবেন এবং তাকে রিযিক্ব দান করবেন'।[২৮] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে বিদ'আত থেকে পরিত্রাণ লাভের তাওফীক্ব পাওয়া যায়। বান্দা যখন পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের অনুসারী হয়, তখন তার আমল-আক্বীদা থেকে বিদ'আত দূরীভূত হয়।

অতএব তাওফীক্ব পেতে হ'লে বিদ'আত পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের অনুসারী হ'তে হবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, إنَّ اللهَ حَجَبَ التوبةَ عن كلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ، 'আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবাকে আড়াল করে রাখেন, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আতকে পরিত্যাগ করে'।[২৯] অর্থাৎ বিদ'আত পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত বান্দা তওবা কবুলের তাওফীক্ব অর্জন করতে পারে না। কেননা বিদ'আত একটি ঘৃণ্য অপরাধ, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অপমান করা হয় এবং মানুষ এটা নেকীর কাজ মনে করে সম্পাদন করে থাকে, ফলে সে তওবা করে না। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَالْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا، وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا، 'ইবলীসের কাছে অন্যান্য পাপের চেয়ে বিদ'আত অধিক প্রিয়তর। কেননা পাপ থেকে তওবা করা হয়, কিন্তু বিদ'আত থেকে তওবা করা হয় না'।[৩০] সুতরাং বিদ'আত অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী সালাফদের অনুসরণ করাও কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*। রাসূলুলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা তখনই সম্ভব হবে, যখন বান্দা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাওফীক্ব লাভ করবে।[৩১]

(১৫) সংশোধনকামী ও সংস্কারপন্থী হওয়া :

নিজের ও অপরের জন্য সংশোধন কামনার মাধ্যমে এলাহী তাওফীক্ব অর্জন করা যায়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তারা উভয়েই নিজেদের সংশোধন করে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে আল্লাহ তাদের একত্রে জীবন যাপনের তাওফীক্ব দান করেন। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، 'আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক্ব দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের সবকিছু অবগত' *(নিসা ৪/৩৫)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَكَذَلِكَ كُلُّ مُصْلِحٍ يُوَفِّقُهُ اللهُ لِلْحَقِّ وَالصَّوَابِ، 'এভাবে সংশোধনকামী ব্যক্তিকে আল্লাহ সঠিক কাজ করার তাওফীক্ব দান করেন'।[৩২]

যারা দাওয়াতের ময়দানের সংশোধনকামী ও সংস্কারপন্থী হবেন, আল্লাহ তাদের কল্যাণের তাওফীক্ব দান করেন। শু'আইব (আঃ) যখন কওমের লোকদের সংশোধন কামনা করা সত্ত্বেও তাদের কাছে তিরস্কৃত হ'লেন, তখন তিনি বলেছিলেন, إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، 'আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন চাই মাত্র। আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' *(হূদ ১১/৮৮)*। সমাজ সংস্কারের ব্যাপারেও তাওফীক্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য।

মানুষ যখন সংশোধনকামী ও সংস্কারপন্থী হয়, আল্লাহ তাদের উপর গযব প্রেরণ করেন না; বরং তাদের নিরাপত্তা লাভের

২৭. *তাফসীরে সা'দী, পৃ. ২৩৫।*
২৮. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/২৯৩।*
২৯. *ছহীহুত তারগীব হা/৫৪, সনদ ছহীহ।*
৩০. *হেবাতুল্লাহ লালকাঈ, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ১/১৪৯।*
৩১. *তাফসীরে আবিস স'ঊদ (ইরশাদুল আক্বলিস সালীম) ৭/১৫৩।*
৩২. *তাফসীরে তাবারী ৬/৭৩০।*

তাওফীক্ব দান করেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ‘আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন’ (হূদ ১১/১১৭)। অর্থাৎ তারা যদি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার মাধ্যমে পরস্পর সংশোধনকামী হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন না।[৩৩]

অনুরূপভাবে যারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাদের সংশোধন হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) একবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْلِحُوا آخِرَتَكُمْ يُصْلِحِ اللهُ لَكُمْ دُنْيَاكُمْ، وَأَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ يُصْلِحِ اللهُ لَكُمْ عَلَانِيَتَكُمْ، ‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের আখেরাতকে সংশোধন কর, তাহ’লে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়া সংশোধন করে দিবেন। তোমাদের নিজেদের গোপন বিষয়গুলোকে শুধরে নাও, তাহ’লে আল্লাহ তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোকে পরিপাটি করে দিবেন’।[৩৪] খালেদ আল-হুসাইনান বলেন, أهل الصلاح والدين فإن الله يوفقهم للثبات عند الممات، ويحسن خاتمتهم، ‘দ্বীনদার ও সংস্কারপন্থী লোকদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাদেরকে (ঈমানের উপর) অবিচল থাকার তাওফীক্ব দান করেন এবং তাদের উত্তম মৃত্যু দান করেন’।[৩৫]

[ক্রমশঃ]

---

৩৩. *তাফসীরে আবিস স‘ঊদ (মাহাসিনুত তা’বীল ৬/১৪০।*
৩৪. *ইবনু আবীদ্দুনয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ: ৭০।*
৩৫. *খালিদ আল-হুসাইনান, হাকাযা কা-নাছ ছালিহূন, পৃ. ৬২।*

আল-আমীন ফার্মেসী

খামার রোড, মুসলিম পাড়া, রংপুর

হাকীম মুছতফা সরকার

এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

রোগী দেখার সময়

বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।

মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)

অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ’তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা’লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

মাসায়েলে কুরবানী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা বিধিবদ্ধ হয়। ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বিধায় এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত মাসায়েল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে'।[১]

২. চুল-নখ না কাটা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[২] (খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : এটি 'ঈদের নিদর্শন' *(আল-মুগনী ২/২৫৬)*। ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(নায়েল ৪/২৭৮)*। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে। ইমাম তাকবীর দিলে তারাও তাকবীর দিবে *(ইরওয়া হা/৬৪৯-৫৪, ৩/১২১-২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।[৫] এছাড়া 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন।[৬]

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাত উপরে *(মির'আত ৫/৬২)* উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর বা অন্য কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৭] তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন *(আহমাদ হা/২৩০৩৪)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৮]

৮. মহিলাদের ঈদের ছালাত : (ক) ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবেন। জনৈকা মহিলা বললেন, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৯] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন। **(খ)** পুরুষদের জামা'আতে শরীক হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মহিলাগণ ঘরে একাকী বা নিজেদের ইমামতিতে জামা'আত সহকারে ঈদের ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। বরং তারা এতে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১০]

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের আরবী ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, হাদীছের শেষে বর্ণিত 'ওয়া দা'ওয়াতাল মুসলিমীন' অর্থাৎ মুসলমানদের দো'আয় শরীক হওয়া কথাটি 'আম। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই।[১১]

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে ছালাতের তাকবীর শেষে

---

১. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।
২. মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।
৩. আহমাদ হা/৬৫৭৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; মির'আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ.।
৪. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।
৫. ইরওয়া ৩/১২৫; মির'আত ৫/৭০।
৬. যা-দুল মা'আদ ২/৩৬০-৬১ পৃ.।
৭. বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০।
৮. বায়হাক্বী ৩/২৮৩; সুবুলুস সালাম হা/৪৫৪-এর আলোচনা।
৯. বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।
১০. বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।
১১. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত হা/১৪৪৫-এর আলোচনা, ৫/৩১ পৃ.।

ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১২]

ছয় তাকবীরের অবস্থা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে।[১৩] এবং ৫+৪ 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৫, ৫৬৮৯)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬-৪৭)* ইবনু আব্বাস, মুগীরা বিন শো'বাহ ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে যে আছারগুলি এসেছে সবই যঈফ।[১৪] এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম'।[১৫]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়[১৬], তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ সেখানে ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (আটটি অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[১৭]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : ওযূ সহ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতেহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। এর আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা মতে ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি।[১৮] মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৯]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা কারণ ছাড়াই খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা হ'তে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে প্রচলিত।[২০] এটি ইসলামের অন্যতম 'মহান নিদর্শন' *(মির'আত ৫/৭৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*। তিনি বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[২১] এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২২]

১৪. কুরবানীর সময়কাল : ঈদুল আযহার ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৩] অতঃপর ১১,

১২. মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।
১৩. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩, এবং ঐ তাখরীজ-আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ., হাদীছ যঈফ।
১৪. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী 'ঈদায়নের তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৫৩৪-এর আলোচনা, ৩/৮০-৮৮ পৃ.।
১৫. বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির'আত ৫/৫১।
১৬. আবু দাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩; ছহীহাহ হা/২৯৯৭।
১৭. ইবনু হাযম, মুহাল্লা মাসআলা ক্রমিক : ৫৪৩, ৫/৮৪-৮৫ পৃ.।
১৮. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯।
১৯. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬।
২১. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩।
২২. মির'আত ৫/৭১-৭৩ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্র.।
২৩. বুখারী হা/৫৫৬২; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।

১২, ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিনে রাত-দিন যেকোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মির'আত ৫/১০৬ পৃ.)*।

১৫. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- ছাগল, গরু ও উট। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[২৪] এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার কোন প্রমাণ নেই। কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[২৫] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*। উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয়। বরং এতে পাঁঠা ছাগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং গোশত রুচিকর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দু'টি মোটাতাজা খাসি দিয়ে কুরবানী করেছেন।[২৬]

১৬. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[২৭] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ.)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৭. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, -'আল্লাহ্‌র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[২৮] আলবানী বলেন, 'এর অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়'।[২৯] **(খ)** আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় কুরবানীর রীতি কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, ছাহাবীগণ নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি বকরী কুরবানী দিতেন। অতঃপর নিজেরা খেতেন ও অন্যদের খাওয়াতেন। এমনকি লোকেরা বড়াই করত। সেই রীতি চলছে যেমন তুমি দেখছ।[৩০] **(গ)** ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। **(ঘ)** বিদায় হজ্জে আরাফার দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৩১] আর 'কুরবানী' অর্থ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিন যে পশু যবহ করা হয়।[৩২] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন, সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৮. কুরবানীতে শরীক হওয়া : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম।[৩৩] **(খ)** হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[৩৪] **(গ)** তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[৩৫]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে বুঝা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। এটি উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। সেকারণ লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি সফরের সাথে 'খাছ' বলেছেন।[৩৬] যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*। কেননা জাবের (রাঃ) বর্ণিত 'একটি গরু বা উট সাত জনের পক্ষ হ'তে'।[৩৭] হাদীছটি মুত্বলাক্ব। যেখানে বাড়ীতে বা সফরে বলে কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত আবুদাঊদ ২৮০৭ ও ২৮০৯ নম্বর

---

২৪. *আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; হজ্জ ২২/৩৪।*
২৫. *তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।*
২৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, ৪/৩৫১ পৃ.; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১-৯২ পৃ.।*
২৭. *মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।*
২৮. *মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত ১/৭৬।*
২৯. *মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা।*
৩০. *তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; ইরওয়া হা/১১৪২, ৪/৩৫৫ পৃ.।*
৩১. *তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫।*
৩২. *মির'আত ৫/৭১; হজ্জ ২২/৩৪।*
৩৩. *তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.।*
৩৪. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।*
৩৫. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।*
৩৬. *মুহাল্লা, মাসআলা ক্রমিক : ৯৮৪, ৬/৪৫।*
৩৭. *আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।*

হাদীছে এটি হজ্জ ও হোদায়বিয়ার সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা এসেছে। অতএব দলীলের ক্ষেত্রে একই রাবীর বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের স্থলে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।

অনেকে ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা প্রমাণহীন। অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেন, আবার একটি গরুর ভাগা নেন। অনেকে বকরী বা খাসী না দিয়ে বড় গরুতে ভাগী হন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার জন্য। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন? অথচ প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে একটি পশু কুরবানী করাই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশনা।[৩৮] অতএব মুক্বীম অবস্থায় প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই উত্তম।

১৯. কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা : 'দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৩৯] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৪০]

২০. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার' বলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়। তবে বাম কাতে ফেলতে ভুলে গেলে দোষের কিছু হবে না *(মির'আত ৫/৭৫)*। কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম *(মির'আত ৫/৭৪)*।

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ সবার চাইতে বড়) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৫/৭৬)*।

৩৮. আবুদাউদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪ পৃ.।
৩৯. হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশ্‌তী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।
৪০. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেননি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৪১] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[৪২]

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। যদি কেউ সেটা করেন, তবে বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(মির'আত ৫/৯৩ পৃ.)*।

২৪. কুরবানীর গোশত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।[৪৩] তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে দান করবে।[৪৪] অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে সাধারণ গোশত হিসাবে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা ছওয়াবের আশায় অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে। তবে এলাকায় অভাব থাকলে তিনদিন পর সবটুকু বিতরণ করে দিবে।[৪৫]

অতএব সরকার, সংস্থা বা সামর্থ্যবানদের উচিত বন্যাদুর্গত বা দুর্ভিক্ষ এলাকায় বেশী বেশী কুরবানী বিতরণ করা। যাতে তারা কুরবানীর আনন্দে শরীক হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় ১০০ উট কুরবানী করে বিতরণ করেছিলেন।[৪৬] এছাড়া অন্য সময় তিনি ছাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করতেন।[৪৭]

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন।[৪৮] অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৪৯]

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। কেননা আল্লাহ্‌র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। এটা না করলে তিনি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' পরিত্যাগের প্রতি ধাবিত হবেন *(মির'আত ৫/৭৩)*। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, প্রকাশকাল : ১৪৪৪ হি./২০২৩ খৃ.]।

৪১. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮।
৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।
৪৩. আহমাদ হা/১৬২৫৫-৫৬; মির'আত ৫/১২১।
৪৪. মির'আত ৫/১২১; তওবা ৯/৬০।
৪৫. বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭৪; মিশকাত হা/২৬৪৪।
৪৬. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫।
৪৭. বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬; মির'আত ৫/৮২।
৪৮. মুসলিম হা/১৩১৭; বুখারী হা/১৭১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮।
৪৯. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৩৮; মির'আত হা/২৬৬২-এর আলোচনা, ৯/২৩০ পৃ.।

মানুষ কি কৃত্রিম বৃষ্টি (ক্লাউড সিডিং) ঘটাতে সক্ষম?

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

জ্ঞানের মূল উৎস হ'ল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি ঠেকানোর জন্য, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার জন্য, তাপমাত্রা কমানোর জন্য বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, সম্পদের ক্ষয় হয়, এমনকি মানুষ এবং পশু-পাখিরও মৃত্যু ঘটে। তাদের এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে জ্ঞানের সীমারেখা সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানা। কিন্তু মুসলমানদের নিকটে সেই জ্ঞানের সীমারেখা রয়েছে। তাহ'ল আল-কুরআন। অর্থাৎ আল-কুরআন যে সকল বিষয়ে মানুষের অক্ষমতা নির্ধারণ করে দিয়েছে ঐ সকল বিষয়ে মানুষ কখনোই সফল হ'তে পারবে না। একজন মুসলিম গবেষকের নিকট সহজ হ'ল সে যে বিষয়ের উপর গবেষণা করবে সে বিষয়ে আদৌ সফলতা অর্জন করা সম্ভব কি-না তা আল-কুরআন হ'তে গবেষণা করে নির্ণয় করা। তেমনই একটি বিষয় নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

পৃথিবীর একদল গবেষক দাবী করেছে, তারা চাইলেই পৃথিবীর যেকোন স্থানে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারবে। প্রশ্ন হচ্ছে- তাদের এই দাবী আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা গ্রহণযোগ্য কি-না এবং বিজ্ঞানী-গবেষকদের দ্বারা সমর্থিত কি-না? আলোচ্য নিবন্ধে কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে এর যথার্থতা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।-

মেঘ কি? আবহাওয়া বিজ্ঞানে, মেঘ হ'ল একটি বাতাস, যা দৃশ্যমান ভরের ক্ষুদ্র পানির ফোঁটা, হিমায়িত স্ফটিক, ধূলিকণা বা গ্রহের অন্যান্য কণার সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীতে বাতাসের সম্পৃক্ততার ফলে মেঘ তৈরি হয়, যখন এটি তার শিশিরাঙ্কে (এমন তাপমাত্রা যার দ্বারা একটি স্থানে উপস্থিত জলীয়বাষ্প দ্বারা স্থানটি সম্পৃক্ত হবে এবং তাপমাত্রা এর কম হ'লে জলীয়বাষ্প পানিতে রূপান্তরিত হয়) ঠাণ্ডা হয় অথবা যখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্প আসায় স্থানটি শিশিরাঙ্ক পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় পৌঁছায়।

জলীয় বাষ্প হালকা হওয়ার কারণে উপরে উঠে গিয়ে বাতাসের ধূলিকণা, বালুর কণা ইত্যাদির সহায়তায় জমাটবদ্ধ হয়ে তৈরি করে মেঘ। এভাবে মেঘের আকৃতি বড় হ'তে হ'তে যখন ভারি হয়ে যায়, তখন তা নীচে পড়ে, একেই বলা হয় বৃষ্টি।

কৃত্রিম বৃষ্টি যেভাবে ঘটানোর দাবী করা হয় :

কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আকাশের মেঘের উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটানো। একে ক্লাউড সিডিংও (Cloud Seeding) বলা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অথবা সেচের জন্য বা পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদনের জন্য পানি তৈরি করা যাবে বলে তাদের দাবী। এটি কৃষি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত রোধ করতে, ফসলের ধ্বংস রোধ করতে ব্যবহার করা হবে। কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞরা ঝড়ের আশংকাযুক্ত অঞ্চলগুলিতে ঝড় পৌঁছানোর পূর্বে মেঘ তৈরি করে ঝড়ের তীব্রতা কমাতে সক্ষম হবে। ১৯৪০-এর দশকে বেশ কিছু মার্কিন বিজ্ঞানী গবেষণা করে বৃষ্টি তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

মেঘের জলীয় বাষ্প যখন বরফের স্ফটিক বা পানির ফোঁটা তৈরি করে যা পৃথিবীতে পড়ার মতো ভারী হয় তখন বৃষ্টি হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মেঘের সাথে সিডিং এজেন্ট হিসাবে পরিচিত কিছু পদার্থ যোগ করে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ানো সম্ভব। সিডিং এজেন্ট যুক্ত করার এই পদ্ধতিটি এমন মেঘে সবচেয়ে বেশী কাজ করে যেখানে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সিডিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ মেঘের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রায় ব্যবহৃত প্রধান সিডিং এজেন্ট হ'ল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা ইউরিয়া দ্বারা গঠিত এক প্রকার তরল। এই এজেন্টের কণা তাদের চারপাশে জলীয় বাষ্প তৈরি করে। এই সিডিং এজেন্টটি বিমানের মাধ্যমে নীচে থেকে মেঘে স্প্রে করা হয়। অন্যান্য রাসায়নিকের সাথে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নিউক্লিয়াস বাড়ায় এবং মেঘের ঘনত্বও বাড়ায়। নিউক্লিয়াস হ'ল মেঘের মধ্যে থাকা পানির গুটিকা যা বৃষ্টি হিসাবে পড়া উচিত। এই ধরনের ফাংশন সহ, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কৃত্রিম বৃষ্টিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলির মধ্যে একটি।

যখন বরফের স্ফটিক তৈরি হয়, তখন তারা ছোট ছোট বরফের গুঁড়ি আকারে পৃথিবীতে পড়ে। যদি তারা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে এমন একটি এলাকার মধ্য দিয়ে যায় তবে তারা গলে যায় এবং বৃষ্টি তৈরি করে।

কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য ক্লাউড সিডিংয়ের প্রধান যৌগ হ'ল সিলভার আয়োডাইড। সিলভার আয়োডাইড মেঘকে অধঃক্ষেপ আকারে নীচে পড়ার জন্য ট্রিগার বা হুক হিসাবে কাজ করে। রাসায়নিক পদার্থটি মেঘের সাথে মিশে যায় এবং হিমায়িত মেঘকে পানি আকারে ছেড়ে দিতে সহায়তা করে। এছাড়া কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরীতে পটাশিয়াম আয়োডাইড ব্যবহৃত হয়।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাতে কার্বনডাই অক্সাইডও ব্যবহৃত হয়। কার্বনডাই অক্সাইড মেঘের ওযন কমাতে সাহায্য করবে এবং আটকে থাকা পানিকে পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসতে সাহায্য করে। কার্বনডাই অক্সাইডকে বলা হয় শুকনো বরফ যা সাধারণ বরফের মতো নয়, তাই এটি সম্পূর্ণরূপে মেঘের অতিরিক্ত ওযন হিসাবে কাজ করে এবং এতে কোনরূপ পানি থাকে না।

এই শুকনো বরফের তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। এই শুকনো বরফ যখন মেঘের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয় তখন মেঘের তাপমাত্রা কমে যায় এবং মেঘ পানিতে পরিণত হয় এবং বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি ঘটানো যায় বলে গবেষকগণ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন।

এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত :

পরিবেশবাদী লেখক আসাদ সিরাজ আবু রাজীজা বলেছেন, ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্স বলেছে যে, এখন পর্যন্ত এই প্রযুক্তি কার্যকর কি-না তা নিশ্চিত করার জন্য কোন সুনিশ্চিত তথ্য তথা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

আমেরিকান মেটিওরোলজিক্যাল সোসাইটি জানিয়েছে যে, ক্লাউড সিডিং বা রেইনমেকিংয়ের পরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দশ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব হ'তে পারে বলে ইঙ্গিত রয়েছে।

কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম কটন বলেছেন, আমরা দেখিনি- খুব বিরল ক্ষেত্র ছাড়া- ক্লাউড সিডিং এর জন্য বৃষ্টিপাত হ'তে।

কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি একটি প্রতিবেদনে বলেছে, কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি তৈরি করে খরার অবসান ঘটানো অসম্ভব এবং এটি নিশ্চিত করেছে যে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য লক্ষ্য করা মেঘের ধরনের উপর নির্ভর করে এবং অধিকাংশ ধরনের মেঘ তৈরি করা যায় না।

পরিবেশবাদী লেখক আসাদ সিরাজ আরও বলেছেন, এই প্রযুক্তির পরিবেশগত প্রভাবকে সমস্ত কোণ থেকে গবেষণা এবং বোঝা দরকার। কারণ ক্লাউড সিডিং-এ ব্যবহৃত উপাদান বিষাক্ত। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে যেমন, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা অফিস, বার্কলে, সিলভার আয়োডাইডকে একটি বিপজ্জনক রাসায়নিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে, যা জৈব পদার্থ নয়। এটি পানিতে দ্রবণীয় নয় এবং এটি মানুষ এবং মাছের জন্য বিষাক্ত। আমেরিকার এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি সিলভার আয়োডাইডকে বিপজ্জনক এবং বিষাক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মানব স্বাস্থ্যের উপর সিলভার আয়োডাইডের প্রভাব সম্পর্কে অসংখ্য চিকিৎসা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি হজম এবং শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে বা ত্বকের মাধ্যমে শোষণের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে এবং এটি হজমের বিপর্যয় বা ত্বকের বিবর্ণতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অসুস্থতার কারণ হ'তে পারে। (আরজিরিয়া, যে রোগে ত্বক নীল বা নীল-ধূসর হয়ে যায়) হালকা বিষের ক্ষেত্রে, তবে উচ্চ মাত্রায় হৃদপিণ্ডের বৃদ্ধি এবং শ্বাসযন্ত্রের চরম সমস্যা হ'তে পারে।[১]

শায়খ আব্দুল মাজীদ আল-জান্দানী বলেন যে, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের আবহাওয়াবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ জামালুদ্দীন এফেন্দী উদ্ধৃত করেছেন, যে প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে মেঘ ও বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হয় তা মানুষ কৃত্রিমভাবে পুনরুৎপাদন করতে পারে না, এমনকি তার নিয়ন্ত্রণের কোন উপায়ও নেই। কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের বিষয়টি আসলে কৃত্রিম বৃষ্টি নয়। কারণ বৃষ্টি মানুষ গবেষণাগারে তৈরি করতে পারে না; বরং এটা এমন এক ধরনের বৃষ্টি যেটা মানুষ দ্রুত পতনের চেষ্টা করে। মেঘ পেরিয়ে বৃষ্টি তৈরি করার জন্য, শুধুমাত্র কয়েকটি পরীক্ষা ছিল যা এখনও সফল প্রমাণিত হয়নি। এমনকি যদি তারা সফল হ'তেও থাকে, তবুও কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি উৎপাদন করা সম্ভব হওয়ার জন্য প্রাকৃতিক বৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় একই শর্ত প্রদান করা প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ প্রকৃতি যদি তার শর্ত পূর্ণ না করে তবে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত সম্ভব নয়।[২] ইসরাঈল পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্লাউন্ড সিডিং ঘটায় এবং ২০২১ সালে তারা এই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। কারণ এই প্রকল্পটি অকার্যকর ও ব্যয়বহুল। কুয়েত ক্লাউড সিডিং এর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সফল হ'তে পারেনি। আরব আমিরাত গবেষণা করে যাচ্ছে কিভাবে এর সাহায্যে বৃষ্টিপাত বাড়ানো যায়।

এক্ষণে আমরা দেখব আল-কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ এই ক্লাউড সিডিং সম্পর্কে কি নির্দেশনা প্রদান করে? আল-কুরআন হচ্ছে পৃথিবীর জ্ঞানের মূল উৎস এবং জ্ঞানের সীমারেখা। আল-কুরআন যে সকল বিষয়ে মানুষ সফলতা লাভ করতে অক্ষম বলে ঘোষণা করেছে ঐ সকল বিষয়ে মানুষ কখনোই সফল হ'তে পারবে না। আল্লাহ বলেন, أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ، 'তোমরা কি মেঘ থেকে ওটা বর্ষণ কর, না আমরা বর্ষণ করি?' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৬৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে খবর রাখেন' *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ 'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন? অতঃপর তাকে একত্রিত করেন। অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন। অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, ওর মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। আর তিনি আকাশের শিলা পর্বত সমূহ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তিনি যাকে চান আঘাত করেন ও যাকে চান তার থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুতের চমক যেন চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দেয়' *(নূর ২৪/৪৩)*।

---

১. *আল-ওয়াতান, সঊদী আরব, ২৮ মে ২০০৮, ৮ম বর্ষ ২৭৯৮ সংখ্যা।*

২. *শায়খ আব্দুল মাজীদ আল-জান্দানী, তাওহীদ আল-খালিক, পৃ. ২২৩।*

উপরের আয়াতগুলো হ'তে সুস্পষ্ট যে, বৃষ্টি কখন ও কোথায় হবে এটা সম্পুর্ণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। বান্দা চাইলেই যদি বৃষ্টি ঘটাতে পারে তবে এই আয়াতসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। আর আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ক্বিয়ামত পর্যন্ত মিথ্যা হবে না। এখন পর্যন্ত ক্লাউড সিডিং-এর দাবীদাররা কোনরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। আধুনিক প্রযুক্তিতে শক্তিধর ইসরাঈলও এই প্রযুক্তি হ'তে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এছাড়া ছহীহ হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ». قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ-

যায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মুমিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ্র করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হ'ল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে'।[৩]

উক্ত হাদীছ হ'তে এটা আরো সুস্পষ্ট যে, বৃষ্টি ঘটানোর একমাত্র অধিকারী হ'লেন আল্লাহ তা'আলা। আর কোন বস্তু বা ব্যক্তির পক্ষে নিজের ইচ্ছামত বৃষ্টি ঘটানো কখনোই সম্ভব নয়। আমরা মুসলমানরা বৃষ্টির জন্য ইস্তিস্ক্বার ছালাত আদায় করি। অর্থাৎ এই ছালাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টির জন্য দো'আ করি। এখন যদি মানুষের পক্ষে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি ঘটনো সম্ভব হয় তবে এই ছালাতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে কখনোই নিজের ইচ্ছেমত বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব নয়।

সউদী আরববের স্থায়ী কমিটি ফাতাওয়ায় লাজনা দায়েমার মুফতীগণ বলেছেন, 'আমরা যতদূর জানি, তথাকথিত কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের দাবী প্রমাণিত নয়। বরং বিষয়টি নিয়ে কিছু অতিরঞ্জন আছে। আলহামদুলিল্লাহ! তবে এটি দিয়ে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা উচিত নয়, কারণ আল্লাহ তাদের শিখিয়েছেন যে বৃষ্টি তার হুকুম অনুসারে ঘটে যখন বিভিন্ন কারণ একত্রিত হয় এবং মিথস্ক্রিয়া করে। তারপরে তারা এই কারণগুলি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল এবং তারা কিছু ফলাফল অর্জন করতে পারে বা নাও করতে পারে। যদি তা ঘটে, তবে তা খুব ছোট পরিসরে, বৃষ্টির মতো নয়, যা আল্লাহ তা'আলা মেঘ থেকে বর্ষণ করেন।[৪]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ১৯৪৬ সালে তথাকথিত কৃত্রিম বৃষ্টিপাত প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল। তারা যা দাবী করে তা করতে সফল হ'লে সমগ্র পৃথিবী সবুজ হয়ে যেত এবং কোন দেশে খরা হ'ত না। কিন্তু তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই পর্যায় অতিক্রম করেনি। মূলতঃ বিভিন্ন কোম্পানি তাদের ব্যবসা করার জন্য বিভিন্ন চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। একজন মুসলিমের সর্বদা আল-কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। অহী-র বিধান যেসকল বিষয়ে মানুষের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে সেসকল বিষয়ে মানুষের সক্ষমতা অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুক। আমীন!

৩. *বুখারী হা/৮৪৬।*

৪. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/২৪১।*

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা : আমাদের করণীয়

*-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রব**

একটি সমাজ ও সভ্যতার মূল্যবোধ প্রজন্মের পর প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষাব্যবস্থাই নির্ধারণ করে ভবিষ্যতে দেশে কি ধরনের নাগরিক তৈরি হবে। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য কেবল কর্মদক্ষ নাগরিক তৈরি নয়। কেননা রাষ্ট্রের কল্যাণ কেবল বস্তুগত উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা রক্ষা ও মানবিকতার বিকাশে নৈতিকতার বিষয়টিও যরূরী। কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম হ'ল একটি আয়নাস্বরূপ, যার মধ্যে সেদেশের মানুষ তাদের নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি বিনির্মাণে অত্যন্ত যরূরী। এজন্য একটি নিখুঁত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের কাজটি সে দেশের নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৯টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হ'লেও কোনটির সুপারিশকৃত শিক্ষানীতিতেই গণমানুষের কৃষ্টি-কালচার, জীবনবোধ ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটেনি। গত বছর থেকে নতুন যে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে তা নিয়ে নানা মহল থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতিকে ভিত্তি ধরে সাজানো হয়েছে এ শিক্ষাক্রম। ৯০ শতাংশের অধিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর এ দেশে যে ধরনের শিক্ষানীতি বা শিক্ষাক্রম হওয়ার কথা ছিল ব্রিটিশ ভারত থেকেই তা চরম অবহেলার শিকার। ১৯৭১ সালের পর প্রণীত বাংলাদেশের সব শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নামকাওয়াস্তে কিছু ধর্মীয় পাঠ্যবই রাখা হ'লেও অবহেলা ছিল সেখানেও। উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন কাঠামো না থাকায় দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে নৈতিকতার চরম সঙ্কট। যুগের পর যুগ পার হচ্ছে কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার কোন পরিমার্জন হচ্ছে না। বরং আধুনিকায়নের নামে মাদ্রাসা শিক্ষার মৌলিকত্ব নষ্ট করে স্কুলের সিলেবাস মাদ্রাসার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যত সময় যাচ্ছে শিক্ষিতের হার এবং মাথা পিছু আয় বাড়ছে; বাড়ছে কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা; কিন্তু এর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে যাবতীয় অনৈতিক কর্মকাণ্ডও। অথচ শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে তা নিম্নগামী হওয়ার কথা ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় সঙ্কট রয়েছে। এ সঙ্কটের স্বরূপ উদঘাটন ও তার নিরসন করা প্রয়োজন।

শিক্ষাব্যবস্থা : তত্ত্ব ও ইতিহাস

শিক্ষাব্যবস্থা বলতে শিক্ষা সংস্থানকে সুসংগঠিত করার প্যাটার্ন বোঝায়, যা সাধারণত জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত হয়। মূলতঃ জাতীয় পর্যায়ই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর শিক্ষানীতি বলতে সেসব নীতিমালার সমষ্টি বোঝায়, যার উপর ভিত্তি করে এই সংগঠনের কাজ করা যায়, যার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাসংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য হাছিল করার প্রত্যাশা করা হয়। কোন রাষ্ট্র কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি নির্ধারণ করবে তা নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের শিক্ষাসম্পর্কিত ধারণার উপর। এ ধারণাগুলোর মধ্যে আছে শিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষার উৎস, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

প্রাচীন মিসরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতায় শিক্ষা মূলতঃ ধর্মীয় যাজকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত ও জ্যামিতির মতো ব্যবহারিক বিষয়গুলো যাজকরাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দিতেন। অন্যদিকে স্থাপত্যবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ও ভাস্কর্যশিল্পের মতো পেশামূলক বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে শিক্ষা দেয়া হ'ত। শিক্ষা মূলতঃ সমাজের প্রভাবশালী পরিবারের সন্তানদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। পুনরাবৃত্তি ও মুখস্থকরণ ছিল শিক্ষার প্রাথমিক পদ্ধতি। তবে গ্রীক সভ্যতায় ছেলেরা ৭ বছর বয়সে বিদ্যালয়ে যেত যেখানে তারা পড়া, লেখা, গণিতের পাশাপাশি কাব্য ও সঙ্গীতও শিখত। মেয়েরা ঘরে পড়তে ও লিখতে শিখত। এছাড়াও মায়েদের থেকে সেলাই, রন্ধন ইত্যাদি ব্যবহারিক বিদ্যা শিখত। ছেলেদের সাত বছর বয়সেই সামরিক ব্যারাকে পাঠিয়ে দেয়া হ'ত যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর জন্য। শারীরিক কসরত ছিল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। রোমান সভ্যতায় ধনী পরিবারের সন্তানদের ঘরে শিক্ষক রেখে শিক্ষাদান করা হ'ত। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা সাত বছর বয়সে বিদ্যালয়ে যেত, যেখানে তারা প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে পড়তে, লিখতে ও সাধারণ হিসাব করতে শিখত। ছেলেরা আরো উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করত যে পর্যায়ে তাদের জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্য এবং বক্তৃতা শেখানো হ'ত। গ্রীক ও রোমান শিক্ষাব্যবস্থায় জনপরিসরে অংশগ্রহণ এবং নাগরিক দায়িত্বের ওপর জোর দেয়া হ'ত।

খ্রিষ্টীয় ইউরোপে মধ্যযুগে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ক্যাথলিক চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব প্রতিষ্ঠানে খ্রিষ্টধর্মীয় শাস্ত্র ছাড়াও ব্যাপক পরিসরে ত্রয়ী বিষয় (trivium) তথা ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা এবং ক্ষুদ্র পরিসরে চতুষ্টয়ী বিষয় (quadrivium) তথা গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীত শেখানো হ'ত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ল্যাটিন ভাষা। এনলাইটেনমেন্ট যুগের পর থেকে পাশ্চাত্যে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর খ্রিষ্টধর্মীয় প্রভাব দুর্বল হ'তে থাকে। বাইবেলের প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। ফলে খ্রিষ্টধর্মীয়ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে মূলধারা থেকে প্রতিস্থাপিত হয় সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা। সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের প্রভাবমুক্ত মানব যুক্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানভিত্তিক বলে দাবী করা হ'ত। মূলতঃ ক্যাথলিক ও প্রটেস্টট্যান্ট খ্রিষ্টানদের মধ্যে চলা রক্তক্ষয়ী ৩০ বছরব্যাপী (১৬১০-১৬৪৮) যুদ্ধের পর ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব হ্রাস পায় এবং জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে। এ সময়কালে বিশেষ

* শিক্ষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

করে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত গণশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রমিত ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক জাতির মানুষকে আত্মীকরণ (assimilation) এবং একজাতকরণ (homogenization) করে জাতিরাষ্ট্রের অনুগত সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাবিদ জন লক এবং থমাস হবস এ সময়কালেই ক্যাথলিক চার্চের প্রতি আনুগত্যের বদলে জাতিরাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন। আধুনিক স্কুলশিক্ষা মূলতঃ জাতিরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়। শিল্প বিপ্লবের সময় পাশ্চাত্যে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা : কুরআন নাযিলের মাধ্যমেই ইসলামী সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। কুরআনের প্রথম নির্দেশ ছিল পড়! কুরআনের এই নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানরা জ্ঞানভিত্তিক এক অতুলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে। ইসলামের পরিভাষায়, ইলম তথা জ্ঞান কেবল তথ্য-উপাত্তের নাম নয়, যা কেবল সমাজ ও মানুষের উপযোগিতায় ব্যবহারযোগ্য। বরং জ্ঞান হচ্ছে এমন জিনিস যা মানুষকে তার অস্তিত্বের উৎস ও উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করে এবং বাকী সৃষ্টিজগতের সাথে তাকে ঐকতানে নিয়ে আসে। ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থার মূলে রয়েছে তিনটি ধারণা : **তা'লীম** যার অর্থ হচ্ছে কোন কিছু জানানো, শেখানো এবং সে ব্যাপারে অবগত করে তোলা। **তারবিয়াহ** যার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুকে বৃদ্ধি বা বিকশিত করা এবং **তা'দীব** যার অর্থ হচ্ছে কাউকে মার্জিত ও আচারনিষ্ঠ করে তোলা। মুসলিম সভ্যতায় প্রথমে মসজিদ এবং এরপর মাদ্রাসার মাধ্যমে গণপরিসরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম শাসনাধীন স্পেনের কর্ডোভায় ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরী ছিল। ১৪শ' এবং ১৫শ' শতাব্দীর মুসলিম শাসনাধীন দিল্লিতে প্রায় এক হাযারের মতো মাদ্রাসা ছিল এবং সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য শিক্ষা উন্মুক্ত ছিল। ১৮শ' শতাব্দীতে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা কায়রোতে শিক্ষার উচ্চ হার দেখে অবাক হয়ে যায়। আলজেরিয়া দখলকারী ফ্রেঞ্চ ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ফ্রেঞ্চ গবেষকগণ লক্ষ্য করেন যে, ফ্রেঞ্চ দখলদারিত্বের শুরুর দিকে আলজেরিয়ায় শিক্ষার হার ফ্রান্সের শিক্ষার হারের চেয়েও বেশী। সে সময় মাদ্রাসাগুলোতে দুই ধরনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হ'ত। (১) উলূমুল মাকূল (মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান) এবং উলূমুল মানকূল (ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত জ্ঞান)। উলূমুল মাকূল-এর উদাহরণ ছিল গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি। আর উলূমুল মানকূল-এর উদাহরণ হচ্ছে উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এই বিভাজন ধর্মীয় সেক্যুলারভিত্তিক বিভাজন ছিল না।

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতি :

পশ্চিমা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নিজেকে নিরপেক্ষ ও সার্বজনীন দাবী করলেও তা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ যেমন দৃষ্টবাদ (positivism), খণ্ডবাদ (reductionism), আপেক্ষিকতাবাদ (relativism) কিংবা ঐতিহাসিকতাবাদ (historicism)-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। মূলতঃ জ্ঞানমাত্রই কোন না কোন বিশ্বদর্শনের আলোকেই বিশ্লেষণ করতে হয়। মূলতঃ জ্ঞানের সাথে আল্লাহ ও অহি-র সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে একে প্রকৃতিবাদের উপর স্থাপন করার ফলে পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়ে পড়েছে খণ্ডবাদী (reductionist), যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'ল ইন্দ্রীয়বোধ্যতা (perceptibility), পরিমাপযোগ্যতা (quantifiability) ও বস্তুগতকে (materialism)-কে অতিন্দ্রীয়তা (imperceptibility), গুণ (quality) ও অপরিমাপযোগ্যতার (immeasurability) ওপর ব্যাপকভাবে প্রাধান্য দেয়া।

প্রচলিত পশ্চিমা ধাঁচের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় দিক হ'ল সামাজিক প্রকোষ্ঠকরণ (social compartmentalization) তৈরি করা। দার্শনিক এলাসডেয়ার ম্যাকইন্টায়ারের ভাষায়, সামাজিক প্রকোষ্ঠকরণ হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র স্ব স্ব যুক্তিসিদ্ধতা, নিয়ম ও বিহিত ভূমিকা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়ে পড়া। তাই একজন মানুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র যৌক্তিক ও নৈতিক নমুনার মধ্যে কাজ করে। এর ফলে একক মানবিক সত্তা হিসাবে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার ভাবনা ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয়, তার মধ্যে তৈরি হয় মানসিক টানাপোড়েন ও অস্থিরতা।

ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিমা মানুষের মধ্যে নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে অন্য সেক্যুলার দর্শনের উপর। হাল-যামানার এই সেক্যুলার দর্শন হচ্ছে লিবারেলিজম বা উদারতাবাদ। লিবারেলিজমের প্রধান দিক হচ্ছে সামষ্টিকতার উপর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদকে প্রাধান্য দেয়া। লিবারেল নৈতিকতার মূলে রয়েছে Harm principle বা 'ক্ষতির নীতি' যা এর প্রবক্তা লিবারেলিজমের অন্যতম প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন : 'the only purpose for which power can rightfully be exercised over any member of a civilised community against his will is to prevent harm to others.' অর্থাৎ কোন সভ্য সমাজের একজন সদস্যের উপর (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতাকে কেবল তখনই ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যখন তা দ্বারা তাকে সমাজের অন্য সদস্যকে ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা না থাকার ফলে মানুষ পরিবার ও সমাজের বাঁধন থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নিচ্ছে। ফলে বাড়ছে আত্মকেন্দ্রিকতা। এই আত্মকেন্দ্রিকতার পরিপূরক হিসাবে দেখা দিচ্ছে ভোগবাদিতা। মূলতঃ এ দু'টো পরস্পরের পরিপূরক। ধর্মীয় বাধা দূর হয়ে যাওয়ার কারণে যৌনতার উপর বিধি-নিষেধও উঠে যাচ্ছে। এর ফলে বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে যৌন বিশৃঙ্খলা। বিয়ে বহির্ভূত অবাধ যৌন সম্পর্ককে

এখন পাশ্চাত্যে খুবই স্বাভাবিক হিসাবে দেখা হয়। ফলে বিয়ের কাঠামোর বাইরে জন্ম নিচ্ছে বহু শিশু, যারা পিতার সাহচর্য ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে এসব শিশু বড় হয় ড্রাগ এডিকশন ও রাহাজানির মতো অপরাধ ও আইনবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ছে।

দীর্ঘসময় এই সেক্যুলার পশ্চিমা শক্তি নিজেদের জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মাতাল হয়ে পরিবেশকে স্রেফ নিজেদের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। অন্য ধর্মকেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাদী সভ্যতাগুলোতে বিশেষ করে ইব্রাহীমীয় ধর্মগুলোতে (ইহুদীবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম) প্রকৃতিকে কেবল ব্যবহারযোগ্য জিনিস নয় বরং আল্লাহ্র নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তাই প্রকৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ছিল সব ঐতিহ্যবাদী সভ্যতার নৈতিকতার একটি বড় অংশ। কিন্তু সেক্যুলার পশ্চিমা বিশ্ব প্রকৃতিকে কেবল নিজেদের প্রয়োজন মাফিক ছাঁচ ও ব্যবহারযোগ্য ভেবেছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে পশ্চিমাদের অসীম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা। এর ফলে দেখা দিয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতার (global warming) মতো ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়।

পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের উপনিবেশগুলোতে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে ক্ষতি হয় আরো গভীরে। মূলতঃ ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার কেরানী তৈরির জন্য এবং পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করাই ছিল এই পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশগুলো ছেড়ে যাওয়ার সময় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত এই অভিজাত শ্রেণীর কাছেই ক্ষমতা অর্পণ করে যায়। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠী মোটা দাগে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রচলিত প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও অভিজাত সাংস্কৃতিক কাঠামোই বজায় রাখে, যা মূলতঃ নিও-কলোনিয়ালিজম নামে একটি নতুন ফেনোমেনোনের জন্ম দেয়।

ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত :

বাংলাদেশে ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন শুরু হয় কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে, পরবর্তীতে কবির চৌধুরী শিক্ষা কমিশন ধর্মহীনতা ও ইসলামবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে সেক্যুলার শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াস অব্যাহত আছে। বর্তমান সরকার প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বাদ দিয়ে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীন শিক্ষা মানুষকে ধীরে ধীরে নৈতিকতা বিবর্জিত অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়।

জীবনপদ্ধতি ও দর্শনবর্জিত শিক্ষা : বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মূল ধারা আল্লাহ বিমুখ ও ঈমান, আক্বীদা বিবর্জিত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন ও দর্শন লাভ করার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ অহী ও নবুঅতের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে হেদায়াত ও জীবন-যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষাব্যবস্থা সে সম্পর্কে শুধু নীরবই নয়, বরং বিরূপ। এভাবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ও দর্শনবিমুখ একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে সরকার ও ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো।

প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা : ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হ'ল মানুষের মাঝে এক আল্লাহ্র আনুগত্য করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালে মুক্তিলাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহপ্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে নিজেদের পেশ করার যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা এবং মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভাবধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জনের শিক্ষা লাভ করে না এবং শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে না।

নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত জাতি তৈরি : একটি জাতি যখন নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত হবে তখন সেই জাতি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে। ইসলামবিরোধী ও সেক্যুলার গোষ্ঠী এটাই চায়। সেজন্য তারা এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে যা বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে ফেলেছে। এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।

ঈমানী দর্শন ও সৃষ্টিকর্তা-বিমুখ জাতি তৈরি : ঈমানী দর্শনে উজ্জীবিত আদর্শবাদী প্রজন্ম ও জাতি ইসলাম বিদ্বেষী সেক্যুলারদের জন্য ভীতির কারণ। তাই আল্লাহ, আল্লাহ্র একত্ববাদ, রিসালাত, হেদায়াত, পরকাল, আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমানী দর্শনের ধারণা বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে জাতির ঘাড়ে। এ শিক্ষাব্যবস্থা পরকালবিমুখ দুনিয়াপূজারী মানুষ তৈরি করে। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ-অকল্যাণ, জীবনের আসল ব্যর্থতা ও সার্থকতা জানানোর ব্যবস্থা এখানে নেই।

মানসিক দাস ও সেবক তৈরি : এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের মানসিক দাস আর অনুগত সেবক তৈরি করার জন্য। এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে স্বাধীন দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবার আশা করা যায় না। নিজ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগী শিক্ষিত মানুষ এখান থেকে বের হওয়ার আশা করা যায় না।

নামে মাত্র ধর্মীয় শিক্ষা : শিক্ষাব্যবস্থার সেক্যুলার ভাবধারার সাথে নামে মাত্র ধর্ম শিক্ষা রাখা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকে নীচের শ্রেণীগুলোতে অনেকটা পরগাছার মতো রাখা হয়েছে। ছাত্রদের অন্য সব জ্ঞান বিজ্ঞান এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, যার ফলে গোটা বিশ্বজগৎ আল্লাহ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে এবং সফলভাবে পরিচালিত বলে তারা অনুভব করে। আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুভব করে না। ছাত্রদের গোটা চিন্তাধারাই এ দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে

তোলা হয়। অতঃপর ধর্ম ক্লাসে শিক্ষক আল্লাহ, রাসূল, কিতাব ও পরকাল আছে বলে শিক্ষা দেন। এভাবেই প্রবল আল্লাহবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে তার উপর আল্লাহমুখী হালকা ধারণা পেশ করে ছাত্রদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়া হয়।

উপরের শ্রেণীগুলোতে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা হয়। ইসলামের ইতিহাস নামে এমন ইতিহাস ছাত্রদের পড়ানো হয়, যাতে ইসলামকে বিকৃত এবং ইসলামের ইতিহাসকে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে অনেকেই পুরোপুরি ইসলামবিদ্বেষী হয়ে বের হয়।

ভুলে ভরা নিম্নমানের পাঠ্যবই :

প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তকের ভুল, চুরি, গুগল ট্রান্সলেটরের ব্যবহার হামেশাই চোখে পড়ার পরও তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলে। এসব মানহীন পাঠ্যপুস্তক তৈরির উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে একটি মেরুদণ্ডহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়া, যারা অন্যায় ও যুলুম দেখে মুখ গুঁজে থাকবে। নতুন কারিকুলামে সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের একটি অধ্যায় নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনা-সমালোচনা চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এর পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন অনেকে। বিষয়টি নতুন করে সামনে এসেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক একটি অনুষ্ঠানে এ নিয়ে বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলার পর। ঐ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে, এটি কেবল মানুষের লিঙ্গ বিচিত্রতা বোঝাতে যুক্ত করা হয়েছে। যাতে করে ছেলেমেয়েরা বিষয়গুলো বুঝে তাদের সহপাঠীর প্রতি সহনশীল হ'তে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছে, যেকোন কিছু পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করার আগে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে আমলে নিয়ে সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। তা না হ'লে এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে শরীফার গল্পের উপস্থাপনা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন।

মানুষ জন্মগতভাবে যে লিঙ্গ নিয়ে জন্মায় সেই লৈঙ্গিক পরিচয়ে যখন শনাক্ত হয় তখন তাকে সিস-জেন্ডার বলে। অন্যদিকে, একজন ব্যক্তি যে লিঙ্গ নিয়ে জন্মায় পরবর্তীতে যদি তার বিপরীত লৈঙ্গিক পরিচয়ে শনাক্ত হয় তবে তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে। এক্ষেত্রে নারী থেকে কেউ পুরুষে রূপান্তরিত হ'লে তাকে ট্রান্সম্যান আবার পুরুষ থেকে কেউ নারীতে রূপান্তরিত হ'লে তাকে ট্রান্সউইম্যান বলা হয়। এই জেন্ডার ট্রান্সফরমেশনের বিষয়টি প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম দু'ভাবেই হ'তে পারে। 'শরীফার গল্প'তে শরীফা জন্মগতভাবে পুরুষ হ'লেও সে নিজেকে নারী বলে দাবী করে। অন্যদিকে শরীফার পরিচিত ব্যক্তি শারীরিক দিক দিয়ে নারী হ'লেও মানসিকভাবে নিজেকে পুরুষ বলে দাবী করে। যা সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিবোধের বিরোধী।

এনজিওর স্বার্থান্বেষী কার্যক্রমের প্রভাব :

শুরু থেকেই বাংলাদেশে এলজিবিটিকিউ আন্দোলন আমদানী করা হয়েছিল বিদেশী এনজিও, বিশেষ করে পশ্চিমা শক্তিগুলোর মদদে। সাথে ছিল ভারতীয় কানেকশন। বাংলাদেশী বিভিন্ন এনজিও ও সমকামী গ্রুপ (ব্র্যাক, বন্ধু, বয়েজ অফ বাংলাদেশ) ফান্ডিং পায় ইউএসএইড, ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (যুক্তরাষ্ট্রের এই এনজিওটি জাতিসঙ্ঘের পপুলেশন ফান্ড (UNFPA) এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে কাজ করে দীর্ঘদিন ধরে, এ প্রতিষ্ঠানের গভীর সম্পর্ক আছে অ্যামেরিকার রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাথে), নেদারল্যান্ডসের দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ বা ব্রিটেনের Department of International Development (DFID) থেকে। সমকামিতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনতা নিয়ে (তাদের ভাষায় যৌন বৈচিত্র্য নিয়ে) সমাজে আলাপ তোলার জন্য ২০০৭ থেকে ব্র্যাক বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে শুরু করে। বিষয়টাকে তারা উপস্থাপন করে মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে। সমকামিতার সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বলা হয় যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (Sexual and Reproductive Health & Rights - SRHR) নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা।

২০০৭ সালের কনফারেন্সের আলোচনার নির্যাস বুকলেট আকারে ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় সারা বাংলাদেশের ১৫০ জন স্টেকহোল্ডারের কাছে। যৌন অধিকার নিয়ে কোন ধরনের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনার জন্য ২০০৮ সালে অ্যাকাডেমিক, এলজিবিটি সমর্থক এবং বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং করে ব্র্যাকের গবেষকরা। এরই ধারাবাহিকতায় এলজিবিটি ইস্যু নিয়ে আরো গোছানো এবং সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য ২০০৮ সালে ব্র্যাকের জেইমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল আলাদা একটি সেন্টার বা কেন্দ্র তৈরি করে, যার নাম Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights. এই কেন্দ্র তৈরির ফান্ডিং আসে জাতিসঙ্ঘের একটি সংস্থার কাছ থেকে।

ব্র্যাকের কার্যক্রম এবং নেটওয়ার্কিংয়ের প্রভাব ছড়িয়ে যেতে থাকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে। ২০০৭-এর কনফারেন্স এবং ২০০৯-এর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ঢাকার বাইরের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকামিতা ও অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারের অধিকার নিয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স বা মডিউল চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন তারা। আগ্রহ দেখান নিজ নিজ অঞ্চলে যৌন বিকৃতির অধিকার নিয়ে আলাদা কনফারেন্স আয়োজনেরও। অ্যাকাডেমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ঢাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর কিছু শিক্ষার্থী এলজিবিটি সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে পড়ে। ব্র্যাকের উদ্যোগ বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত

করে। এর আগে সমকামী তথা এলজিবিটি আন্দোলনের কার্যক্রম চলছিল এইডস প্রতিরোধ আর সচেতনতা সংক্রান্ত কার্যক্রমের আড়ালে। কাজ হচ্ছিল যৌন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যানারে। ব্র্যাক এসে কাজ শুরু করে মানবাধিকারের কাঠামোকে সামনে রেখে। সরাসরি সমকামী শব্দটা ব্যবহার না করে যোর দেয় যৌন অধিকার, যৌন বৈচিত্র্য, যৌন শিক্ষা' এবং জেণ্ডার আইডেন্টিটির মতো পরিভাষার উপর। যদিও ঘুরেফিরে এই সব বুলির পেছনে মূল বক্তব্য এক যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ ও বৈধতা। ব্র্যাকের কর্মপদ্ধতি এলজিবিটি এজেণ্ডা প্রতিষ্ঠা নিয়ে জনপরিসরে আলাপ তোলার কাজটা এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর।

এক্ষেত্রে ঢাল হিসাবে কাজ করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও হিসাবে ব্র্যাকের পরিচয় ও প্রভাব। পাশাপাশি পুরো ব্যাপারটাকে মুনশিয়ানার সাথে দেখানো হয়েছে নিরীহ গবেষণা হিসাবে। সমকামিতার বৈধতা চাই বলা হ'লে যেভাবে বাধা তৈরি হ'ত গবেষণার ক্ষেত্রে তা হয়নি, বরং এভাবে তুলে ধরার ফলে অনেকের কাছে বিষয়টা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এই অবদানের স্বীকৃতিও পায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৩ সালে বিলিয়নেয়ার জর্জ সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন এক বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করে। এই তহবিলের জন্য পৃথিবীর ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মনোনীত করা হয় যার মধ্যে একটি ছিল ব্র্যাক। এরপর থেকে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হয়েছে।

আমাদের করণীয় :

স্বল্প মেয়াদে করণীয় : শিক্ষাব্যবস্থায় যেন ধর্ম, নৈতিকতাকে গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ইসলাম বিরোধী মতাদর্শ অন্তর্ভুক্ত করতে না পারে সেজন্য সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

জনসচেতনতা তৈরি : সর্বস্তরের জনসাধারণ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতা বিরোধী সেক্যুলার মতাদর্শের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

লেখালেখি : ট্রান্সজেন্ডারসহ সকল ইসলাম বিরোধী এজেন্ডার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

মধ্য-মেয়াদে করণীয় : ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতাকে ভিত্তি করে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

রাজনৈতিক/সরকারি পরিকল্পনা : রাজনৈতিক দল এবং সরকারী উদ্যোগে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তাচেতনা, মূল্যবোধ ও আদর্শকে সমুন্নত রেখে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে পরিকল্পনা নিতে হবে।

দীর্ঘ-মেয়াদে করণীয় : জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশজ শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন: জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে দেশের জনসাধারণের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও আদর্শকে ভিত্তি করে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়াও প্রাইভেট প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের মাধ্যমে Grass Root এ নতুন প্রজন্মের মধ্যে দ্বীনি, নৈতিক ও দেশপ্রেম-মানবতাধর্মী চিন্তা-চেতনা সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা চালানো। বাড়িঘর, মসজিদ-ধর্মালয় ও পরিবারে নৈতিক শিক্ষার দৃঢ় বুনিয়াদি শিক্ষা চালু করতে হবে। এর সাথে মক্তব ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন করা। Youtube Channel, Television, Facebook সহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নৈতিক, ধর্মীয় ও দেশপ্রেমভিত্তিক আদর্শ শিক্ষা প্রচার করা।

জাতীয় ও যেলাভিত্তিক ব্যাপক শিক্ষা প্রচারের জন্য ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যভিত্তিক অলিম্পিয়াড আয়োজন করা। টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তকে আদর্শভিত্তিক দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা সম্বলিত শিক্ষা চালু করা। পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় সেসবকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সাথে মানবরচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

আমাদের শাখাসমূহ

১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, مَنْ بَخِلَ بِالْعِلْمِ ابْتُلِيَ بِثَلَاثٍ: إِمَّا بِمَوْتٍ فَيَذْهَبُ عِلْمُهُ، أَوْ بِالنِّسْيَانِ، أَوْ يُبْتَلَى بِالسُّلْطَانِ، 'যে ব্যক্তি জ্ঞান বিতরণে কৃপণতা করে, সে তিনভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় : ১. তার মৃত্যুতে তার ইলম বিলীন হয়ে যায়, ২. সে ঐ ইলম ভুলে যায় অথবা ৩. রাজা-বাদশাহদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়'।[১]

২. ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, أفضلُ الأعمال خشية الله فِي السر والعلانية، وخشية الله فِي السر إنما تصدر عَن قوة إيمان ومجاهدةٍ للنفس والهوى، فإن الهوى يدعو فِي الخلوة إلى المعاصي، 'সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আমল হ'ল প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। মূলতঃ ঈমানী শক্তি এবং প্রবৃত্তি ও নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের শক্তিমত্তা থেকে গোপনে আল্লাহকে ভয় করার অনুভূতি জাগ্রত হয়। কেননা নির্জনতায় কুপ্রবৃত্তি সর্বদা পাপের দিকে আহ্বান জানায়'।[২]

৩. শায়খ বিন বায (রহঃ)-এর এগারো বছরের শাগরেদ শায়খ খালেদ রাশেদ বলেন, إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار؛ بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى، 'তুমি যদি তোমার ঈমানের ব্যপ্তি জানতে চাও, তবে নির্জনতায় নিজের নফসকে পর্যবেক্ষণ কর। কেননা (রাতের) দুই রাক'আত ছালাত এবং দিনের ছিয়ামের মাধ্যমে ঈমান প্রকাশ পায় না; বরং ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বীয় নফস ও কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করার মাধ্যমে'।[৩]

৪. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, مَا كَسَرَ اللهُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا لِيَجْبُرَهُ، وَلَا مَنَعَهُ إِلَّا لِيُعْطِيَهُ، وَلَا ابْتَلَاهُ إِلَّا لِيُعَافِيَهُ، وَلَا أَمَاتَهُ إِلَّا لِيُحْيِيَهُ، وَلَا نَغَّصَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا إِلَّا لِيُرَغِّبَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا ابْتَلَاهُ بِجَفَاءِ النَّاسِ إِلَّا لِيَرُدَّهُ إِلَيْهِ- 'আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে সাহায্য করার জন্যই মূলতঃ তাকে বিপদে ফেলেন। তাকে বিশেষ কিছু দান করার জন্যই সাধারণ কিছু দেওয়া থেকে বিরত রাখেন। সুস্থতা দানের জন্য তাকে (শারীরিক রোগ-ব্যাধি দিয়ে) পরীক্ষা করে থাকেন। পরকালে নতুন জীবন দান করার জন্য পার্থিব মৃত্যু দান করেন। তাকে আখেরাতের প্রতি আগ্রহী করার জন্য দুনিয়াকে তার জন্য কঠিন করে দেন। নিজের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষের দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেন'।[৪]

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, التقوى ثلاث مراتب: إحداها: حميةُ القلبِ والجوارح عن الآثام والمحرَّماتِ. الثانية: حميتُها عن المكروهات. الثالثة: الحميةُ عن الفُضول وما لا يعني. فالأولى تُعطي العبدَ حياتَه، والثانيةُ تفيدُهُ صحَّتَه وقوَّتَهُ، والثالثةُ تُكسِبُهُ سرورَه وفرحهُ وبهجَتَهُ، 'তাক্বওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর: অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপাচার ও হারাম বিষয় সমূহ থেকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় স্তর: অপসন্দনীয় বিষয় সমূহ থেকে অন্তরকে রক্ষা করা। তৃতীয় স্তর: অনর্থক কাজ সমূহ থেকে বেঁচে থাকা। প্রথম স্তর বান্দাকে নবজীবন দান করে, দ্বিতীয় স্তর তার সুস্থতা ও শক্তিমত্তার জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে আর তৃতীয় স্তর তাকে আনন্দ, প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা দান করে'।[৫]

৬. আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, فرحم الله عبدا اغتنم أيام القوة والشباب، وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طَيِّ الكتاب، 'আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি রহম করুন, যে যৌবন ও তারুণ্যের সময়গুলোকে (আল্লাহ্র আনুগত্যে) কাজে লাগিয়েছে এবং তার আমলনামার খাতা গুটিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তওবা করে আল্লাহমুখী হয়েছে'।[৬]

৭. প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, كفى بالمرء نصرة من الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله، 'কেউ যদি তার শত্রুকে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করতে দেখে, তবে আল্লাহ্র সাহায্য হিসাবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট'।[৭]

৯. ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, أَشَدُّكُم جَزَعاً عَلَى الْمُصِيْبَةِ، أَشَدُّكُم حُبًّا لِلدُّنْيَا، 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিপদাপদে অধিক ভেঙ্গে পড়ে, মনে করবে দুনিয়ার প্রতি তার আসক্তি সবচেয়ে বেশী'।[৮]

১০. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, وَآخِ الْإِخْوَانَ عَلَى قَدْرِ تَقْوَاهُمْ، وَلَا تَجْعَلْ لِسَانَكَ بُذْلَةً لِمَنْ لَا يَرَى فِيهِ، وَلَا تَغْبِطِ الْحَيَّ إِلَّا بِمَا تَغْبِطُ الْمَيِّتَ، 'মুসলিম ভাইদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখ তাদের তাক্বওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী। তবে যার মধ্যে তাক্বওয়া দেখা যায় না তার জন্য তোমার জিহ্বাকে নোংরা করো না। জীবিতদের প্রতি হিংসা করো না; যেমনভাবে তুমি মৃতদের প্রতি হিংসা করো না'।[৯]

** এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. ইসমাঈল ইস্পাহানী, সিয়ারুস সালাফ আছ-ছালিহীন ৩/১০২১।

২. ইবনু রজব হাম্বলী, ফাৎহুল বারী ৬/৫০।

৩. দুরূসুশ শায়েখ খালেদ রাশেদ, ক্যাসেট ১৬/২০।

৪. ইবনুল মাওছিলী, মুখতাছার আছ-ছাওয়া'ইকুল মুরসালাহ, পৃ. ৩০৬।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/৪৫।

৬. আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, আল-ফাওয়াকিহুশ শাহিইয়াহ, পৃ. ২১৮।

৭. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/১১৮।

৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৫৫৪।

৯. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/২১২।

প্রাথমিক শিক্ষায় আক্বীদার পাঠ

*-সারোয়ার মিছবাহ**

ভূমিকা :

মুর্খতার দাবানলে ঝলসে যাওয়া এক সমাজে আমরা বসবাস করছি। জাতীয় পরিচয়পত্রে মুসলিম হ'লেও ঈমান ও আমলের পরিচয়ে ভীষণ জরাজীর্ণ অবস্থা আমাদের। অন্তরে নেই আল্লাহ্‌র পরিচয়, বিশ্বাস নেই পরকালের প্রতি, আস্থা নেই তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি। আমরা সারা জীবন রিযিকের পেছনে দৌড়ে গেলাম, আর এমন এক প্রজন্ম রেখে গেলাম যারা ভাতের জন্য যুদ্ধ করতেই দুনিয়ায় এসেছে। রিযিক নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি না নিজে জানলাম, না পরবর্তী প্রজন্মকে জানাতে পারলাম।

ইবাদত ভেবে সারা জীবন মাজারে সিজদাহ করে গেলাম, রেখে গেলাম মাজারপূজারী এক প্রজন্মকে। যারা আমার মৃত্যুর পরে আমার নামে মাজারে শিরনি দেবে। নিজেও শিরক-বিদ'আত চিনলাম না, পরবর্তী প্রজন্মকেও চিনাতে পারলাম না। আফসোস! ইবাদত ঠিকই করে গেলাম। তবে তাওহীদের সাথে শিরক মিশিয়ে ফেললাম। আর সুন্নাহকে গুলিয়ে দিলাম বিদ'আতের সাথে। নতুন বাড়ি বানিয়ে, নতুন দোকান খুলে বরকতের আশায় হুজুর ডেকে মিলাদ করালাম। রাসূল (ছাঃ) আসবেন বলে একটি সুন্দর মযবুত চেয়ার খালি রেখে ঠাই দাঁড়িয়ে থাকলাম। চেয়ারও শূন্য থাকল, আর এদিকে শূন্য আমলনামা শূন্যই থেকে গেল। আমলনামার শূন্যতা তো চোখে দেখতে পেলাম না, আর চেয়ারের শূন্যতা চোখে দেখেও দেখলাম না। হতভাগ্য আর কাকে বলে! পায়ে কুড়াল মেরে কতটুকু কাটলে সেটাকে নির্বুদ্ধিতা বলে!

এই ফিৎনাময় সমাজে ছেলে-মেয়েকে কুরআন-হাদীছের শিক্ষায় শিক্ষিত করার বাসনা নিয়ে ভর্তি করলাম মাদরাসায়। মাদরাসায় পড়ে এসে ছেলে-মেয়েরাই আমাকে শিখাল, কবরে নাকি গাউছুল আযম পীরবাবা সাহায্য করবে! তারা মাদরাসায় শিখে আসল, অমুক পীর, তমুক বাবা ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে! আমি তো মুর্খ মানুষ, কুরআন হাদীছ বুঝি না। ছেলে-মেয়েরা বোঝে। তারা যা বলে তাই আমল করি। আমি তাদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছি। আজ তারাই আমার আক্বীদা হরণ করছে! চোখ থেকে যখন কালো পর্দা সরে গেল তখন বুঝলাম, আমার ছেলে-মেয়েরা মাদরাসায় শুধু ফতোয়াবাজিই শিখেছে। মাসআলা নিয়ে ঝগড়া করা শিখেছে। ঈমান ও আক্বীদা সম্পর্কে তাদের সঠিক কোন ধারণাই তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর কুরআন হাদীছ পড়েও যদি তাওহীদ না শেখে, তাওয়াক্কুল না শেখে, তাক্বদীরের প্রতি আস্থা তৈরি না হয়, কবর-হাশর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না হয় তবে তারা এতদিন কুরআন হাদীছ পড়ে শিখলটা কী!

প্রাথমিক শিক্ষায় আক্বীদা সংযোজনের প্রয়োজন :

ভূমিকার এই বুকফাটা চিৎকার এক অশিক্ষিত বাবার। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে না পারার কষ্ট যে বাবাকে কুরে কুরে খায়। তিনি নিজের আফসোসের জায়গা থেকে ছেলে-মেয়েকে মাদরাসায় ভর্তি করেন। কিন্তু সেখানে তার ছেলে-মেয়ে সঠিক ইসলামী আক্বীদা শিখতে পারে না। এটা যে কতটা আফসোসের, কতটা হতাশার তা সবাই বুঝবে না। ছাগল তো গাছ খাবেই। ছাগলের ধর্মই হ'ল গাছ খাওয়া। তবে যত্নের গাছটি ছাগল দ্বারা ভক্ষিত হওয়া আর বেড়া দ্বারা ভক্ষিত হওয়ার মাঝে আছে অনেক তফাৎ।

এই দুর্ঘটনার কারণ বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার আক্বীদা বিবর্জিত সিলেবাস। এই সমস্যা এখন প্রায় সকল শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান। আক্বীদার কোন বই নেই, আক্বীদা বিষয়ক কোন আলোচনা নেই, এই বিষয়ে কোন প্রতিযোগিতা নেই, ছাত্রদের মাঝে আক্বীদা সম্পর্কে জানার কোন আগ্রহ নেই। একধাপ এগিয়ে বললে, শিক্ষকদের মাঝেও এটি চরম অবহেলিত একটি বিষয়। তারা আক্বীদার আলোচনা এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যান, যেন এটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বিষয়!

দেখুন! একজন শিশুর মন নির্মল, কোমল, সাদা ক্যানভাসের মত। সেখানে যে ছবি এঁকে দেয়া হয় সে ছবি সারাজীবন তার মানসপটে ঝকঝকে প্রভাত ঊষার মত কীরণ ছড়ায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মনের ক্যানভাসে ধুলা-ময়লা জমতে থাকে। একসময় সেই ক্যানভাস আর ব্যবহারযোগ্য থাকে না। সুতরাং যদি কারো মনে বিশুদ্ধ আক্বীদার বীজ বপন করতে হয় তবে তা শিশুকালেই করতে হবে।

আরেকটি কারণ হল, অনেক অভিভাবক চান, তার শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় ইসলাম শিক্ষা করুক। মাধ্যমিকে সে স্কুলে লেখাপড়া করবে। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। তারাও সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য মাদরাসায় ভর্তি করেন। কিন্তু আমরা মাদরাসায় তাদের মনে ইসলামী আক্বীদার বীজ বপন করে দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হই। ফলে তারা অদূর ভবিষ্যতে সেক্যুলার পরিবেশে গিয়ে সহজেই ঈমানহারা হয়। আজ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় আক্বীদার পাঠ যদি পাকাপোক্ত হ'ত, শিক্ষকগণ যদি বিশুদ্ধ আক্বীদা শিখানোর প্রতি যত্নবান হ'তেন, তবে হয়ত আমাদের মাদরাসা পড়ুয়া নাস্তিক দেখতে হ'ত না।

প্রাথমিক শিক্ষায় আক্বীদা কিভাবে ঢোকানো সম্ভব :

প্রসঙ্গ যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা; সুতরাং ছোট বাচ্চাদের জন্য আক্বীদার সহজবোধ্য কোন বই থাকা যরূরী। তবে যেভাবেই হোক, আক্বীদার পাঠ খুব মযবুতভাবে হ'তে হবে। সেটা হ'তে পারে গল্পাকারে। হাদীছে অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা শেখানো হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উটের পিঠে আনাস (রাঃ)-এর রাসূল (ছাঃ)-এর পেছনে বসে কথোপকথনের হাদীছের কথা বলা যায়। আরো অনেক হাদীছই রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করে গল্পের ছলে বাচ্চাদেরকে আক্বীদা শিখানো যায়।

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

আক্বীদা শিক্ষা হ'তে পারে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমেও। যেমন পশ্চিমা পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ম্যাডাম ছোট বাচ্চাদের চকলেটের লোভ দেখিয়ে বলে, চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্র কাছে চকলেট চাও! ছোট বাচ্চা কিছু না বুঝে চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্র কাছে চকলেট চায়। কিছুই পায় না। তারপর আবার ম্যাম বলে, এবার চোখ বন্ধ কর ম্যামের কাছে চকলেট চাও! এবার যখন সে চোখ বন্ধ করে ম্যামের কাছে চায় তখন ম্যাম তার হাতে চকলেট রেখে বলে, এরপর থেকে কার কাছে চকলেট চাইবে? বাচ্চাটি বলে, ম্যামের কাছে! ম্যাম বলে, আল্লাহ চকলেট দেয়? সে বলে, না। ম্যাম দেয়। *না'ঊযুবিল্লাহ।*

দেখুন! এই ছেলেটিকে বস্তুবাদী বানাতে কোন পাঠ্য বইয়ের দরকার হ'ল না। সুতরাং যারা শুধু সিলেবাসে নেই বলে বাচ্চাদেরকে আক্বীদা শেখান না তারা যথেষ্ট গাফিলতির মাঝে আছেন। খৃষ্টান মিশনের স্কুলগুলোর নিম্নপদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যতটুকু সচেতন আমাদের মাদরাসাগুলোর শিক্ষা সচিবগণও হয়তো ততটুকু সচেতন না। দেখুন! শুধুমাত্র সংসার চালানোর জন্য আমরা মাদরাসায় আসি না। আমরা ইলমে ওহীর খিদমাত করতে মাদরাসায় আসি। এটা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের মাথায় অনেক বড় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পর্কে হাশরের ময়দানে আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে।

আক্বীদার শিক্ষা হ'তে পারে পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমেও। তবে সেটা অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে বাচ্চাদের জন্যই লেখা হ'তে হবে। তাদের জন্য আক্বীদার বিষয়টি যেন কঠিন হয়ে না যায়। তারা যেন খুব সহজে আক্বীদার পাঠ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষণে আল্লাহর অশেষ রহমতে এই শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ আক্বীদা সমৃদ্ধ পাঠ্যবই প্রকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' চায় এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও আমল শিখবে। যার মাধ্যমে প্রশস্ত হবে জান্নাতের পথ। গড়ে উঠবে সোনালী যুগের তাওহীদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। আমরা এই বোর্ডের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন!

শেষকথা : আজ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা মানুষের অভাব নেই। আমাদের দেশে যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য ব্যয় করে তাদের নামগুলো আপনি কখনো খেয়াল করেছেন? কত সুন্দর সুন্দর ইসলামী নাম! এদের সকলের জন্ম মুসলমানের ঘরে। তারপরও আজ এরা নাস্তিক। এরা আমাদের ভাই, আমাদের প্রতিবেশী। এদের পথভ্রষ্ট হওয়ায় যদি আমাদের অন্তরে ব্যাথা অনুভূত না হয় তবে কীভাবে আমরা নবীর ওয়ারিছ! উম্মাহ্র জন্য আমাদের সহানুভূতির জায়গাটা কোথায়! আজ আমাদের আলেমগণ গোড়ার সমস্যা দূর না করে অনলাইনে এদের সাথে বিতর্কে বসছেন। তাদেরকে গালাগালি করছেন। আর আমরাও তাদেরকে গালি দেয়া ছওয়াব মনে করছি!

প্রিয় পাঠক! আজ আমার প্রতিবেশীর ঘর থেকে নাস্তিক তৈরি হয়েছে, কাল হয়ত আমার ঘর থেকেই নাস্তিক তৈরি হবে। এই মহামারী থেকে বাঁচার উপায় কী! তাদের সাথে বিতর্ক করা? তাদেরকে গালাগালি করা? নাকি নাস্তিক তৈরির পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া? যদি আমরা নাস্তিক তৈরি বন্ধ করতে চাই তবে আমাদেরকে আজ থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার চর্চা এমনভাবে প্লাবিত করতে হবে, যেন নাস্তিক্যবাদ খড়কুটোর টুকরার মত ভেসে যায়। আর এই প্লাবনের সূচনা হবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই। এই লালিত স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে সমাজে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। একজন বাচ্চা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বানানে পড়বে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।...

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	নীলফামারী অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার আল-আমীন ফার্মেসী শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদ, খামার রোড, মুসলিম পাড়া, আলমনগর, রংপুর ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

অন্তর এক অবাক পাত্র

*-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম**

গল্পটি একজন বাদশাহ ও ফকীরের। বাদশাহ প্রতিদিন প্রত্যুষে তার প্রাসাদের বাইরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতেন। একদা প্রভাতে হাঁটার সময় এক অসহায় ভিক্ষুককে দেখে তার মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল। তিনি ভিক্ষুকের নিকটে গিয়ে বললেন, আমি এদেশের বাদশাহ। তুমি যা ইচ্ছা আমার কাছে চাইতে পার। ভিক্ষুক বলল, আমার চাহিদা আপনি কখনোই পূরণ করতে পারবেন না।

ভিক্ষুকের কথায় বাদশাহ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমি অবশ্যই তোমার চাহিদা পূরণ করব। তুমি তোমার চাহিদা পেশ কর। ভিক্ষুক শান্তস্বরে বলল, মহান বাদশাহ! আপনি আমাকে চাইতে বাধ্য করবেন না। কারণ আপনি কখনোই আমার চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না।

বাদশাহ ছিলেন খুব যেদী। তিনি বললেন, তুমি চাও। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর বাদশাহ। আমি তোমার সকল চাহিদা পূরণ করতে প্রস্তুত আছি। তোমার পক্ষে এমন কিছু চাওয়া সম্ভব নয়, যা আমি দিতে পারব না। বাধ্য হয়ে ভিক্ষুক বলল, আপনি খুবই যেদী ও অহংকারী। অতঃপর সে তার ভিক্ষার থলে উঠিয়ে বলল, আপনি কি এটা কোন সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করে দিতে পারবেন? বাদশাহ মুচকি হেসে বললেন, অবশ্যই পারব। অতঃপর তিনি তাঁর কোষাগারের একজন কর্মচারীকে ডেকে বললেন, তার থলেটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পূর্ণ করে দাও।

বাদশাহর আদেশ পেয়ে কর্মচারী কোষাগারের দিকে রওনা হ'ল এবং কিছুক্ষণ পর এক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে আসল। বাদশাহর আদেশে কর্মচারী ভিক্ষুকের থলেতে স্বর্ণমুদ্রা ভরতে শুরু করল। কিন্তু দেখা গেল, থলেতে কোন স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার সাথে সাথে তা হারিয়ে যায়। সব স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার পরও দেখা গেল থলেতে কিছুই নেই। কর্মচারী ফিরে গিয়ে আরো কয়েক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসল। কিন্তু প্রতিবারই যখন থলেতে মুদ্রা দেওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ মুদ্রা হারিয়ে যায় এবং থলে সব সময় খালিই পড়ে থাকে।

বাদশাহর সকল কর্মচারী তখন কোষাগার থেকে ঘটনাস্থল পর্যন্ত মুদ্রা আনয়নের কাজে নিয়োজিত। বাদশাহ ও ভিক্ষুককে ঘিরে জনগণের ভিড় জমে গেছে। একসময় কোষাগারের সকল সম্পদ শেষ হয়ে গেল। বাদশাহর যেদ তখন লজ্জায় পর্যবসিত হ'ল। কিন্তু তিনি একজন ভিক্ষুকের কাছে মাথানত করতে নারায। ফলে নিজের সম্মান রক্ষার্থে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সম্পদ আনার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আমার পুরো সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গেলেও আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। তবু আমি ভিক্ষুকের কাছে পরাজয় বরণ করব না।

সারাদিন অসংখ্য স্বর্ণ-কংকন, মণি-মুক্তা থলেতে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সকল মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে যেতে থাকল। আর থলে প্রতিবারই শূন্য পড়ে রইল। এভাবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বাদশাহ নতি স্বীকার করে বললেন, তুমি বিজয়ী হয়েছ। কিন্তু চলে যাওয়ার পূর্বে আমাকে একটা কথা বল, এই থলের রহস্য কি? কি এমন আছে যে কারণে একে পূর্ণ করা যায় না? এটা কি জাদুর থলে? ভিক্ষুক বলল, এটা কোন জাদুর থলে নয়। এখানে কোন গোপন রহস্যও নেই। বরং এটা মানুষের আকাঙ্ক্ষার বাস্তব চিত্র। যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

গল্পটির প্রকৃত অর্থ যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তাহ'লে আমরা একটি মহান শিক্ষা লাভ করব। যা আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে। আমরা যখন কোন কিছু অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করি, তখন আমাদের মধ্যে প্রচুর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। যখন এটি অর্জনের সম্ভাবনা তৈরী হয়, তখন মনের মধ্যে একটি হৃদয়গ্রাহী অনুভূতি কাজ করে। মনে হ'তে থাকে, আমি দুর্লভ কিছু অর্জন করতে যাচ্ছি। শীঘ্রই নতুন কিছু ঘটতে চলেছে এবং আমি এটি ঘটার দ্বারপ্রান্তে রয়েছি। এরপর একদিন সেটি অর্জিত হয়। কিন্তু আমরা তৃপ্তি লাভ করতে পারি না। বরং তখন আমরা নতুন কিছুর জন্য লালায়িত হই।

সহজভাবে বললে, আপনি সবকিছু চান। আপনি একটি গাড়ি চান, আপনি একটি বাড়ি চান, আপনি সুন্দরী স্ত্রী চান, সম্মানজনক অবস্থান চান, আপনি সব চান। আপনি যখন এই সবকিছু অর্জন করেন, তখন সেগুলোর প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তখন আপনি আরেকটি নতুন গাড়ি প্রত্যাশা করেন। আরো অত্যাধুনিক বাড়ির স্বপ্ন দেখেন। আপনার স্ত্রীর চেয়ে সুন্দরী স্ত্রী কামনা করেন। প্রতিদিন নতুন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আপনাকে ব্যাকুল করে তোলে। এমনকি তখন আপনি হালাল-হারামের সীমারেখা ভুলে যান।

প্রয়োজনের তুলনায় সবকিছু অতিরিক্ত থাকার পরও মানুষ চায়। এমন মানুষও আছে, যে একটি রুমাল কিনতে হাযার টাকা খরচ করে। অথচ বিশ টাকার রুমালে প্রয়োজন মিটে যায়। ভিক্ষুকের থলের মত মানুষের অন্তর এক অবাক পাত্র, যার আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের যদি দু'টি মাঠ ভর্তি সম্পদ থাকে তাহ'লে সে তৃতীয় মাঠ ভর্তি সম্পদ প্রত্যাশা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া কোন কিছুই ভরাতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' *(মুসলিম হা/২৩০৫)*।

অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। সে এমন অনেক কিছুই অর্জনের চেষ্টা করে, যেটাতে আদৌ তার কোন প্রয়োজন নেই। ফলে দিনে দিনে তার অন্তর অতৃপ্ত হয়ে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসেও সে চায়। কিন্তু তখন সে জানে না, সে কি চায়! সে তখন জীবনের হারিয়ে ফেলা সময়গুলো ফিরে পেতে চায়। অর্জনের চেষ্টায় বিভোর আত্মা উপভোগের সময় চায়। আত্মার প্রকৃত তৃপ্তির সন্ধান চায়। সে একটি হৃদয় শীতলকারী অনুভূতি চায়। সে চিৎকার করে বলতে চায়,

প্রতিটি অর্জন ও ভোগ ক্ষণস্থায়ী
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই কেবল চিরস্থায়ী।

প্রিয় পাঠক! আপনার জীবনসূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বেই সচেতন হোন। মনে রাখবেন, আল্লাহ্র বিধান পালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়।

* *শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

কবিতা

আল্লাহ্কে স্মরণ করি

-আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, রাজশাহী।

কার ইশারায় চলছে এই মাটির দেহখানা?
সেই কথাটি ভাবতে গেলে হয় যে জীবন ফানা।
সৃষ্টির সেরা মানব জাতি রহমত আল্লাহ্র
স্বীকার করেন তারাই শুধু, যারা ঈমানদার।
আল্লাহ্র সৃষ্টি দেহখানা নেই যে শক্তি তার
চলতে পারে শুধু সে যে নে'মত আল্লাহ্র।
ভুলে থাকে আল্লাহকে যারা শক্তির বড়াই করে
পাবে না যে রেহাই তারা শাস্তি হবে পরপারে।
দু'দিনের এই খেলা ঘর থাকবে না তো কিছু
স্বপ্নের মত ভেঙ্গে যাবে সবই হবে মিছু।
নবী-রাসূল উপদেশ দেন চলতে সঠিক পথে
অবহেলা করছে সবাই চলছে বিপথে।
স্মরণ করি আল্লাহ্র বাণী নাজাতের আশায়
দু'হাত তুলে ক্ষমা চাইবো কেঁদে বুক ভাসাই।

আয়াতুল কুরসী

-আব্দুল মালেক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, যিনি সর্বশক্তিমান
চিরঞ্জীব যিনি, নিত্য বিরাজমান।
তন্দ্রা ও নিদ্রা যায় না তাহার কাছে
মালিক তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে।
সেই মহিয়ানের পূর্বানুমতি বিনে
সুফারিশ করে তাঁর কাছে, কে আছে দোজাহানে?
সামনে আর পিছনে যা আছে সব যে তাহার জানা
তাঁর ইলমেই ঢেকে আছে বিশ্বের সব কোণা।
যাহা চান তাহাই করেন রুখবে কেবা তায়?
অসীম তার জ্ঞান গরিমা বুঝা ভারি দায়।
আরশ তাহার আকাশ-পাতাল ব্যাপ্ত হয়ে রয়,
এতদুভয়ের হেফাযতে হন না ক্লান্তিময়।
তিনি সুউচ্চ তিনি মহামহীয়ান
(তিনিই মোদের মহান স্রষ্টা রহীম-রহমান)।

মা হাজেরার স্মরণে

-আব্দুল খালেক খান
খান হোমিও হল, তালা, সাতক্ষীরা।

তারকা সম উদিলে গগনে মুদিলে নয়ন বারি
নিশির আধার ঘুচালে ওগো ভুবন শীর্ষ নারী।
রবের হুকুম পালন তরে আরয করোনি পেশ
আরাধনা তিনি কবুল করে আজো রেখেছেন বেশ।
যাহার স্মরণে স্বামী ছাড়িলে তিনি স্মরেণ তোমারে
স্মরণকালের সেরা শহর গড়ে দিলেন নিজ করে।
তৃষ্ণার তরে ছাফা-মারওয়া ছুটেছিলে সাতবার
আবে জমজম সেরা কূপ করে দিলেন মহান রব।
বালু পাথরে চৌদিক মোড়া নেই স্বামী নেই ঘর
সঙ্গীহীনের মনের ব্যথা তিনি ছাড়া বোঝা ভার।
ব্যথিত হৃদে গোপনে কাঁদে মনে মনে ডাকে তাঁর
তাহার ইরাদা পুরাতে তিনি গড়ে দিলেন কা'বা ঘর।
নির্বাসিত ছিলেন তিনি মরু মাঝে, মরু নয় তার মন
মরুর মাঠ করে দিলেন রব মানবের পদচারণ।
একাধিক নয় একটি পুত্র, তাঁহাকে পাওয়ার তরে
হৃষ্ট চিত্তে দিতে কুরবানী তুলে দিলেন স্বামী করে।
স্বামী-সন্তান, সংসার, সমাজ নয় তো বড় মহান রবকে ছাড়া
ত্যাগের মহিমায় মোহিত হ'লেন নাম তার হাজেরা।
হাজেরা নামের হাযারও মাতা আছে গো ভুবন পর
তার মত ত্যাগী আছে কি কেহ? দো'আ করি তার তর।

আজব কৃতি

-আব্দুল কাদের আকন্দ
শান্তিনগর, মহলদারপাড়া
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

হে স্রষ্টা! তোমার আজব কৃতি অদ্ভুত কারিগরি,
চর্মচোখে যা দেখা যায় না, দেখি অণুবিক্ষণ ধরি।
শত শত প্রাণী বিন্দুতে নড়ে তা সৃজিলে কেমনে?
পাকস্থলি শিরা-উপশিরা নাসিকা-কর্ণও রয়েছে সেখানে।
রয়েছে আরও কলিজা মগজ হৃদপিণ্ড তার,
চলতে দিয়েছ হস্ত-পদ আর যা কিছু দরকার।
তাহার দেহের যন্ত্রগুলি আবার না জানি কতটুকু,
চলাফেরায় দেখা যায় সেও কত পটু!
ঐ যে দেখি পাখির ডিম বুকের নীচেতে তার,
খোলস ফাটার আগে প্রাণ কেমনে দিলে তার?
চিউঁ চিউঁ করছে ছানা ভিতরে থাকিয়া,
হে স্রষ্টা! তোমার আজব কৃতি না পারি উঠিতে বুঝিয়া।
চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্ররাজি করেছ বিশাল হ'তে আরও বিশাল,
ছাই মাটি হ'তে কত রং দেখাও গাছে গাছে হলুদ লাল।
প্রজাপতির ডানায় আঁকো হরেক রকম সাজ,
তোমার দয়াতেই অগণিত সৃষ্টি বিশ্বে করছে বিরাজ।
মানবের জ্ঞানের বাইরে তাহা বুঝিতে এ সবই,
দাসত্ব স্বীকার করে এজন্য সকলে তোমারই।
বৃক্ষ হইতে যখন পত্র ঝরিয়া পড়ে,
ক্ষমতা নেই মানুষের তা লাগাইয়া দিতে পারে।
তোমার সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া নির্বাক বনিয়া যাই,
দাসত্ব স্বীকার করিয়া শেষে তোমার কাছে মাথা নোয়াই।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

স্বদেশ

আইন দেখিয়ে বিবাহে বাধা : আত্মহত্যা করল ষোড়শী কনে

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপযেলার ডুগডুগী গ্রামে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে ১৬ বছরের তরুণী সুইটি। গত ২রা মে তার বিবাহে বাধ সাধে আইন। বিবাহের দিন ভ্রাম্যমান আদালত কনের পিতাকে জরিমানা করেন ৮ হাযার টাকা। বিয়ে বাড়ির বর যাত্রীর খাবার ইয়াতীমখানায় বিতরণ করা হয়। পরে ৪ঠা মে শনিবার দুপুরে মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ সম্পর্ক থাকায় একপর্যায়ে উভয় পরিবারের অভিভাবক মিলে বিবাহের প্রস্তুতি নিলে প্রশাসনের বাধায় তা ভেঙ্গে যায়। দামুড়হুদা উপযেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিবাহ বন্ধ করেন এবং মেয়ের বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ দেওয়া যাবে না এ মর্মে মেয়ের পিতার নিকট থেকে মুচলেকা নেন। পরে শনিবারে পুনরায় বিবাহের আয়োজন করা হ'লে ছেলেপক্ষ বিবাহ করবে না বলে জানালে মেয়েটি বিষপানে আত্মহত্যা করে।

[মেয়েটির আত্মহত্যার দায় অবশ্যই সরকারকে নিতে হবে। কেননা ইসলামী আইনে বর ও কনের বিবাহের জন্য বয়স কোন বাধা নয়। সরকারকে অবশ্যই এ আইন বাতিল করতে হবে। নইলে ক্বিয়ামতের দিন ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচতে পারবেন না (স.স.)]

হজ্জ ব্যবস্থাপনা দল : সরকারী খরচে সঊদী আরব যেতে তদবির কর্মকর্তাদের

সরকারী হজ্জ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হিসাবে সরকারী খরচে সঊদী আরবে যেতে রীতিমত তদবির শুরু করেছেন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কেউ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সুফারিশের চিঠি নিয়ে আসছেন, কেউ কেউ ফোন করাচ্ছেন, কেউ কেউ নিজেরাই ধর্ম মন্ত্রণালয়ে গিয়ে 'তদবির' করছেন। এই তদবিরে বিরক্ত ধর্ম মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, হজ্জ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হয়ে সঊদী আরবে যেতে আবেদন করেছেন চার হাযারের অধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। এর মধ্যে রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তা, প্রশাসন ও পুলিশের কর্মকর্তা, গোয়েন্দা কর্মকর্তা যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত কর্মচারী ও সচিবদের গানম্যানও।

আবেদনকারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের কোন সম্পর্ক নেই। তবু তাঁরা সরকারী খরচে হজ্জে যেতে চেষ্টা করছেন।

ধর্ম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হজ্জ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের পিছনে সরকারের গড়ে ৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়। তাঁদের কাজ হ'ল হজ্জযাত্রীদের সেবা দেওয়া। তবে অভিযোগ আছে, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাদের অনেকে সরকারী খরচে সঊদী আরবে গিয়ে ঘুরে বেড়ান ও কেনাকাটা করেন। কর্মচারীদের কাউকে কাউকে হজ্জযাত্রীদের বদলে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সেবা দিতে ব্যস্ত থাকতে হয়।

এ ব্যাপারে ধর্মসচিব বলেন, সরকারী হজ্জ ব্যবস্থাপনা দলে লোকের সংখ্যা গতবারের তুলনায় এবার অর্ধেকে নেমে আসবে। যে কাজের জন্য তাঁরা যাবেন, সে কাজই তাঁদের করতে হবে।

[১২ই মে 'প্রথম আলো' পত্রিকার রিপোর্ট মতে এ বছর সরকারী খরচে হজ্জে যাচ্ছেন ৭১ জন। আগামী ৬ই জুন তারা সঊদী আরব যাবে এবং ১০ই জুলাই ফিরবেন। গত বছর গিয়েছিলেন ২৩ জন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]

বিদেশ

জন্মহার কমে যাওয়ার পরিণতি : জাপানে খালি পড়ে আছে ৯০ লাখ বাড়ি

জাপানে খালি বাড়ির সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা কমতে থাকায় দেশটিতে এখন খালি বাড়ির সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৯০ লাখে দাঁড়িয়েছে। মূলত গ্রামের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো জাপানে 'আকিয়া' নামে পরিচিত। কিন্তু এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রাম অঞ্চল ছাড়াও টোকিও এবং কিয়োটোর মতো বড় শহরগুলোতেও আকিয়া বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে যা সরকারের জন্য একটি সমস্যা। দেশটিতে বয়স্ক জনসংখ্যা অধিক সে তুলনায় জন্মহার কম। তাই জনসংখ্যা বাড়ছে না দেশটিতে, বরং কমছে।

চিবাতে কান্দা ইউনিভার্সিটি অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের লেকচারার জেফরি হল বলেন, 'এটি (আকিয়ার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া) জাপানের জনসংখ্যা হ্রাসের একটি উপসর্গ। এটি আসলেই খুব বেশি বাড়ি তৈরির সমস্যা নয়। বরং পর্যাপ্ত জনসংখ্যা না থাকার সমস্যা'। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাপানে জন্ম হার কমে যাওয়ায় অনেক পরিবারে উত্তরাধিকারী নেই বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তরুণ প্রজন্ম যারা শহরে চলে গেছে এবং গ্রামীণ এলাকায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে কোন আগ্রহ নেই।

[যৌবনে বিবাহে দেরী করা এবং অধিক সন্তান না নেওয়ার মন্দ পরিণতি ভোগ করছে এখন জাপানসহ কথিত উন্নত বিশ্ব। অতএব বাংলাদেশী দম্পতিরা সাবধান হও' (স.স.)]

সবচেয়ে উষ্ণ এপ্রিল দেখল বিশ্ব : এবার অতিবৃষ্টি ও বন্যার আশঙ্কা

বিশ্বের তাপমাত্রা রেকর্ডের ইতিহাসে এবার সবচেয়ে উষ্ণতম এপ্রিল দেখল বিশ্ব। একই সঙ্গে তাপমাত্রা রেকর্ড তালিকায় ২০২৪ সালের প্রতিটি মাস আগের বছরগুলোর একই মাসের তুলনায় গ্রহের সবচেয়ে উষ্ণতম হিসাবে রেকর্ড গড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস তাদের এক নতুন প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

আবহাওয়ার বিশেষ অবস্থা এল নিনো দুর্বল হয়ে পড়ার পরও এপ্রিলে এমন অস্বাভাবিক গরম অনুভব করেছেন বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ। সংস্থাটি জানিয়েছে, মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বিশ্বের আবহাওয়া এতটা উষ্ণ হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, চলতি বছর আসন্ন বর্ষা মৌসুমে দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ জায়গায় অতিবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ ভয়ংকর গরমের পর মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিতেও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে চলেছে এ অঞ্চলের মানুষ। সম্প্রতি সাউথ এশিয়ান ক্লাইমেট আউটলুক ফোরাম (এসএসিওএফ) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৪ সালের দক্ষিণপশ্চিম বর্ষা মৌসুমে (জুন-সেপ্টেম্বর) দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ অংশে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। তবে উত্তর, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হ'তে পারে।

মার্কিন মুল্লুকের তরুণেরা কেন এত আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন!

বেন সালাসের বয়স ২১ বছর। মার্কিন এই তরুণ স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেয় গত এপ্রিলে। পিতা-মাতার বুক খালি করে চলে যায় পরাপারে। নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অপরাধবিদ্যার ছাত্র ও

অলিম্পিকের ক্রীড়াবিদ ছিলেন বেন। গত বছর বেনের আত্মহত্যাসহ যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত আত্মহত্যার সংখ্যা ৫০ হাযার, যা এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা বৃহত্তম সংখ্যা। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে ২০২২ সাল, এ বছর দেশটিতে নিবন্ধিত আত্মহত্যার সংখ্যা ৪৯ হাযার ৪৪৯। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে ৩৫ বছরের কম বয়সী আমেরিকানদের মধ্যে মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হ'ল আত্মহত্যা।

বেন পিতা-মাতার মা-বাবার নেওটা ছিলেন। প্রায় সময় তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ত। কিন্তু এত অল্প বয়সে বেন কেন আত্মহত্যা করল? এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই তার পরিবারের।

নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটির সহকারী ভাইস চ্যান্সেলর জাস্টিন হলিংসহেড বলেছেন, আত্মহত্যা যুক্তরাষ্ট্রে এখন 'জাতীয় মহামারী' আকারে দেখা দিয়েছে, যা শুধু কলেজ ক্যাম্পাসে আর সীমাবদ্ধ নেই। লরেলাই নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমি মনে করি, আমাদের বয়সী অনেকেই পৃথিবী নিয়ে উদ্বিগ্ন। জীবন অনেক ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অন মেন্টাল ইলনেসের সহযোগী মেডিকেল ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ক্রফোর্ড বলেন, কোভিড মহামারি তরুণদের আত্মহত্যার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হ'তে পারে। অন্যদিকে দিন দিন তরুণদের মধ্যে গ্যাজেট নিয়ে সময় কাটানোর সংখ্যা বিপুলসংখ্যক বেড়ে যাচ্ছে। এতে তাঁরা একা হয়ে পড়ছেন, যা একসময় তাঁদের উদ্বেগ ও হতাশার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আত্মহত্যা হেল্পলাইন-এর দুই শতাধিক কেন্দ্র আছে। শুধু গত বছরেই প্রতি মাসে এই নম্বরে কল করার সংখ্যা এক লাখ করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

[তাক্বদীরে বিশ্বাস ও পরকালে জান্নাত লাভের আকাংখাই কেবল মানুষকে হতাশা থেকে বাঁচাতে পারে (স.স.)]

জাতিসংঘের সনদ ছিড়ে ফেললেন ইস্রাঈলী রাষ্ট্রদূত

ফিলিস্তীনের পূর্ণ সদস্য পদের সমর্থনে গত ১০ই মে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাস করার ঠিক আগে জাতিসংঘের সনদ ছিড়ে ফেলেছেন ইস্রাঈলী রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান। সাধারণ সভায় ভোটাভুটিতে ফিলিস্তীনের পক্ষে ভোট দেয় ১৪৩টি দেশ। বিপক্ষে ভোট দেয় আমেরিকা ও ইস্রাঈলসহ ৯টি দেশ। পক্ষে ভোট দেয় ইস্রাঈলের মিত্র ভারতও। ভোটদান থেকে বিরত থাকে ২৫টি দেশ। অধিকাংশ ভোট নিয়ে প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায়।

মুসলিম জাহান

বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর টার্মিনাল তৈরী হচ্ছে দুবাইয়ে

বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর টার্মিনালের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দুবাইয়ের আল-মাকতূম ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে এ টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমান দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু নির্মিতব্য এই টার্মিনালটি দুবাই বিমানবন্দরের আকারের চেয়ে পাঁচ গুণ বড় হবে। টার্মিনালটির নির্মাণ শেষে অপারেশন শুরু হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে প্রতি বছর ১৫ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দিতে পারবে আল-মাকতূম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। পরবর্তী ১০ বছরে এই সক্ষমতা ২৬ কোটিতে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পুরোদমে চালু হ'লে আল-মাকতূম বিমানবন্দরে একই সময়ে ৪০০ উড়োজাহায অনায়াসে উড্ডয়ন-অবতরণ করতে পারবে। ফ্লাইট পরিচালনা নির্বিঘ্ন রাখতে আল-মাকতূম বিমানবন্দরে থাকবে পাঁচটি রানওয়ে। এটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লাখ ২৮ হাযার কোটি দিরহাম বা ৩৮ লাখ ২৯ হাযার কোটি টাকা।

গাছ জড়িয়ে ধরে বিশ্ব রেকর্ড

গাছ ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে আফ্রিকার দেশ ঘানার যুবক আবুবকর তাহিরু ১ ঘণ্টায় ১ হাযার ১২৩টি গাছ জড়িয়ে ধরে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। এমন কীর্তিতে তাঁর নাম উঠেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পাতায়। যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যে ফরেস্ট্রিতে পড়াশোনা করেন আবুবকর। আলাবামার টাস্কেগি জাতীয় বনাঞ্চলে এ রেকর্ড গড়েন তিনি।

ঘানার টেপা এলাকায় আবুবকরের বাড়ি। তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রধানত কৃষিজীবী। তাই প্রকৃতি, গাছও বনের সঙ্গে আবুবকরের ঘনিষ্ঠতা শৈশব থেকেই। আবুবকর ফরেস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। একপর্যায়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার ঝোঁক চাপে তার। বেছে নেন গাছ জড়িয়ে ধরার মতো অপ্রচলিত একটি বিষয়।

ইচ্ছা অনুযায়ী আলাবামার জাতীয় বনাঞ্চলে ছুটে যান আবুবকর। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন বড় বড় সব গাছ। একে একে জড়িয়ে ধরেন ১ হাযার ১২৩টি গাছ। এতে সময় নেন মাত্র এক ঘণ্টা। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ বলেছে, নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়তে আবুবকরকে ১ ঘণ্টায় ন্যূনতম ৭০০ গাছ জড়িয়ে ধরতে হ'ত। কিন্তু তিনি সহজেই সে লক্ষ্য ছাড়িয়ে যান। প্রতি মিনিটে ১৯টি গাছ জড়িয়ে ধরেছেন আবুবকর।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এক দশকের মধ্যে স্মার্টফোন বিলুপ্ত হবে, দাবী গবেষকদের

বর্তমানে স্মার্টফোন মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল যুগে স্মার্টফোন পৃথিবীকে একেবারে মানুষের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। বিশ্বে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭০০ কোটিরও অধিক। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় একানব্বই শতাংশ মানুষের হাতে মোবাইল রয়েছে। কিন্তু আর এক থেকে দেড় দশকের মধ্যেই নাকি অবলুপ্ত হয়ে যাবে স্মার্টফোন! তখন এটি আর মানুষের হাতে হাতে দেখা যাবে না। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও সম্প্রতি এমনটাই দাবী করেছেন মেটার শীর্ষ এআই বিজ্ঞানী ইয়ান লেকুন।

বিজ্ঞানী ইয়ান লেকুন বলেন, শেষপর্যন্ত আমরা যেটা চাই, সেটা হ'ল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট। যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাহায্য করবে। আর সেই কারণেই আমাদের পকেটে থাকে স্মার্টফোন। কিন্তু আগামী ১০ বা ১৫ বছরের মধ্যেই আমাদের আর স্মার্টফোনের প্রয়োজন পড়বে না। তখন এসে যাবে অগমেন্টেড রিয়েলিটি গ্লাসেস। ঐ বিশেষ ধরনের চশমা আর ব্রেসলেটই সব কাজ করে দেবে। কল্পবাস্তবের জগতে চলাফেরা করতে কোন সমস্যাই হবে না। ফলে স্মার্টফোনের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। এর আগে ২০২২ সালে নোকিয়ার সিইও পেক্কা লান্ডমার্কও বলেছিলেন, ২০৩০ সালের মধ্যেই স্মার্টফোন আর প্রাসঙ্গিক থাকবে না। বরং শরীরেই বসানো থাকবে নানা যন্ত্র!

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত সংখ্যায় উক্ত সফর সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছে। বাকি অংশ নিম্নরূপ ।-

১০ই রামাযান ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার কালদিয়া, বাগেরহাট : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন ৬২নং আড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার আরামনগর, জয়পুরহাট : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুহিবুল হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক তারিক আহমাদ।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার মুন্সিপাড়া, নীলফামারী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার পটুয়াখালী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের আস-সুন্নাহ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স মসজিদে পটুয়াখালী যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার পাবনা : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন ব্রজনাথপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ জাহিদ।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার সোহাগদল, পিরোজপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শাহ আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

১১ই রামাযান ২২শে মার্চ শুক্রবার উযীরপুর, বরিশাল-পশ্চিম : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার কুমিল্লা : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন আলেখারচর হাসান জামে মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার গোপালগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন চিতশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার চোরকোল, ঝিনাইদহ : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন চোরকোল দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর (গড়ের পাড়) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান ও আবু তাহের মেছবাহ প্রমুখ।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার নওগাঁ : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের আনন্দনগর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী সংলগ্ন মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাজারস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি এম. এ কেরামত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার ছোট বেলাইল, বগুড়া : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলা শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার ত্রিশাল, ময়মনসিংহ : অদ্য বাদ যোহর যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরী ফরাযীবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল কাদির।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার মাগুরা : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন ঘোড়ানাচ মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠান শেষে যেলা আল-'আওনে'র আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিং-এ ৭ জনকে সদস্য করা হয় ও ৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয়।

১২ই রামাযান ২৩শে মার্চ শনিবার রাজবাড়ী : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের লক্ষ্মীকোলস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি গাযী মুখতারের বাসভবনে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

১৩ই রামাযান ২৪শে মার্চ রবিবার পাঁচদোনা, নরসিংদী : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

১৩ই রামাযান ২৪শে মার্চ রবিবার শেরপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন চকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান।

১৪ই রামাযান ২৫শে মার্চ সোমবার মেলান্দহ, জামালপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলার মেলান্দহ থানাধীন চারাইলদার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

১৫ই রামাযান ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার খুলনা : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের নবীনগর (গোবরচাকা) মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর

সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন।

১৫ই রামাযান ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার চাঁদপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ফায়ছাল শপিং কমপ্লেক্সে চাঁদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

১৫ই রামাযান ২৬শে মার্চ মঙ্গলবার ফেনী : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের এস. এস. কে রোডস্থ ডা. মুহাম্মাদ মুর্তাযার বাসভবনে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান গাযীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান।

আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম

৪ঠা মে শনিবার সাতক্ষীরা : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম' সাতক্ষীরা যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি ডা. আবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মাহিবুল হোসাইন, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জারী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মনোয়ার হোসাইন, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. হাসানুয্যামান, সদর উপযেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মুফীযুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশ শেষে ডা. নাজমুছ ছাকিবকে সভাপতি ও অধ্যাপক তাওহীদুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম' সাতক্ষীরা যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
গাযার নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য ত্রাণ প্রেরণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে গত ৩০শে এপ্রিল'২৪ মঙ্গলবার বিধ্বস্ত জনপদ ফিলিস্তীনের গাযার নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় 'বায়তুয যাকাত'-এর মাধ্যমে ২০ টন ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শুকনা খাবার, বিশুদ্ধ পানি, শিশু খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি। উক্ত ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সাবেক ছাত্র ও বর্তমানে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুমিনুল ইসলাম প্রমুখ। যারা ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণের জন্য আর্থিকসহ সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আন্তরিকভাবে দো'আ করেছেন। সেই সাথে তিনি ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণে সহযোগিতার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২রা মার্চ শনিবার সিও বাজার, রংপুর : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা শহরের সিও বাজারস্থ উত্তর বানিয়াপাড়া দারুস সুন্নাহ বালিকা মাদ্রাসায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে বোর্ড অধিভুক্ত রংপুর জোনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে আয়োজিত ২ দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'শিক্ষা বোর্ডে'র রংপুর জোনের কো-অর্ডিনেটর মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব জুনায়েদ মুনীর, 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সহকারী পরিদর্শক আব্দুন নূর, ঢাকা জোনের আঞ্চলিক পরিদর্শক ফেরদাউস মোল্লা, দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা পার্বতীপুর, দিনাজপুরের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, রংপুর জোনের আঞ্চলিক পরিদর্শক রায়হানুল ইসলাম প্রমুখ।

৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার বোরহানুদ্দীন, ভোলা : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বোরহানুদ্দীন থানাধীন আযহারুল উলূম ইসলামী একাডেমীতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে বোর্ড অধিভুক্ত বরিশাল জোনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমন্বয়ে আয়োজিত দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব জনাব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বরিশাল জোনের কো-অর্ডিনেটর মুহাম্মাদ রাব্বীবুল ইসলাম, দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, লালমোহন, ভোলার প্রধান শিক্ষক হাফেয অযিউল্লাহ, আযহারুল উলূম ইসলামী একাডেমীর প্রধান শিক্ষক হাফেয আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন বরিশাল জোনের আঞ্চলিক পরিদর্শক কায়েদ মাহমূদ ইমরান।

২৭শে মার্চ বুধবার বৃ-কুষ্টিয়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার শাহজাহানপুর উপযেলাধীন বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানার হলরুমে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে বোর্ড অধিভুক্ত বগুড়া জোনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে ২ দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

সুধী সমাবেশ

৮ই মার্চ শুক্রবার মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মঠবাড়িয়া থানাধীন মারকাযুস সুন্নাস আস-সালাফীতে এক অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শহীদুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড.

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব জনাব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বরিশাল জোনের কো-অর্ডিনেটর মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম ও ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী হাসান।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান। অতঃপর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম ও বগুড়া জোনের কো-অর্ডিনেটর মাওলানা আব্দুল করীম। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব জনাব শামসুল আলম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আল-মারকাযুল ইসলামী, নশিপুর, বগুড়ার সহকারী শিক্ষক হোসাইন আল-মাহমূদ, ধুনট জি.এম.সি কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ তোফায়যল হোসাইন, সমাজসেবা কর্মকর্তা আতাউর রহমান, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক মিনহাজুল ইসলাম, শাহজাহানপুর উপযেলার একাডেমিক সুপারভাইজার আমীরুল ইসলাম, বগুড়া তালপুকুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক রেযাউল হক, শেরপুর হেরিটেজ আইডিয়াল একাডেমীর শিক্ষক আবু সাঈদ বিন আফযাল প্রমুখ।

সোনামণি সংবাদ

যেলা কমিটি গঠন

১৯শে মার্চ মঙ্গলবার আন্ধারীঝাড়, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম : অদ্য দুপুর ২-টায় যেলার ভুরুঙ্গামারী উপযেলাধীন আন্ধারীঝাড় দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ একাডেমীতে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ। সভা শেষে মাওলানা নাছিরুল ইসলামকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার শিমুলবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব : অদ্য বাদ আছর যেলার সাঘাটা থানাধীন শিমুলবাড়ী মা'হাদ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীনকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সাবেক অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল হক মাস্টার (৮৭) হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার বাদ জুম'আ মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। অতঃপর রাত সাড়ে ৯-টায় রহনপুর এবি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন কাশিয়াবাড়ী আলিম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল (অব.) মাওলানা আব্দুর রশীদ। এরপর রাত পৌনে ১০-টায় তার জন্মস্থান চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার গোমস্তাপুর উপযেলার আলীনগর ইউনিয়নের উত্তর মকরমপুরস্থ আল-হিকমাহ ইসলামিক একাডেমী মাদ্রাসা ময়দানে তার ২য় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইমামতি করেন রহনপুর দাখিল মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক ও তার পৌত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-ইমাম। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন, প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলগণ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[মরহূমের অছিয়ত অনুযায়ী লাশ নওদাপাড়া মারকাযে আনা হয়। সেখানে আমীরে জামা'আত লাশ বহনকারী গাড়ীতে উঠে তাকে দেখে শিশুর মত কেঁদে ওঠেন ও তার মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে আবেগ প্রকাশ করেন ও প্রাণখোলা দো'আ করেন। তিনি বলেন, সাংগঠনিক জীবনে তাঁর সাথে আমাদের বহু স্মৃতি রয়েছে, যা ভোলার মত নয়। একজন দূরদর্শী ও স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষ হিসাবে আমরা সবসময় তাকে মনে রাখব। তিনি বলেন, মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তার সঙ্গে আমার মোবাইলে কথা হ'ল। উনি বললেন, রাজশাহীতে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আসব। সেটাই হ'ল। কিন্তু তিনি এলেন লাশ হয়ে। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত যখন বগুড়া কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি বগুড়া গিয়েছিলেন এবং তার ছাত্র বগুড়ার ডিসিকে অনুরোধ করেছিলেন আমীরে জামা'আত ও তার সাথীদের সত্বর কারামুক্ত করে দেওয়ার জন্য। আমরা মরহূমের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি ও তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক।]

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭

মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা

ব্যবস্থাপনায়

ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।

হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।

ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪

ক- গ্রুপ :

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।
আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**
১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা যিলযাল, হুমাযাহ ও কাওছার *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
২. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।
৩. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ) সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ :

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর পূর্বে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর পরে হতে হবে)।
◈ **আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। (**ক-** গ্রুপের জন্য ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত এবং **খ ও গ-** গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)
নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**
১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা হুজুরাত সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।
২. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।
৩. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ)-এর নির্বাচিত অংশ।

গ- গ্রুপ :

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।
পরীক্ষা পদ্ধতি : এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা ফাতিহা। **(খ) আক্বীদা :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। **(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)। **(ঘ) ইসলামী আদব :** কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব। **(ঙ) দো'আ মুখস্থ :** তাশাহহুদ ও দরূদ (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

➢ **পরিচালকদের জন্য :** সোনামণি গঠনতন্ত্র এবং বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন *(লেখক : মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)*।
পরীক্ষা পদ্ধতি : এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
◈ **প্রতিযোগিতার নীতিমালা :**
১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ) ও **গঠনতন্ত্র** (৪র্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৮. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৯. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও আরও তিন জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।
১১. কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালক ও সহ-পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০ (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ও প্রতিযোগীর পূরণকৃত সোনামণি 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।
◈ **প্রতিযোগিতার তারিখ :**

১. শাখা	**: ৬ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৩ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২০শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১০ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : এশার ছালাতের পর বিতর আদায় করলে বিতরের পর বসে নির্ধারিত সূরা দিয়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের কথা হাদীছে এসেছে। এক্ষণে রামাযানে এশার পর তারাবীহ পড়ে উক্ত ছালাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রীস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : তারাবীহ ছালাতের পরে উক্ত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রাতের রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন। প্রথমে তিনি আট রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তারপর বিতর আদায় করতেন। সবশেষে বসে বসে আরো দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। ...অতঃপর ফজরের ছালাতের আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়েও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/৭৩৮; নাসাঈ হা/১৭৮১)*। অতএব কেউ চাইলে তাহাজ্জুদ বা তারাবীহর পর মাঝে-মধ্যে বসে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে পারেন *(নববী, শরহ মুসলিম ৬/২১; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১২২)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : কোন ব্যক্তি রহমত ও বরকত লাভের আশায় কোন সৎ ব্যক্তিকে ডেকে বা কোন সৎ লোক কারো বাড়িতে বেড়াতে আসলে তাকে সাধারণভাবে নফল ছালাত পড়তে বলতে পারবে কি?

-জাবের, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রহমত ও বরকত লাভের আশায় কোন আলেমকে বাড়িতে ছালাত আদায় করতে বলা যাবে না। কারণ বরকত ও রহমত কেবল আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। তবে রহমত ও বরকতের জন্য দো'আ করতে বলা যাবে *(শায়েখ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৬৫)*। উল্লেখ্য যে, বদরী ছাহাবী ইতবান বিন মালেক (রাঃ) তার বাড়িতে ছালাত আদায় করার জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করেন এবং তা উদ্বোধনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাওয়াত করেন। রাসূল (ছাঃ) দাওয়াত কবুল করেন এবং তার প্রিয় ছাহাবীদের সাথে গিয়ে সে জায়গায় ছালাত আদায়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন *(বুখারী হা/৪২৫; মুসলিম হা/৩৩)*। তবে উক্ত হাদীছের বিধানটি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ ছিল। কেননা পরবর্তীতে কোন ছাহাবী বা তাবেঈ কারো মাধ্যমে বরকত লাভের আশায় কোন ছাহাবীকে দাওয়াত করে উপরোক্ত আমল করেননি, অথচ তারা ছিলেন দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং হিতাকাংখী *(ওছায়মীন, আত-তা'লীক্ব 'আলা ইকতিযাই ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম ৬২১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : আমি মসজিদে ফরয ছালাত পড়ার পর সুন্নাত/নফল পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় দেখি কয়েকজন লোক এসে ফরয ছালাতের জামা'আত করছে। এমতাবস্থায় ছহীহ মুসলিমের হাদীছ অনুযায়ী আমি সুন্নাত বাদ দিয়ে জামা'আতে শরীক হব কি?

-আব্দুল মালেক, দ্বীননাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছহীহ মুসলিমের উক্ত হাদীছটি মসজিদে অনুষ্ঠিত প্রথম জামা'আতের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং পরবর্তী জামা'আত চলাকালীন অন্যান্য মুছল্লীদের সুন্নাত ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীছটি হচ্ছে- রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই *(মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮;)*।

উল্লেখ্য যে, কেউ একা ছালাত আদায় করলে তাকে জামা'আতের ছওয়াব লাভের সুযোগ করে দিতে তার সাথে অংশগ্রহণ করা যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদিন এক লোক মসজিদে এমন সময় আসলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করে ফেলেছেন। তিনি (তাকে দেখে) বললেন, এমন কেউ কি নেই যে তাকে ছাদাক্বা দিবে তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করে। তখন একজন দাঁড়ালেন ও তার সঙ্গে ছালাত আদায় করলেন *(আবুদাউদ হা/৫৭৪; মিশকাত হা/১১৪৬)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : এমন অনেক মানুষ আছে, যারা এমন কিছু আমল করে, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে মিলে যায়। কিন্তু তারা এর ফযীলত জানে না। তাহ'লে কি সে তার ছওয়াব পাবে না?

-আব্দুল খালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইবাদতের ফযীলত সম্পর্কে না জানলেও একনিষ্ঠভাবে আমল করলে নির্ধারিত ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার চেহারাকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, তার জন্য তার পালনকর্তার নিকটে প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, তাহ'লে লটারীর মাধ্যমে হ'লেও এ সুযোগ লাভের সিদ্ধান্ত নিত। যোহরের ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহ'লে এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর এশা ও ফজরের ছালাত (জামা'আতে) আদায়ের কি ফযীলত রয়েছে তা যদি জানত, তাহ'লে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তারা উপস্থিত হ'ত' *(বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; মিশকাত হা/৬২৮)*। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, ফযীলত লাভের জন্য ফযীলত জানা শর্ত নয়। যেকোন আমল ছওয়াবের আশায় একনিষ্ঠ ভাবে সুন্নাতী পদ্ধতিতে আদায় করলেও ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে ফযীলত জানা উত্তম। কেননা তাতে আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং নিয়তের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : কোন ব্যক্তি দোকানে গিয়ে সিমেন্ট বা রড দাম দর করে টাকা দিয়ে কিনে রাখলো। যা পরে দাম বাড়লে সে ঐ দোকান থেকেই বিক্রয় করবে। এরূপ ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ব্যবসা জায়েয হবে না। কারণ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বাজারে গিয়ে যয়তুন কিনলাম। তা আমার হস্তগত হ'লে এক ব্যক্তি এসে আমাকে এর একটা ভালো মুনাফা দিতে চাইলো। আমি তাকে সেটা দিতে চাইলে পিছন থেকে এক ব্যক্তি আমার বাহু টেনে ধরলেন। তাকিয়ে দেখি, যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)। তিনি বললেন, যেখান থেকে কিনেছেন সেখানে বিক্রি করবেন না, আপনার স্থানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করুন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ীদেরকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পর নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৩৪৯৯; আহমাদ হা/২১৭১২)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : 'মুমিন বান্দা ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত বর্জন করা। অতএব যে ব্যক্তি ছালাত ত্যাগ করল সে অবশ্যই শিরক করল' হাদীছটির বিশুদ্ধতা ও হুকুম জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ওয়াহীদুযযামান, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। ছালাত মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য করে। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত ত্যাগ করা' *(আবুদাঊদ হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫৬৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। অতএব যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল' *(তিরমিযী হা/২৬২১; মিশকাত হা/৫৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৪)*। তাবেঈ আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব আল-উক্বায়লী বলেন, 'ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত ব্যতীত অন্য কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফরী বলে মনে করতেন না' *(তিরমিযী হা/২৬২২; মিশকাত হা/৫৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৫)*।

উল্লেখ্য যে, কিছু হাদীছে ছালাত ত্যাগকারীকে কুফরী আবার কিছু হাদীছে শিরক বলা হয়েছে। এর কারণ দু'টি হ'তে পারে- (১) ছালাত ত্যাগকারী প্রবৃত্তিপূজারী। আর যে প্রবৃত্তির পূজা করে সেতো মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। (২) এখানে কুফর ও শিরক সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কাফিরকে মুশরিকও বলা হয়। কারণ কাফিরেরাও মুশরিকদের মত শিরকে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিঃসন্দেহে তারা কাফের হয়ে গেছে, যারা বলে আল্লাহ তিন উপাস্যের একজন। অথচ এক উপাস্য (আল্লাহ) ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*।

উল্লেখ্য যে, কুফরী করা ও কাফের হয়ে যাওয়া এক নয়। এক্ষণে কেউ যদি ছালাতকে অস্বীকার করে বা একেবারেই ছেড়ে দেয় তাহ'লে সে বিশ্বাসগতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি অবহেলা বা অলসতাবশত ছালাত আদায় না করে এবং মাঝে-মধ্যে আদায় করে, তাহ'লে সে বিশ্বাসগত ভাবে কাফের হবে না; বরং কুফরী কর্মের কারণে কবীরা গুনাহগার হবে। তওবা না করলে তাকে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে *(আলবানী, হুকমু তারিকিছ ছালাত ১/১০, ৫১; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫৫-৫৬; ছহীহাহ হা/৩০৫৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : মূসা বিন সাইয়ার আসওয়ারী (মৃ. ১৫০হি.) কি ছাহাবী ছিলেন? তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, রাজশাহী।

উত্তর : মূসা বিন সাইয়ার ছাহাবী ছিলেন না। বরং তিনি তাবে তাবেঈ ছিলেন। তিনি বছরার অধিবাসী ছিলেন। বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি 'যঈফ' ছিলেন। তিনি তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন গল্পকারও ছিলেন *(আবু ওছমান জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তাবঈন ১/২৯৩)*। ইয়াহইয়া আল-কাত্তান তাকে 'যঈফ' বলেছেন। আবু হাতেম বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও অন্যান্যগণ তাকে ক্বাদারী বা তাক্বদীর অস্বীকারকারী বলেছেন *(মীযানুল ই'তিদাল ৪/২০৬, রাবী ৮৮৭৪)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : জামা'আতে ছালাত আদায়কালে রুকূ থেকে দাঁড়ানোর সময় মুক্তাদী সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে কি?

-বেলায়েত হোসাইন, পশ্চিম মানিকদী, ঢাকা।

উত্তর : রুকূ পরবর্তী যিকিরের তিন অবস্থা– **(১)** ইমাম তার ইমামতিকালে *'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'* ও *'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ...'* উভয়টি বলবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪১৯; মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৪৮; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৫১; ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৯৮)*।

(২) মুক্তাদী একা ছালাত আদায়কালীন *'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'* ও *'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ...'* উভয়টি বলবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৩৬৬; ফাৎহুল বারী ২/২৮৪; ইবনু আব্দিল বার্র, আল ইস্তিযকার ২/১৭৮; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৫১)*। কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে (রুকূ হ'তে উঠতেন) তখন اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন, আর তিনি যখন রুকূতে যেতেন এবং রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় সিজদা হ'তে যখন দাঁড়াতেন, তখন اللهُ أَكْبَرُ বলতেন *(বুখারী হা/৭৯৫; আহমাদ হা/৮২৩৬)*। এই হাদীছ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমাম ও একা ছালাত আদায়কারী উভয়টি বলবে।

(৩) জামা'আতে ছালাত আদায়কালে মুক্তাদী *সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ* না বলে কেবল *'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ'* বা হাদীছে বর্ণিত দো'আগুলো পাঠ করবে *(ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৯৮; বাহূতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ১/৩৪৯; মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৪৭)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম তো নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্যে। কাজেই তিনি তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে, তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে। তিনি যখন *'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'* বলবেন তখন তোমরা বলবে,

'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' *(বুখারী হা/৬৮৯; মিশকাত হা/১১৩৯)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ'। কেননা যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলবে, তার পূর্বে কৃত পাপ মাফ করে দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/৭৯৬; মুসলিম হা/৪০৯; মিশকাত হা/৮৭৪)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে যে ছালাত শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে ছিল ইমাম যখন *'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'* বলবে, তোমরা তখন *'আল্লাহুম্মা রব্বানা- লাকাল হামদ'* বলবে, আল্লাহ তোমাদের এ কথা শুনবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ছাঃ)-এর ভাষায় বলেছেন, *'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'* (আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেন) *(মুসলিম হা/৪০৪; মিশকাত হা/৮২৬)*। এমর্মে একাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোতে রুকূর পরে ইমাম এবং মুক্তাদীর আলাদা করণীয় বর্ণিত হয়েছে।

এজন্য শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) এবং শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, মুক্তাদী কেবল *'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ'* বা এজাতীয় দো'আগুলো পাঠ করবে, *সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'* পাঠ করবে না *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১১/১৭; ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৮/২৮৭)*। উপরোক্ত বক্তব্যই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদসহ জুমহূর বিদ্বানের *(ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৯৮; শরহ মুখতাছারুল খলীল ১/২৮১; মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৪৭)*।

তবে ইমাম শাফেঈ ও আলবানী (রহঃ) দু'টি 'আম হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই *'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'* বলতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৩৯)*। অত্র 'আম হাদীছদ্বয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই *'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'* বলতে পারে *(বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত ৩/১৮৯ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : আমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ঐ বছর রামাযানে আমি ছিয়াম রাখিনি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-সুলতান আহমাদ, মোহাম্মদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : যুদ্ধের কারণে রামাযানের ফরয ছিয়াম ত্যাগ করা জায়েয *(মুসলিম হা/১১২০; আবুদাঊদ হা/২৪০৬)*। তবে যুদ্ধ শেষে আবশ্যিকভাবে উক্ত ছিয়ামগুলো ক্বাযা আদায় করে নেয়া কর্তব্য ছিল *(ইবনু হাযম, আল-ইস্তিযকার ১/৭৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/৩৬৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৪৩)*। এক্ষণে সক্ষম থাকলে উক্ত ছিয়ামগুলোর ক্বাযা আদায় করবেন। আর অক্ষম হ'লে প্রতি ছিয়ামের বদলে একটি করে ফিদইয়া দিবেন *(বাক্বারা ১৮৪; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৪৩৯)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : আমার অনেক ঋণ আছে। নিয়মিত ঋণ পরিশোধের কারণে আমি পিতা-মাতার আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে পারি না। এক্ষণে আমার জন্য কোনটাকে অগ্রাধিকার দেয়া যরূরী?

-গোলাম রব্বানী, সঊদী আরব।

উত্তর : পিতা-মাতার অন্য কোন আর্থিক উৎস থাকলে সন্তান ঋণ পরিশোধকে অগ্রাধিকার দিবে। কারণ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তা ব্যক্তির সাথে ঝুলন্ত থাকে। আর পিতা-মাতার অন্য কোন উৎস না থাকলে পিতা-মাতার প্রতি খরচ করাকে অগ্রাধিকার দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তবে যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহ'লে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি তোমরা ওটা দান করে দাও (অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দাও), তবে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা বুঝ' *(বাক্বারাহ ২/২৮০)*। অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায়, ঋণ পরিশোধে প্রয়োজনে বিলম্ব করা যায়। কিন্তু অভাবী পিতা-মাতার প্রতি খরচ প্রদানে বিলম্ব করার সুযোগ নেই। এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার পিতা আমার সম্পদ শেষ করে দিয়েছে প্রায়। তিনি বলেন, তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, তোমাদের সন্তান তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তাদের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারো *(ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; ইরওয়া হা/৮৩৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : শাওয়াল মাসের ছিয়াম বা অন্য যেকোন ছিয়াম ছুটির দিন হিসাবে নিয়মিতভাবে শুক্রবারে রাখা জায়েয হবে কি?

-মুরসালাত, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : কেবল শুক্রবারকে কেন্দ্র করে কোন নফল ছিয়াম রাখা জায়েয হবে না। কারণ শুক্রবারকে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম দ্বারা খাছ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, রাত্রিসমূহের মধ্যে জুম'আর রাতকে ক্বিয়াম (নফল ছালাত) পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং দিনসমূহের মধ্যে জুম'আর দিনকে (নফল) ছিয়াম রাখার জন্য নির্ধারিত করো না। তবে যদি তা তোমাদের কারো ছিয়াম রাখার তারিখে পড়ে যায়, তাহ'লে সে কথা ভিন্ন' *(মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২)*। উল্লেখ্য যে, শুক্রবারে যদি কারো বিশেষ ছিয়ামের দিন পড়ে যায় যেমন আরাফার ছিয়াম, আশূরার ছিয়াম, শাওয়ালের বাকী থাকা ছিয়াম ইত্যাদি তাহ'লে সেদিনে ছিয়াম পালনে বাধা নেই।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : আমি সদ্য বিবাহিত। আমার স্ত্রীর বয়স ১৬ বছর। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমরা কয়েক বছর পর সন্তান নিতে চাই। এটা জায়েয হবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, পাথরঘাটা, বরগুনা।

উত্তর : বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সন্তান লাভ করা। সেজন্য একান্ত বাধ্য না হ'লে সন্তান জন্মদান থেকে নিবৃত থাকা সমীচীন নয়। মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদা সম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করব? তিনি বললেন, না। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে বললেন, এমন নারীকে বিয়ে কর যে,

প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তানদায়িনী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব *(আবুদাঊদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১; ছহীহাহ হা/২৩৮৩)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, যখন একজন মানুষ বিয়ে করার এবং সন্তান লাভের ইচ্ছা করবে, এটি তার জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম হবে এবং এতে সে ছওয়াব লাভ করবে। তবে স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সন্তান গ্রহণে বিলম্ব করতে পারে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২১/৩৯৪; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২২/০২)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : অমুসলিমদের কাছ থেকে কুরবানীর পশু ক্রয় করা যাবে কি? এটা কবুলযোগ্য হবে কি?

-আব্দুর রাকিব, ঢাকা।

উত্তর : হালাল প্রাণী অমুসলিমদের থেকে ক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। আর কুরবানী হিসাবে কবুল হ'তেও কোন সমস্যা নেই। কারণ আল্লাহ যে সকল প্রাণী হালাল করেছেন তা খাওয়া হালাল সেটি যেখানেই লালিত-পালিত হোক না কেন *(মায়েদাহ ৫/৫)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : আমাদের মসজিদের জমিতে অনেক পুরাতন কবর ছিল। পরে তার উপর ২ তলা বিশিষ্ট পাকা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। কবর নির্দিষ্টভাবে কোথায় আছে তা কেউ জানে না। মসজিদ নির্মাণের সময় জমিদাতার ধারণামত একস্থান থেকে কিছু মাটি উঠিয়েছিলেন, কিন্তু কবরের কোন চিহ্ন পাননি। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-শামীম রেযা, শ্যামপুর, মেহেরপুর।

উত্তর : লাশ বা কবরের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া গেলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ বা ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০৩; মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৩৮৭)*। তবে কবর থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হ'লে তার উপর কোনভাবেই মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সারা পৃথিবীই ছালাত আদায়ের স্থান' *(তিরমিযী হা/১৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭; ছহীহুল জামে' হা/২৭৬৭)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে কি?

-আব্দুল আহাদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। কারণ কোন পশুর গর্ভবতী হওয়া তার শারীরিক ত্রুটি নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৭)*। তবে গর্ভহীন পশু দ্বারা কুরবানী করা উত্তম। কারণ গর্ভবতী পশুর গোশত স্বাদে কম হয়ে থাকে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৬/২৮১; হাশিয়াতুল বুজায়রামী, ৪/৩৩৫)*।

এক্ষণে পেটের বাচ্চা জীবিত বের হ'লে তাকে যবহ করে খাবে। আর মৃত বের হ'লেও খাওয়া যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, মায়ের যবহের মাধ্যমে গর্ভস্থ বাচ্চারও যবহ হয়ে যায় *(আবুদাঊদ হা/২৮২৭; মিশকাত হা/৪০৯১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৭)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : কেউ নিজে অশ্লীল ছবি বা মুভি দেখেছে এবং অন্যকে দেখিয়েছে। এক্ষণে সে দেখা থেকে তওবা করেছে। কিন্তু যাকে দেখিয়েছে সে এসব দেখায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এক্ষণে নিজে তওবা করা সত্ত্বেও অপরজনকে একাজে লিপ্ত করার অপরাধে সে নিয়মিত পাপী হ'তে থাকবে কি?

-নাফীয ইসলাম, ঝিনাইদহ।

উত্তর : পাপী হ'তে থাকবে *(ইবনু আলান, দলীলুল ফালেহীন ২/১৩৬; ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ২/৩৪৫)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না *(মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০)*। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হবে, উক্ত ব্যক্তিকে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সে বিরত না হ'লে সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা-ইস্তিগফার করবে।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : আমার আপন ভাইয়ের মেয়েকে জনৈকা মহিলা দুধ পান করিয়েছে। এক্ষণে আমি কি ঐ মহিলার মেয়েকে বিয়ে করতে পারব?

-সজীব, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহ করতে পারবে। কেননা দুধ পানকারীর জন্য কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম, অন্যান্য আত্মীয়দের জন্য হারাম নয় *(ফাৎহুল বারী ৯/১৪১-১৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে সকল লোককে আল্লাহ তা'আলা বংশগত সম্পর্কের কারণে (বিবাহ করা) হারাম করেছেন, একইভাবে সে সকল লোককে দুধপানের কারণেও (বিবাহ করা) হারাম করেছেন' *(মুসলিম হা/১৪৪৭; মিশকাত হা/৩১৬৩)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : জনৈক আলেম বলেন, ঈদের ছালাতের পর কোলাকুলি করা বিদ'আত। এক্ষণে কেউ যদি এটাকে সুন্নাত মনে না করে সামাজিক প্রথা হিসাবে করে তবে বিদ'আত হবে কি?

-আফ্রীদি হাসান, সৈয়দপুর।

উত্তর : ঈদের দিনে পারস্পরিক সাক্ষাতে কোলাকুলি করাতে দোষ নেই। কারণ লোকেরা এটা সামাজিক প্রথা হিসাবে করে থাকে, ইবাদত হিসাবে নয়। ঈদে বহু লোক বাইরে থেকে নিজ এলাকায় আগমনে করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করে। কুশল বিনিময়ের সময় কোলাকুলি করে যা সুন্দর আচরণের বহিঃপ্রকাশ। অতএব ঈদের ছালাতের পরে কোলাকুলি করা দোষণীয় নয়। তবে স্মর্তব্য যে, এটি ঈদের দিনের সুন্নাত নয় এবং আবশ্যকীয় কাজও নয় *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/২০৮-২১০)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : ইস্তিস্কার ছালাতে একজন ইমামতি ও অন্যজন খুৎবা প্রদান করতে পারবে কি?

-নূরুল ইসলাম, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : জুম'আ ও ঈদের মতই ইস্তিস্কার ছালাতের ক্ষেত্রেও সুন্নাত হচ্ছে যিনি ইমামতি করবেন তিনিই খুৎবা দিবেন বা

যিনি খুৎবা দিবেন তিনিই ইমামতি করবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেরা খুৎবা দিতেন এবং ইমামতি করতেন। যিনি খুৎবা দিবেন তার জন্যই ইমামতি করা উত্তম হওয়ার বিষয়টি জুমহূর বিদ্বান কর্তৃক স্বীকৃত। তবে বিশেষ কারণে একজন ইমামতি আরেকজন খুৎবা প্রদান করতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২২৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৩/২২০; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৮/২)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : সমুদ্রের হিংস্র হাঙ্গর, শুশুক ইত্যাদি খাওয়া জায়েয কি?

-আব্দুল্লাহ, কুতুপালং, কক্সবাজার।

উত্তর : সাগরের সকল প্রকারের প্রাণী হালাল। চাই তা হাঙ্গর, শুশুক কিংবা অক্টোপাস হোক। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য ভোগ্যবস্তু হিসাবে সমুদ্রের শিকার ও সামুদ্রিক খাদ্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৯২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল' *(আবুদাঊদ হা/৮৩; মিশকাত হা/৪৭৯; ছহীহাহ হা/৪৮০)*। এজন্য বিদ্বানগণ বলেছেন, যে সকল প্রাণী কেবল সাগরে তথা পানিতে বসবাস করে সেগুলো হালাল এবং মৃত হ'লেও তা খাওয়া জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৩১৩, ৩২০; বিন বায; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৫/৩৪)*। মনে রাখতে হবে যে, 'সাগরের শিকার' অর্থ যে সকল প্রাণী কেবলমাত্র পানিতেই থাকে, উপরে থাকে না, তাদেরকেই বুঝানো হয় *(আশ-শারহুল মুমতে' ১৫/৩৪)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : বাম হাতে কুরবানীর পশু যবহ করা যাবে কি?

-রেযওয়ান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সকল শুভ কাজ ডান হাতে করাই হাদীছ সম্মত *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪০০)*। তবে ডান হাত অক্ষম হ'লে বা দুর্বল হ'লে বাম হাতে কুরবানী করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৪৭৪-৭৫)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের সদস্যাদের মা আয়েশা, মা ফাতেমা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকি। এটা জায়েয হবে কি?

-মুনঈম আহমাদ, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে 'মা' বলে সম্বোধন করা হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাদেরকে 'মুমিনদের মা' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আহযাব ৩৩/০৬)*। কিন্তু তাদের কন্যাদের 'মা' বলে সম্বোধন করা সমীচীন নয়। কারণ এই পরিভাষাটি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের জন্য 'খাছ' *(আবু যায়েদ বকর বিন আব্দুল্লাহ, মু'জামুল মানাহী ১৪৩ পৃ.)*। মূলতঃ 'বিষাদ সিন্ধু'র শী'আ লেখক কুষ্টিয়ার মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) তার বইয়ে 'মা ফাতেমা' শব্দটি চালু করেন। কবি নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯-বাকরুদ্ধ ১৯৪২, মৃ. ১৯৭৬) 'ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়' কবিতা লেখেন। যা দলমত নির্বিশেষে সকল বাঙালী মুসলমানের মধ্যে চালু হয়ে যায়। সাধারণভাবে কোন বয়স্কা মহিলাকে শ্রদ্ধার সম্বোধন হিসাবে 'মা' বলা হয়ে থাকে। অমনিভাবে কন্যা বা কন্যাস্থানীয়া মেয়েদেরকেও স্নেহের সম্বোধন হিসাবে 'মা' বলা হয়ে থাকে। এগুলি দোষের নয়।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : পবিত্র কুরআনে রুকূ, পারা ইত্যাদি যা সংযোজন করা হয়েছে, তা ব্যবহার করায় কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ রুসাফী, ঢাকা।

উত্তর : আল-কুরআনে পারা, রুকূ ও মানযিলসহ অন্যান্য বিষয়গুলো ইজতিহাদী বিষয়, যা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। বিশেষ করে এগুলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আমলে সংযোজিত হয়। যদিও ইতিপূর্বে ছাহাবীদের আমলে কেবল সূরার ভিত্তিতেই কুরআনের বিভাজন করা হ'ত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৩/৪০৯-৪১৬)*। তবে তাদের মধ্যেও একধরনের ভাগ প্রচলিত ছিল। যেমন আওস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথীদের জিজ্ঞেস করি, প্রতিদিন আপনারা কিভাবে কুরআনকে ভাগ করে পড়েন? তারা বললেন, তিন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরা, তের সূরা এবং এককভাবে মুফাছছাল সূরাসমূহ (অর্থাৎ সাত দিনে কুরআন খতম করি) *(আবুদাঊদ হা/১৩৯৩; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮৭)*। ইমাম যুরকানী (রহঃ) বলেন, ওছমানী মুছহাফে প্রচলিত ভাগ-বণ্টন ছিল না। পরবর্তীতে লোকেরা সহজ করার জন্য নুকতা, হরকত, পারা ইত্যাদি সংযোগ করে। বিদ্বানদের নিকট এগুলো সবই জায়েয, যতক্ষণ এর উদ্দেশ্য হবে কুরআন পাঠের বিষয়টি সহজতর ও সুগম করা এবং যতক্ষণ তা বাহুল্য, বিভ্রান্তি ও বাড়াবাড়ি হ'তে মুক্ত থাকে *(মানাহিলুল ইরফান ফি উলূমিল কুরআন ১/২৮৩)*। অতএব কুরআনে কোন বিকৃতির সম্ভাবনা না থাকলে পাঠের সুবিধার্থে কুরআনকে পারা বা রুকূতে ভাগ করা দোষণীয় নয়।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় মুখে নিয়ত পাঠ করতে হবে কি?

-আলাউদ্দীন, দারুসা, রাজশাহী।

উত্তর : নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর। সেজন্য নিয়ত মুখে পাঠ করা যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪১৬)*। বরং কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে এবং এর সাথে যার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হবে তার নামও উল্লেখ করতে পারে *(বুখারী হা/৫৫৬৫; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : অমুসলিমদের সালাম দেওয়া যাবে না। এক্ষণে কাউকে সালাম দেয়ার পর তিনি অমুসলিম জানতে পারলে করণীয় কি? উক্ত সালাম প্রত্যাহার করতে হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম, মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তর : এক্ষেত্রে কিছুই করার প্রয়োজন নেই। প্রথমতঃ সাধারণ অবস্থায় অমুসলিমদের সালাম দেওয়ার মাধ্যমে দো'আ করা যাবে না *(ছহীহাহ হা/৭০৪; মিশকাত হা/৪৬৩৫)*। দ্বিতীয়তঃ কোন অমুসলিম মুসলমানকে সালাম দিলে *'ওয়া আলাইকা'* বলে উত্তর দিবে *(বুখারী হা/৬২৫৮; মিশকাত হা/৪৬৩৭)*। তৃতীয়তঃ অমুসলিমদেরকে তাদের মধ্যে প্রচলিত সম্মানজনক অভিবাদন, যা ইসলামী আক্বীদাবিরোধী নয়, তা জানানো জায়েয। যেমন আদাব, গুড মর্নিং ইত্যাদি *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৪২৪)*। চতুর্থতঃ কোন মুসলিম ভুল

করে কাফিরকে সালাম দিলে কোন কিছু বলা লাগবে না। বরং অন্তরের নিয়তই যথেষ্ট *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীর দাফন শেষে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে মাইয়েতের স্ত্রী বাসায় দাওয়াত দিলে তিনি সেখানে উপস্থিত লোকজন সহ খাওয়া-দাওয়া করলেন। হাদীছটি কি ছহীহ?

-মশীউর রহমান, পাবনা।

উত্তরঃ জনৈকা কুরায়শী মহিলা কর্তৃক দাওয়াত প্রদান এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গ্রহণ মর্মে বর্ণিত ঘটনাটি ছহীহ *(আহমাদ হা/২২৫৬২; ছহীহাহ হা/৭৫৪; ইরওয়া হা/৭৪৪)*। তবে মাইয়েতের স্ত্রী দাওয়াত দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণনাটি সঠিক নয়। এজন্য ছাহেবে তোহফা বলেন, মাইয়েতের স্ত্রী কর্তৃক দাওয়াতের বিষয়টি হাদীছে অতিরিক্ত এসেছে, যা ছহীহ নয় *(তোহফাতুল আহওয়াযী ৪/৬৭)*। অতএব মাইয়েতকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর দিন তার বাড়িতে খাবার জায়েয হওয়ার পক্ষে উক্ত হাদীছটি গ্রহণযোগ্য দলীল নয়।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : স্বপ্নদোষের কারণে বিছানায় বীর্য পড়লে তা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা আবশ্যক কি? না মুছে ফেললেই যথেষ্ট হবে?

-মুস্তাফীযুর রহমান, বগুড়া।

উত্তর : বিছানা ধুয়ে ফেলা ভাল, তবে আবশ্যক নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড়ে বীর্য লেগে শুঁকিয়ে গেলে আয়েশা (রাঃ) নখ দিয়ে খুঁটে ফেলতেন। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/২৮৮; মিশকাত হা/৪৯৫)*। এজন্য অধিকাংশ ছাহাবী ও সালাফে ছালেহীন বীর্য লাগা কাপড় ধোয়াকে আবশ্যক বলেননি বরং মুস্তাহাব বলেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৬০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/৩৮০)*। উল্লেখ্য যে, বীর্য বের হ'লে গোসল আবশ্যক হয়ে যায়। তবে প্রাথমিক অবস্থায় লালা বা মযী বের হ'লে নয়।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : আমি একটি আইটি প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং বিভাগে চাকরি করি। আমি কোম্পানীর প্রোডাক্ট সেল করি। সেলের পরিমাণ অনুযায়ী কমিশন পেয়ে থাকি। এটা আমার জন্য জায়েয হচ্ছে কি?

-রাতুল, ঢাকা।

উত্তর : কোম্পানীর সাথে যেভাবে চুক্তি হবে সেভাবে কাজ করা এবং কমিশন গ্রহণ করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর' *(মায়েদাহ ৫/০১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না' *(আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; মিশকাত হা/২৯২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১৪)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : জনৈকা আত্মীয়ার সাথে আমার অবৈধ সম্পর্কের এক পর্যায়ে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সব জানার পর সেখানে বিবাহ দিতে রাযী নয়। আমার মনে হচ্ছে তাকে বিবাহ না করলে সে আমাকে অভিশাপ দিবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নো'মান, সিলেট।

উত্তর : যেনা-ব্যভিচার জঘন্য হারাম কাজ। এগুলো থেকে বিরত থাকা এমনকি নিকটবর্তী হওয়া থেকে দূরে থাকাও আবশ্যক *(ইসরা ১৭/৩২)*। এক্ষণে যেনার মাধ্যমে যেহেতু নারীর পেটে সন্তান চলে এসেছে সেজন্য উভয়ের তওবা করা আবশ্যক এবং ছেলের জন্য আবশ্যক হচ্ছে তাকে বিবাহ করা এবং আগত সন্তান ও তার পরিবারের সম্মান রক্ষা করা *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/১১০; ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ৪/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যেসব নোংরা বস্তু হ'তে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা হ'তে দূরে থাকবে। আল্লাহ না করুন যদি কেউ তাতে পড়েই যায়, তবে যেন সে তা গোপন করে নেয় আল্লাহ্র পর্দা দিয়ে। আর মহান আল্লাহ্র কাছে তওবা করে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের গোপন বস্তুকে প্রকাশ করে ফেলবে তার উপরে আমরা আল্লাহ্র কিতাবের ফায়ছালা বা হদ্দ জারী করব' *(ছহীহাহ হা/৬৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৯৫)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : জনৈকা মহিলা স্বামীর বাড়িতে শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে একত্রে থাকে। সেখানে তাকে নানা কটু কথা, অন্যায় আচরণ ও অপমান সইতে হয়। স্বামী কেবলই মানিয়ে চলতে বলে। সেকারণ স্ত্রী যদি স্বামীর নির্জনবাসের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আলাদা বাসায় বসবাস করতে চায় তবে সে গুনাহগার হবে কি?

-জেরিন, সাতক্ষীরা।

উত্তর : একমাত্র শারঈ কারণ ব্যতীত স্বামীর নির্জনবাসের আহ্বানকে প্রত্যাখান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহ্বান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/১৪৩৬; মিশকাত হা/৩২৪৬)*। এক্ষণে স্বামীর জন্য করণীয় হচ্ছে স্ত্রীর ব্যাপারে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে নছীহত করা। যাতে সবাই মিলে মিশে অবস্থান করতে পারে। আর কোনভাবে মিলে মিশে অবস্থান করা সম্ভব না হ'লে প্রয়োজনে পরিবার থেকে পৃথক বাড়িতে অবস্থান করবে।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : আমরা নিঃসন্তান দম্পতি। আমাদের একজন পালক সন্তান আছে। যার পিতা-মাতা সম্পর্কে আমরা জানি না। জন্মসনদে পিতা হিসাবে আমার নাম আছে। তার নামে আমি জমি কিনেছি। কিন্তু রেজিস্ট্রি করতে গেলে পিতার নাম লিখতে হবে। যেহেতু আসল পিতার নাম জানি না সেক্ষেত্রে আমার নাম লেখা জায়েয হবে কি? এছাড়া আমি ওয়ারিছ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের কতটুকু তার নামে লিখে দিতে পারব?

-মোতাহার হোসাইন, নাটোর।

উত্তর : যাদের পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত তারা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইসলামী আইনে নিজ পিতার স্থানে অন্য কাউকে পিতা হিসাবে পরিচয় দেয়া বৈধ নয়। অতএব পালক পুত্রকে নিজ পুত্র হিসাবে কোন দলীলে উপস্থাপন করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/১৬৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/৩৪৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/৩৪৪)*। আর পালক পুত্র বা কন্যা উত্তরাধিকারী না হওয়ায় পালনকারীর সম্পদে তাদের কোন নির্ধারিত অংশ নেই। তবে কেউ চাইলে তাদের জন্য সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করে যেতে পারে *(বুখারী হা/৫৬৬৮, ৬৩৭৩)*। সেক্ষেত্রে অছিয়ত পূরণ করার পর বাকী সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত বা উক্ত উদ্দেশ্যে পোষা পশুর চাইতে উত্তম বিকল্প পেলে তা পরিবর্তন করা যাবে কি?

-আব্দুর রহীম, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পোষা বা ক্রয় করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। এটি ওয়াকফের মত। তবে যদি নির্দিষ্ট না করে থাকে, তাহ'লে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে *(নববী, আল -মাজমূ' ৮/৪০২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩৫৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪৬৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : সন্তান লাভের জন্য কি কি দো'আ ও আমল করা যাবে বিস্তারিত জানতে চাই।

-এ. কে. এম. সাইফুদ্দৌলা, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সন্তান লাভের জন্য নবী ইব্রাহীম ও যাকারিয়া (আঃ) কর্তৃক পঠিত দো'আ পাঠ করবে এবং যথাযথ চিকিৎসা করবে। (১) যাকারিয়া (আঃ) দো'আয় বলেন, *রব্বে লা-তাযারনী ফারদাঁও ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিছীন*। অর্থ : হে আমার রব, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম উত্তরাধিকারী *(আম্বিয়া ২১/৮৯)*।

যাকারিয়া (আঃ) বার্ধক্য পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। অন্যদিকে মারিয়াম (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসে তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন আল্লাহ তা'আলা ফলের মৌসুম ছাড়াই মারিয়াম (আঃ)-কে ফল দিয়ে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তখন তাঁর মনে সন্তানের জন্য সুপ্ত আকাংখা জেগে ওঠে। তাই তিনি আল্লাহ্র নিকটে বিশেষ দো'আ করেন। তিনি বলেন, *রব্বে হাবলী মিল্লাদুনকা যুর্রিইয়াতান ত্বাইয়িবাতান, ইন্নাকা সামী'উদ দো'আ*। অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পূতপবিত্র সন্তান দাও। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা কবুলকারী *(আলে ইমরান ৪/৩৮)*।

২. ইব্রাহীম (আঃ) একসময় নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে এ মর্মে দো'আ করেন- *রব্বে হাবলী মিনাছ ছলেহীন*। অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করো *(ছাফফাত ৩৭/১০০)*।

৩. নেক স্ত্রী ও সন্তানের জন্য দো'আ। উচ্চারণ : *রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা-কুর্রতা আ'য়ুনিউ ওয়াজা'আলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা*। অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কর এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*। অতএব উক্ত দো'আগুলো পাঠের পাশাপাশি শারীরিক সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করবে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : ছেলের অসম্মতি সত্ত্বেও মেয়েপক্ষ জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। কাবিন নামায় সাক্ষী নকল ছিল। না জানিয়ে উচ্চ দেনমোহর নির্ধারণ করেছে। এক্ষণে উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

-হাসান, নরসিংদী।

উত্তর : বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলে-মেয়ে, মেয়ের অভিভাবক, ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষী এবং ঈজাব কবূল সম্পন্ন হওয়া শর্ত। এগুলো বিদ্যমান থাকলে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে *(বুখারী হা/৪৭৪১; ছহীহুল জামে' হা/১০৭২, ৭৮৫৫)*। আর বিদ্যমান না থাকলে বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। মোহরের বিষয়টি জটিলতাপূর্ণ হ'লে স্বামী-স্ত্রী বা পরিবার মিলে সমঝোতা করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : ছালাত শেষ করার পর যদি দেখি যে মাথায় কয়েকটি চুল বেরিয়ে আছে, সেক্ষেত্রে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-সায়মা, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর : উক্ত ছালাতই যথেষ্ট হবে। পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৪১৪; বাহূতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ১/২৬৯)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি নারীর চুল বা শরীরের কোন ছোট অংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়, তবে তাকে ছালাত পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। এটিই অধিকাংশ আলেমের অভিমত *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/১২৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করি। প্রতি বছর যাকাত দেই। আমার ভাই-বোন আছে। তারা লেখাপড়া করে। আমার ভাই-বোন আর্থিক কষ্টে থাকলে তাদেরকে যাকাতের টাকা দিতে পারব কি?

-আব্দুল হাই, সিলেট।

উত্তর : আপন ভাই-বোন অসহায় হ'লে তাদের যাকাতের অর্থ দেওয়া জায়েয। কারণ তাদের উপর খরচ করা ভাইয়ের জন্য অপরিহার্য নয়। বরং আত্মীয়কে যাকাত দিলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। একগুণ দানের জন্য ও আরেকগুণ আত্মীয়কে দান করার মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষার জন্য *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৪২২-৪২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মিসকীনকে দান করলে একটি দান করার ছওয়াব হয়। কিন্তু আত্মীয়কে দান করলে দু'টি ছওয়াব হয়; দান করার ছওয়াব

এবং আত্মীয়তা বজায় রাখার ছওয়াব *(নাসাঈ হা/২৫৮২; মিশকাত হা/১৯৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/৮৯২)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : হজ্জব্রত পালনকালে কিছু কিছু মু'আল্লিম হাজীদের নিকট থেকে কুরবানীর জন্য অর্থ নেন কিন্তু কুরবানী করেন না। হজ্জপালন শেষে তা জানতে পারলে উক্ত হাজীদের কাফফারা দিতে হবে কি?

-আমীরুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এমতাবস্থায় হজ্জ আদায় হয়ে যাবে এবং এর জন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। কেননা কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না *(নাজম ৫৩/৩৮)*। তবে অভিযুক্ত মু'আল্লিমগণ কঠিন গুনাহের অংশীদার হবেন। এটা একদিকে যেমন প্রতারণা, অন্যদিকে হজ্জের একটি ওয়াজিব বিধান লঙ্ঘন। যার গুনাহ পুরোপুরি মু'আল্লিমদের উপর বর্তাবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে এরূপ প্রতারণা থেকে বাঁচার সর্বোত্তম উপায় হ'ল, সরকারী বুথে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত ফী জমা দেওয়া।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : আমাদের এলাকার প্রায় মসজিদে উন্নয়নের জন্য সমাবেশ করা হয় এবং সূদখোর, ঘুষখোর সহ আমভাবে সবার টাকা গ্রহণ করা হয়। আবার উপস্থিত শ্রোতাদের খাবারের ব্যবস্থা উক্ত দানের টাকা থেকেই করা হয়। এক্ষণে সবার টাকা গ্রহণ করা এবং সেই টাকা দিয়ে সবাইকে খাওয়ানো জায়েয হবে কি?

-জাভেদ আখতার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পবিত্র সম্পদ থেকেই দান করা কর্তব্য *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। তবে কেউ যদি হারাম উপার্জন থেকে স্বেচ্ছায় দান করে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৭)*। হারাম উপার্জনের জন্য দাতা দায়ী হবেন, গ্রহীতা নন। আল্লাহ বলেন, একের পাপভার অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। কোন ব্যক্তির সম্পদে যদি হালাল-হারাম মিশ্রিত থাকে, তবে সেই সম্পদ গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে জায়েয *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*। কিন্তু হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে দান আল্লাহর নিকটে কবুল হয় না এবং এর মাধ্যমে দাতা কোন নেকীও পাবে না *(মুসলিম হা/২২৪, মিশকাত হা/৩০১; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৮৫)*।

আর এক্ষেত্রে মসজিদের উদ্দেশ্যে দানকৃত টাকা থেকে মসজিদের মুছল্লীদেরকে মসজিদের কল্যাণ বিবেচনায় খাওয়ানো যাবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যেন অপচয় না হয় *(দ্র. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৩১/১৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : জনৈক ব্যক্তি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মারা গেলে স্থানীয় মুরব্বীদের পরামর্শে তাকে দু'বার গোসল দেয়া হয়। এটা সুন্নাহসম্মত হয়েছে কি?

-আব্দুল কাদের, রংপুর।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি সুন্নাহসম্মত হয়নি। বরং ঋতুবতী অথবা অপবিত্র ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য শুধু একবার গোসলই যথেষ্ট হবে *(বাহূতী, কাশ্শাফুল ক্বেনা' ২/৮৭)*। যেমন হানযালা (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধে নাপাক অবস্থায় শহীদ হ'লে ফেরেশতাগণ তাঁকে একবারই গোসল দেন *(শাওকানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭১৩)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : ছাদাক্বাতুল ফিৎর বণ্টনের খাত কয়টি? এটি কি কেবল ফকীর-মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট?

-আব্দুল মালেক, রংপুর।

উত্তর : পবিত্র কুরআনে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে *(তওবা ৯/৬০)*। *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬)*। ইমাম শাফেঈসহ একদল বিদ্বান সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত যাকাতের ৮টি খাতেই ফিৎরা বণ্টন করাকে জায়েয বলেছেন। কেননা ফিৎরাও একটি ফরয যাকাত। তবে ফকীর-মিসকীনকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে *(নববী,* যাকাতুল ফিৎর সহ সকল প্রকার ফরয ছাদাক্বা এর অন্তর্ভুক্ত *(আল-মাজমূ ৬/১৮৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/৯৮)*।

যদিও ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, শায়খ উছায়মীন প্রমুখ বিদ্বান এটিকে কেবল মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট বলেছেন *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/৭১; যাদুল মা'আদ ২/২২; মাজমূ ফাতাওয়া ১৪/২০২)*।

সংশোধনী

মাসিক আত-তাহরীক মে'২৪ প্রশ্নোত্তর ১৪/২৯৪-এ '..তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন..' অংশটির পর 'এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন' বাক্যটি যুক্ত হবে। অনাকাংখিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত *(সম্পাদক)*।

দাখিল পরীক্ষা ২০২৪-এর ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় ৭০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ জন জিপিএ-৫ (এ+) পেয়েছে। তন্মধ্যে বালক শাখা থেকে অংশগ্রহণকারী ৪৭ জনের মধ্যে ২৭ জন (এ+) এবং বালিকা শাখা থেকে ২৩ জন শিক্ষার্থীর সকলেই জিপিএ-৫ (এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে গোল্ডেন (এ+) পেয়েছে ২০ জন। মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান শাখা থেকে ১৭ জন এবং বাকিরা মানবিক শাখা থেকে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা) উচ্চতর গণিতে ১০০ নম্বর পেয়েছে।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ১৬ জন শিক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩ জন গোল্ডেন (এ+) সহ ৭ জন জিপিএ-৫ (এ+) এবং ৯ জন (এ) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।